১০ম অধ্যায়ঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথ

প্রারম্ভিক কথা /মুক্তির পথঃ মুক্তির পথ একটাই আর তা হল ইসলাম। দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম। ইসলাম সৃষ্টির স্বভাবজাত পথ, ইসলাম সোজা পথ, সহজ পথ, সরল পথ। ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পথ। ইসলাম ছাড়া আর যত মত ও পথ আছে সব শয়তানের পথ, বিভ্রান্তির পথ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

আর এটা-ই (তথা ইসলাম-ই) আমার পথ, সোজা পথ। (হে মানুষ ও জিন্ন!) তোমরা সবাই এ পথ আঁকড়ে থাকবে, তোমাদের কেউ অন্য কোনো পথ ধরবে না, এতে করে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমাদেরকে এমন আদেশ দেয়া হল, যেন তাকওয়া অর্জন করতে পার। (৬ আনয়ামঃ ১৫৩)

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ তাকওয়া ও মুত্তাক্বী পরিচিতিঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাক্বওয়া থেকে আর তাক্বওয়ার মূল শব্দ বিক্বায়াহ অর্থ বেঁচে থাকা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা.. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যক্যকীয় তাক্বওয়া ও পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।
১ম স্তর অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হল সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবে এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা কুফর শিরকে জড়িয়ে গেলে ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক।
২য় স্তর আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এতোটুকু তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।
৩য় স্তর পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এ তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন।

বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্ত জাতিঃ বিভ্রান্তি মানে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাওয়া, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়া বা সঠিক পথ ছেড়ে যাওয়াকে বিভ্রান্তি বলা হয়। যেহেতু আল্লাহর পথই একমাত্র সঠিক পথ, তাই যে বা যারা এ পথ আকড়ে থাকবে শুধু তারাই সঠিক এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যে বা যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তারাই বিভ্রান্ত।
অতীতে কত ব্যক্তি, গোত্র ও জাতি আল্লাহর পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমাদের নিকটতম বিভ্রান্ত জাতি বনী-ইসরাঈল। তারা আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের আদর্শের সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশ্রিত করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। তাদের কুফর শিরক ও বিভ্রান্তির কথা আল-কুরআনের অনেক আয়াতে বর্নিত হয়েছে। যেমন..

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)

আহলে কিতাবের কাফির ও মুশরিকরা (কুফর শিরকে) নিমজ্জিত রয়ে-ই গেল আর এভাবেই তাদের কাছে এসে গেলো সুস্পষ্ট প্রমাণ (তথা) আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মাদ সা.,) যে পাঠ করল পবিত্র পৃষ্টাসমূহ, যাতে আছে প্রতিষ্ঠিত কিতাব (তথা লিখিত বিধান) সমূহ। তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (রাসূল ও কিতাব) আসা সত্বেও আহলে কিতাব (তা মেনে নিল না। বরং তারা) নানা দলে বিভক্ত হয়েই রইল। (৯৮ বাইয়্যিনাতঃ ১-৪)

বিভ্রান্তির পথ ৭২টিঃ বিভ্রান্তির পথ মোট ৭২টি। আর এ ৭২ পথের প্রতিটি পথ ধরেই বিভ্রান্ত হয়েছে বানী-ইসরাঈল আর এসব পথের প্রতিটি ধরেই বিভ্রান্ত হবে এ উম্মতের এক একটি দল। বর্নিত হচ্ছে..
আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ অথবা বলেছেন ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, খৃষ্টানরাও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

উক্ত হাদীছসহ অনেক হাদীছ থেকে বুঝা যায়ঃ বনী-ইসরাঈল ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছে আর তাদের পদাংক অনুকরণ করে ওই ৭২ পথেই বিভ্রান্ত হবে মুসলিমের অনেকেই। এ ব্যাপারে বর্নিত হচ্ছে..
আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা হাতে হাতে, কদমে কদমে পূর্ববর্তিদের অনুকরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে তোমরাও তাই করবে। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদ নাসারাদের..? বললেনঃ তবে আর কাদের? (বুখারীঃ ৭৩২০, ৩৪৫৬)

পর্যালোচনাঃ বিভ্রান্তির পথ ৭২টি। ইয়াহুদ ও নাসারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমাদের উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে, মানে আমাদের দল একটা বেশী। কারনঃ তারা নবীর তরীকার সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশ্রিত করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং সবাই এ দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। আর আমাদের সবাই এতে জড়াবে না, অতি সামান্য হলেও আমাদের কিছু মানুষ এসব সংমিশ্রন ও দলাদলি থেকে বিরত থেকে নবী সা.র তরীকার উপর অবিচল থাকবে। অর্থাত তারা সবাই নতুন নতুন দল বানিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর আমাদের কিছু মানুষ এসব দলাদলিতে না জড়িয়ে মূলের উপর অবিচল থাকবে।

হুশিয়ারিঃ আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বারবার হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছেঃ যেন আমরা বানী-ইসরাঈলের কোনো দল বা গ্রুপের অনুকরন না করি, কারন তারা সবাই বিভ্রান্ত হয়েগেছে। আর তাদের অনুকরন থেকে আমাদেরকে সাবধান করার জন্য বানী-ইসরাঈলের বিভ্রান্তির প্রতিটি পথের কথা স্পষ্ট করে বাতলে দিয়েছে আল-কুরআন। বানী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছে ৭২পথে। এই ৭২ পথের সবকটি-ই বিভ্রান্তির পথ। এখন কোনো ব্যক্তি বা দল যদি এই ৭২ পথের কোনো একটিকে নীতিগতভাবে মেনে নেয় বা গ্রহণ করে তবে সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তাই মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সা. বারবার আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন; আমরা যেন এ ৭২ পথের সবকটি পথ পরিহার করি এবং কোনো অবস্থাতেই বানী-ইসরাঈলের অনুকরণ না করি। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

আর (হে আমার বান্দারা!) তোমরা তাদের মত হইও না! যারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (তথা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলেছে) অথচ তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল সুস্পষ্ট প্রমান (আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অতীতে যারা দলাদলি করেছে এবং তোমাদের যারা দলাদলি করবে) তাদের তরে অবধারিত হয় মহা-আযাব। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০৫)

আইন ও বিধানঃ উক্ত আয়াতে তাদের সঙ্গ দিতে এবং সমর্থন করতে নিষেধ করা হয়েছে যারা পরস্পরে মতবিরোধ করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেলে। তাই ইসলামী বিধান মতে বিবাদ, বিভক্তি, বিভাজন ও দলাদলি যেমন নিষিদ্ধ ঠিন তেমনিভাবে যারা এসব জঘন্য কাজ করে তাদের সঙ্গ দেওয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ, হারাম।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভক্তি, বিভাজন, দলাদলি ও ভিন্ন পথ বানানো সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত। অতীতে দ্বীন নিয়ে দলাদলি করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ ও নাসারা আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। উক্ত আয়াত থেকে আমরা জানতে পেরেছিঃ দলবাজদের সঙ্গ দেয়া বা তাদের সমর্থন করাও নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত আর ভিন্ন পথ এক নয়। দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত ইসলামে অনুমোদিত। তবে ভিন্নমতকে ভিন্ন পথ বানিয়ে ফেললে এটা দলাদলি বা দলবাজিতে পরিণত হয়। আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রে এমন-ই করা হচ্ছে। (দ্বীন নিয়ে দলাদলি সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ সুরাহ মুঅমিনূনঃ ৫৩ এবং এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আমাদের বই "ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ"।)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) ঈমান আনা সত্ত্বেও তোমরা যদি আহলে কিতাব (বনী-ইসরাঈল)র কোনো দলের/জনগোষ্টির অনুকরণ কর তবে তারা তোমাদেরকে (নানা বিষয়ে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে) আবার কুফরে ফিরিয়ে নেবে। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০০)

কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় হল, বিভ্রান্তির প্রতিটি পথেই আমাদের একদল মুসলিম এখন বানী-ইসরাঈলের অনুকরণ করছে এবং করে যাচ্ছে। যে ৭২ পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছে ঠিক সেই ৭২ পথেই বিভ্রান্ত হচ্ছে আজ আমাদের মুসলিম সমাজ। ব্যবধান শুধু এই যে, বনী-ইসরাঈলের সবাই বিভ্রান্ত হয়েছিল আর মুসলিমদের কিছু মানুষ হেদায়াতের পথে অবিচল থাকবে।

সঠিক পথঃ কুরআন হাদীছ থেকে বুঝা যায় বিভ্রান্তির প্রতিটি পথেই একদল মুসলিম ইয়াহুদ নাসারার অনুকরণ করবে আর যারাই তাদের অনুকরণ করবে তারাই বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হবে। তবে সংখ্যায় কম হলেও কিছু মুসলিম বানী-ইসরাঈলের অনুকরণ থেকে বেচে থাকবে এবং রাসূল সা. ও সাহাবাদের পথে অবিচল থাকবে। যেসব মুসলিম রাসূল সা. ও সাহাবাদের পথে অবিচল থাকবে কেবল তারাই সঠিক, তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত, তারাই জান্নাতী।

আশা করি এতক্ষণে আর বুঝতে বাকি নেই যে, হেদায়াতের পথে অবিচল থাকতে হলে বিভ্রান্তির ৭২পথ চিনে রাখা আবশ্যক। তাই হেদায়াত প্রত্যাশী ভাইবোনদের সুবিধার্থে ক্বুরআন হাদিছের আলোকে বিভ্রান্তির ৭২টি পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হল।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিকভাবে অনুসন্ধানের তাওফিক দান কর, সঠিক পথে পরিচালিত কর এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের দলে শামিল কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর, দয়া কর। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা যে ধ্বংস হয়ে যাব, মালিক! আমীন।।

বিভ্রান্তির ৭২ পথঃ আমরা অনুসন্ধান করে বিভ্রান্তির ৭২টি পথ লিপিবদ্ধ করেছি এবং প্রতিটি বিষয়ে ক্বুরআন হাদিছের দলীল উপস্থাপন করেছি। তথাপিও ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমরা এ অনুসন্ধানে দলবাজি ও অবৈধ দলাদলির উর্দ্ধে থাকার চেষ্ঠা করেছি। উম্মতের একজন হয়ে মুসলিম জাতির পাথেয় হিসেবে সঠিক কাজটি করার চেষ্ঠা করেছি। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টায় ক্রটি করিনি। তবুও যাবতীয় ভুলক্রটির জন্য মহান প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি কোনো ভুল চোখে পড়বে দয়া করে অবগত করবেন।

বিভ্রান্তির ৭২ পথের শিরোনাম

ক্রমিক	শিরোনাম	বিভ্রান্তির ধরন	এ বিষয়ে আয়াত	মন্তব্য
১	আল্লাহর জাতিসত্ত্বায় শিরক	বানী-ইসরাঈল তাদের নবী রাসূলকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে আল্লাহর জাতিসত্ত্বার অংশ বানিয়েছে আর আজকাল কিছু মুসলিমও আমাদের নবী সা.কে আল্লাহর নূরের অংশ মনে করে একইভাবে শিরক করে যাচ্ছে	তাওবাহঃ ৩০	শিরক
২	আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করেছে, তারা বাছুরকে সিজদাহ করেছে আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষ তাদের পীর ও মাজারকে সিজদাহ করা সহ নানা ভাবে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে	বাক্বারাহঃ ৯২ নিসাঃ ১৭১	শিরক
৩	আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক	বানী-ইসরাঈল তাদের উলামা-মাশাইখকে বিধানদাতার আসনে বসিয়েছে, তারা আল্লাহর বিধানের বিপরিতে গিয়েও উলামা-মাশাইখের কথা মেনে নিয়েছে। আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষও তাদের উলামা-মাশাইখকে একই আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে	তাওবাহঃ ৩১	শিরক
৪	আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা না দেওয়া	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করেছে। আর আজকাল আমাদের কিছু মানুষ একই আচরন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে	আনয়া'মঃ ৯১	কুফর
৫	আল্লাহর বিধানের মনগড়া বিশ্লেষন	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষন করেছে, তারা আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষন করে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।	আল-ই'মরানঃ ৫২ নিসাঃ ৫৭	কুফর
৬	অঙ্গিকার ভঙ্গ করা	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে, তারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলেনি। আর আজকাল আমাদের অনেকেই একই পথে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে	মাইদাহঃ ১৩ নিসাঃ ১৫৫	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৭	আল্লাহর অবাধ্যতা	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কুফর করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫০-১৫১	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৮	আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন	বানী-ইসরাঈল যেভাবে আল্লাহ ও রাসূলকে একত্রে মিশিয়ে নিয়ে শিরক করেছে তদ্রপ আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করেও বিভ্রান্ত হয়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫০-১৫১	কুফর
৯	ঈমানের উপর অবিচল না থাকা	বানী-ইসরাঈল ঈমানের উপর অবিচল থাকতে পারেনি, তারা বারবার কুফর করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৩৭	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
১০	আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন	বানী-ইসরাঈল আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আল্লাহর দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে বিভ্রান্ত হয়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৬৫	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
১১	সকল নবীকে না মানা	বানী-ইসরাঈল সকল নবীকে মানত না, তারা অনেক নবীকেই অমান্য করেছে ফলে তারা আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৩৬-১৩৭	কুফর
১২	কোনো নবীকে অবিশ্বাস করা	বানী-ইসরাঈল তাদের নবীকে অবিশ্বাস করে কুফর করেছিল আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কিছু মানুষ	বাক্বারাহঃ ৫৫	কুফর
১৩	নবীর অবাধ্য হয়া বা নবীর উপর মিথ্যাচার	নবীর যেসব কথা তাদের মনঃপুত হত না ওইসব বিষয়ে নবীর অবাধ্য হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈলের অনেক উলামা, নেতা ও জনতা আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	২ বাক্বারাহঃ ৮৭ বাক্বারাহঃ ২৪৬-২৫২	কুফর
১৪	কোনো নবী বা মুঅমিনকে হত্যা করা	বানী-ইসরাঈল তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে বিরোধের জেরে অনেক নবী ও মুঅমিনকে হত্যা করে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকে পড়েছিল আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৫৫ আল-ই'মরানঃ ২১	কুফর
১৫	যাদু	যাদু আসলে কুফরেরই নামান্তর। তথাপিও বানী-ইসরাঈলের উলামা ও জনতা যাদুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১০২	কুফর
১৬	দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ী	দ্বীন ও দ্বীনী বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবারী করা বানী-ইসরাঈলের উলামা সমাজের সভাবে পরিনত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৭১	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
১৭	নবী নিয়ে বাড়াবাড়ি	নবী রাসূল নিয়ে বাড়াবারী করা বানী-ইসরাঈলের স্বভাবে পরিনত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ ৩০	সাধারণ পাপ থেকে কুফর/শিরক
১৮	আলিম-উলামা নিয়ে বাড়াবাড়ি	আলিম উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবারী বানী-ইসরাঈলের স্বভাবে পরিনত হয়েছিল, আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ ৩১	সাধারণ পাপ থেকে কুফর/শিরক

১৯	শর্তারোপ	আল্লাহর কিতাব, ইসলামী বিধান বা নবীর কথা মানতে শর্তারোপ করাও বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৫৫ মাইদাহঃ ২১-২২	কুফর
২০	বিদয়াত	সাধারণ পাপ থেকে কুফর	হাদীদঃ ২৭	
২১	তদন্ত ছাড়া সিদ্ধান্ত	যথাযথ তদন্ত ছাড়াই ফতোয়া দেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা	মারইয়ামঃ ২৭-২৮	
২২	আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১০১	কুফর
২৩	আল্লাহর কিতাব নিয়ে দলাদলি	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৭৬	কুফর
২৪	দ্বীন নিয়ে দলাদলি	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ই'মরানঃ ১০৫ আনয়া'মঃ ১৫৯	কুফর
২৫	আল্লাহর বিধান নিয়ে ধারনা ভিত্তিক মন্তব্য	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১২৩	কুফর
২৬	আল্লাহর কিতাব মত বিচার/শাসন না করা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ই'মরানঃ ২৩ মাইদাহঃ ৪৪	কুফর
২৭	মুঅমিনদের সাথে শত্রুতা	ইসলাম, ইসলামী আদর্শ বা ইসলামের কোন বিধান নিয়ে মুঅমিনের সাথে শত্রুতা করা বা শত্রুতা রাখা	মাইদাহঃ ৮২	কুফর
২৮	ফিরিস্তার সাথে শত্রুতা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৯৮	কুফর
২৯	কিছু মানা আর কিছু না মানা	বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব বা দ্বীনের কিছু বিধান মানা আর কিছু না মানা।	নিসাঃ ১৫০-১৫১ বাক্বারাহঃ ৮৫	কুফর
৩০	তাহরীফ	আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতের শব্দ, অর্থ বা মর্ম বদলে ফেলা	বাকারাহঃ ৭৫ নিসাঃ ৪৬ মাইদাহঃ ১৩,৪১	কুফর
৩১	ভালোকে বর্জন আর মন্দকে গ্রহন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আ'রাফঃ ১৪৫-১৪৬	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৩২	আল্লাহর বিধান বদলে ফেলা	আল্লাহর কিতাবের কোনো বিধান না মানা এবং দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর বিধান বদলে ফেলা	বাক্বারাহঃ ৪১, ১৭৪	কুফর
৩৩	আল্লাহর কিতাবের তথ্য গোপন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৪৬,১৭৪	কুফর
৩৪	কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ৪১ নিসাঃ ১৩৭ মাইদাহঃ ৫ (শেষাংশ) যুমারঃ ৬৫	কুফর/শিরক
৩৫	নীতিগতভাবে সূদকে মেনে নেওয়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৬০-১৬১ বাক্বারাহঃ ২৭৫	কুফর
৩৬	অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ১৬১ তাওবাহঃ ৩৪ আ'রাফঃ ১৬৯	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৩৭	মানবরচিত দর্শন বা আদর্শ মেনে নেওয়া	মনগড়া বা মানবরচিত নীতি আদর্শ দর্শন মতবাদ বা আইন মেনে নেওয়া বিভ্রান্তির পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১২০ জাছিয়াহঃ ২৩ স্বাদঃ ২৬ আনয়ামঃ ১১৪ মাইদাহঃ ৫০	কুফর
৩৮	পাপিষ্ঠদের পথে চলা	মূসা আঃর কথা অমান্য করে পাপিষ্ঠ সামিরীর পথে চলে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈলের ৭০ হাজার মানুষ আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আ'রাফঃ ১৪২	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৩৯	দ্বিনহীন নেতৃত্ব মেনে চলা	রাজনৈতিক, সামাজিক বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে দ্বীনহীন নেতৃত্ব মেনে নেওয়া বা মেনে চলা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	ত্বাহাঃ ৮৫-৯০, ৯৫-৯৭	সাধারণ পাপ থেকে কুফর/শিরক
৪০	মনগড়া বা মানবরচিত বিধান মেনে বিচার ও শাসন	বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত ও মনগড়া বিধান মেনে বিচার ও শাসন করা। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	স্বাদঃ ২৬ মাইদাহঃ ৪৪, ৪৭	কুফর
৪১	জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ৫১	কুফর

৪২	মুজাহিদদের বিপক্ষে অবস্থান	যারা আল্লাহর বিধান কায়েমকরতে চায় তথা আল্লাহত পথে জিহাদরত আছে তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া	আল-ইমরানঃ ২১-২২	সাধারণ পাপ থেকে কুফর
৪৩	আদেশ লঙ্ঘন	ইসলামী দেশের নেতার আদেশ অমান্য করা, সৃংখলা ভঙ্গ করা বা বিদ্রোহ করা	বাক্বারাহঃ ২৪৯	বিভ্রান্তির পথ
৪৪	অধিক ভয় ও যুদ্ধ বিমুখতা	শত্রুর শক্তিতে ভীত হয়ে আল্লাহর বিধান পালন থেকে বিরত থাকা	বাক্বারাহঃ ২৪৯-২৫১ মাইদাহঃ ২৪	বিভ্রান্তির পথ
৪৫	যুদ্ধ থেকে পালানো	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ২৪ আনফালঃ ১৬	বিভ্রান্তির পথ
৪৬	দলগত প্রতিহিংসা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৪৬-১৪৭ শূরাঃ ১৪	বিভ্রান্তির পথ
৪৭	দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা	আল্লাহর বানী বা বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা বিভ্রান্তির পথ	আল-ইমরানঃ ১৮১	বিভ্রান্তির পথ
৪৮	অহেতুক ও অধিক প্রশ্ন		বাক্বারাহঃ ৬৭-৭৪, ১০৮	বিভ্রান্তির পথ
৪৯	রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যায় বিশ্বাস	রাশিফল বা জ্যোতিষীবিদ্যা বিশ্বাস করা। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈলের কিছু মানুষ আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কতলোক	বাক্বারাহঃ ৬২	বিভ্রান্তির পথ
৫০	সংমিশ্রন বা মিশ্রিত জীবন	বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরকে তথা মানবরচিত মতবাদকে একত্রে মিশিয়ে ফেলা এবং মিশ্রিত জীবনযাপন করা	বাক্বারাহঃ ৪২, ৮৫ নিসাঃ ১৫০-১৫১	বিভ্রান্তির পথ
৫১	বিজাতীয় অনুকরন ও মূর্তী প্রীতি	নৈতিক, আদর্শিক ও ইবাদাতসহ মৌলিক বিষয়াদিতে বিজাতীয় অনুকরন করা এবং মূর্তী, সৌধ, মিনার বা ভাস্কর্য	আ'রাফঃ ১৩৮	বিভ্রান্তির পথ
৫২	আলাদা মতাদর্শ তৈরি করা ও মেনে চলা	দ্বীনি বিষয়ে আল্লাহর কিতাবের আদর্শের সাথে নিজেদের মতামত মিশিয়ে আলাদা মতাদর্শ তৈরি করা, মেনে চলা এবং এসব মতাদর্শকেই একমাত্র সঠিক ও হেদায়াতের মাধ্যম মনে করা	বাক্বারাহঃ ১৩৫, রূমঃ ৩২	বিভ্রান্তির পথ
৫৩	দলীয় লোকদের জন্য জান্নাত নির্ধারন করা, নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করা	"শুধু আমাদের দলের লোকজনই জান্নাতে যাবে" /"জান্নাতে একমাত্র পথ আমাদের পথ", /"জান্নাতে জেতে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে" এমন মন্তব্য করা এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করা। এক সময় এমন করত ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা আর আজকাল একই পথে এগুচ্ছে আমাদের মাঝে তৈরি দল-উপদলগুলো	বাক্বারাহঃ ১১ মাইদাহঃ ১৮	বিভ্রান্তির পথ
৫৪	জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে মনগড়া মন্তব্য	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ইমরানঃ ২৪	বিভ্রান্তির পথ
৫৫	দলীয় স্বার্থে দ্বীন ছেড়ে দেওয়া	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৮, নিসাঃ ১৫৫	বিভ্রান্তির পথ
৫৬	হেদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি গ্রহন	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	নিসাঃ ৪৪ বাক্বারাহঃ ১৬	বিভ্রান্তির পথ
৫৭	নিজে নিজের /একে অপরের তাযকিয়্যাহ করা বা তাযকিয়্যাহর সনদ দেওয়া	তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। তাযকিয়্যাহর ৩টি ধাপ রয়েছে। যথাঃ ক- কুফর শিরক থেকে তাযকিয়্যাহ। খ- মহাপাপ থেকে তাযকিয়্যাহ। গ- সকল প্রকার পাপ থেকে তাযকিয়্যাহ তথা পাপমুক্তি। ১ম দুই প্রকার তাযকিয়্যাহর জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি আর ৩য় প্রকার তাযকিয়্যাহ একমাত্র আল্লাহর হাতে।	নিসাঃ ৪৯	সাধারণ পাপ থেকে কুফর/শিরক
৫৮	মুঅমিনদের বিপক্ষে ফতোয়া দেওয়া	এক সময় একাজটি করত কিছু ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে আমাদের উলামাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	নিসাঃ ৫১	বিভ্রান্তির পথ
৫৯	দলাদলি করা, পরস্পরে যুদ্ধ	এক সময় একাজটি করত ইয়াহুদ আর বর্তমানে আমাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৮৪-৮৫ মুঅমিনূনঃ ৫৩	বিভ্রান্তির পথ
৬০	আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্ত্মানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৭, ১০১,	বিভ্রান্তির পথ
৬১	ধারনা ভিত্তিক ফতোয়া ও ওয়াজ	এক সময় এমন করত কিছু ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে আমাদের উলামাদের অনেকেই এমন করে জাতিকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৭৮	বিভ্রান্তির পথ
৬২	মুসলিমদের বিপক্ষে শত্রুকে সাহায্য করা	এক সময় একাজটি করত ইয়াহুদ আর বর্তমানে আমাদের অনেকেই এমন করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন	বাক্বারাহঃ ৮৪-৮৫	বিভ্রান্তির পথ
৬৩	দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া	দ্বীন ও আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৮৬	বিভ্রান্তির পথ

৬৪	আল্লাহর নির্ধারিত হালাল হারাম না মানা	আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করা। একসময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	তাওবাহঃ ৩১ মাইদাহঃ ৮৭ আনয়ামঃ ১৩৮-১৫০ নাহ'লঃ ১১৬	বিভ্রান্তির পথ
৬৫	আল্লাহর কালামে জবান ঢুকিয়ে দেওয়া	আল্লাহর কথার সাথে মিশিয়ে নিজের বা দলীয় কথাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মানুষ এ কথাকেও আল্লাহর কথা মনে করে মেনে নেয়। এক সময় এমন করত ইয়াহুদ উলামা সমাজ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছেন আমাদের অনেক আলিম উলামা	আল-ইমরানঃ ৭৮ বাক্বারাহঃ ৭৯	বিভ্রান্তির পথ
৬৬	কথায় ও কাজে মিল না থাকা	অন্যকে সৎকাজের কথা বলা আর নিজের বেলায় ভুলে থাকা। এক সময় এমন করত একদল ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ৪৪ স্বাফ্ফঃ ২	বিভ্রান্তির পথ
৬৭	বিনা দলীলে কাউকে ভ্রান্ত বলা	একসময় এমন করত একদল ইয়াহুদ উলামা আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১১৩	বিভ্রান্তির পথ
৬৮	নবী নিয়ে বিরোধ ও মনগড়া মন্তব্য	একসময় এমন করত ইয়াহুদ উলামা আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	বাক্বারাহঃ ১৪০ আল-ইমরানঃ ৬৫	বিভ্রান্তির পথ
৬৯	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাহঃ ৬৩, ৭৮-৭৯	বিভ্রান্তির পথ
৭০	কাফিরদেরকে ওয়ালী বানানো	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	মাইদাঃ ৮০ মাইদাহঃ ৫১ আল-ইমরানঃ ২৮	বিভ্রান্তির পথ
৭১	আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করা, দূষ খোজা	এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	আল-ইমরানঃ ৯৯ নিসাঃ ১৬০-১৬১	বিভ্রান্তির পথ
৭২	পাপচার ও হারামের প্রতি ঝুকে পড়া	কুফর শিরক পাপাচার ও হারাম কাজের প্রতি ঝুকে পড়া এবং পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।	মাইদাহঃ ৬২, ১১২-১১৫ আল-ইমরানঃ ১৭৬	বিভ্রান্তির পথ
		উল্লেখিত ৭২ পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ ও নাসারা। আর আমাদের অনেক মানুষও একই পথে বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামী হবে বলে নবী সাঃ সতর্ক করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যে বা যারা এসব পথের যে কোনো একটি বা একাধিক পথে চলবে সে অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরবে। তাই সাবধান! বন্ধুগন সাবধান!!		
	মুক্তির একমাত্র পথ		আল-ইমরানঃ ৩১,১০৩,১০৫ আনয়ামঃ ১০৬ ইউসুফঃ ১০৮ যুমারঃ ৬৫	

বিভ্রান্তির ৭২ পথ পরিচিতি

প্রারম্ভিক কথাঃ বিভ্রান্তির পথ ও কুফর শিরক পরিচিতিঃ এখানে বিভ্রান্তির পথ বলে আমরা বুঝিয়েছিঃ ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া অথবা জীবন চলার পথ হিসেবে নবী সা.র আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতি (তরীকা) বাদ দিয়ে অন্য তরীকা গ্রহন করা। বিভ্রান্তি মূলত একটি নৈতিক ও আদর্শিক ব্যাপার আর এর মূলে রয়েছে কুফর ও শিরকের মত মহাপাপ।

ইসলামের মূল বিষয় ২টিঃ ঈমান ও আমল। কোনো মুসলিমের ঈমানে সমস্যা হলে সে মুনাফিক হয়ে যায় আর আমলে সমস্যা হলে সে হয় ফাসিক। পরকালে ফাসিকের ক্ষমার সম্ভাবনা থাকলেও মুনাফিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

ঈমানের মূল বিষয় আবার ২টিঃ বিশ্বাস ও নৈতিকতা। অর্থাত ঈমান হচ্ছেঃ আল্লাহ থেকে আগত যাবতীয় তথ্যের উপর সন্দেহাতীতভাবে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং আল্লাহর সকল বিধিবিধানকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নেওয়া। আর এ দুটি বিষয়ের উপর অবিচল থাকতে না পারলে এবং এসবের যে কোনো একটি থেকে ছিটকে পড়লে বা সরে গেলে এর নাম হয় বিভ্রান্তি। বিভ্রান্তির মূল বিষয় কুফর ও শিরক।

কুফর ও শিরক পরিচিতিঃ

কুফরঃ কুফর অর্থ অমান্য করা, অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করা, গোপন করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। সেমতে..

- আল্লাহর দেওয়া কোনো তথ্য অবিশ্বাস করা;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে (সম্পূর্ন বা আংশিক) প্রত্যাখ্যান করা;
- আল্লাহর কোনো বিধানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা;

- আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা;
- আল্লাহর কোনো আদেশ বা নিষেধ অমান্য করা বা এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া;
- আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বা দ্বীনি দাওয়াতে বাঁধা দেওয়া বাঁধার সৃষ্টি করা;
- আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া;
- আল্লাহর দেয়া কোনো তথ্য গোপন করা;

তথা উল্লেখিত কাজসমূহের মাঝে যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়া কুফর। এছাড়াও যাদু এবং আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে উপহাস করা, কোনো নবী বা ফিরিস্তাকে মন্দ বলা, ইসলামী দেশ বা সমাজের সাথে শত্রুতা রাখা ও কুফর।

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। শিরকের মূল বিষয়সমূহ হচ্ছে..

১. অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে মহান আল্লাহর স্বত্বার সাথে সম্পৃক্ত করা, এতে আল্লাহর জাতিস্বত্বায় শিরক হয়।

২. আল্লাহ ইবাদাত হিসেবে যাকিছু করা হয় অন্য কারো জন্য বা অন্য কিছুর জন্য এমন কিছু করা অথবা অন্য কারো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া। এতে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক হয়। উলুহিয়্যাতে শিরকের দুটি মূল সূত্র হচ্ছে..

- "প্রতিকৃতি থেকে মূর্তী আর মূর্তী থেকে দেব-দেবী" অর্থাত প্রথমে একটা প্রতিকৃতি বানানো হয় তারপর এটাকে মূর্তী হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় আর তারপর দেব-দেবী হিসেবে পূজা করা হয়।
- "শুফায়া থেকে শুরাকা" অর্থাত প্রথমে কাউকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হিসেবে শাফায়াতকারী নির্ধারন করা হয় তারপর আল্লাহ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হিসেবে মানা হয় আর তারপর আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা হয়।

৩. আল্লাহর দেওয়া বিচার ও শাসননীতি ও বিধিবিধানের বিপরিতে অন্য কারো বানানো বিচার ও শাসননীতি ও বিধিবিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া, এতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক হয়।

৪. অন্য কাউকে বা অন্যকিছুকে আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা, এতে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে শিরক হয়। উল্লেখিত শিরকসমূহ হচ্ছে বড় শিরক।

- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে কসম করলে শিরক হয়
- মানুষ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোনো সৎকাজ করলে রিয়া হয় এবং রিয়াও এক প্রকার শিরক, হাদীছে রিয়াকে শিরক খাফিয়্য বা গোপন শিরক বলা হয়েছে
- কুরআনের আয়াত (বা মাসনূন দোয়া) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ ঝুলালেও শিরক হয়। নীচের ৩টি হচ্ছে ছোট শিরক।

কুফর ও শিরক সমান্তরালঃ কুফর ও শিরক দুটি আলাদা পাপ হলেও উভয়টিই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। তাই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দুটিই সমান। আর এজন্যই মাঝে মাঝে এদুটি পাপ একাকার হয়ে যায় এবং একটি অরেকটির জায়গায় ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হচ্ছে..

- "আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব, কারণ তারা শিরক করেছে.." (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫১) এখানে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "তারা শিরক করে"
- "তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ তিনের এক.." অর্থাত যারা ত্বত্ববাদে বিশ্বাস করে। (মা-ইদাহঃ ৭৩) এখানে ত্বত্ববাদকে কুফর বলা হয়েছে অথচ এটা সুস্পষ্ট শিরক।
- "তারা অবশ্যই কুফর করে যারা বলে আল্লাহ হলেন মাসীহ বিন মারইয়াম.. (মা-ইদাহঃ ৭৩) এখানেও সুস্পষ্ট শিরককে কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এছাড়াও আরো অনেক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় কুফর ও শিরক দুটি স্বতন্ত্র পাপ হলেও কখনো কখনো পাপ দুটি একীভূত হয়ে যায়। যদিও একাডেমিক ভাবে কুফর তুলনামূলক ভাবে শিরক থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানে সকল মুশরিক-ই কাফির হয় তবে সকল কাফির মুশরিক হয় না। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলাম মেনে চলে তবে "হুদূদ" মানে না। তার এ পাপকে কুফর বলা যাবে তবে শিরক নয়।

(কুফর ও শিরক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

বিভ্রান্তির পথঃ ১. আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরকঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের অন্যতম একটি হল শিরক। বনী-ইসরাঈল নানাভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়েছিল।এসব শিরকের একটি হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহর কোনো শরীক বা অংশিদার নাই। আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নাই, কিছুই নাই। এমন বিশ্বাসের নাম তাওহীদ। আর তাওহীদ পরিপন্থী বিশ্বাসকে বলা হয় শিরক।

নবীগণ মর্যাদার পাত্র। নবীর মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ব। তবে আল্লাহ ছাড়া বাকি সকলের মর্যাদার একটা নির্ধারিত সীমা রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে কাউকে মনগড়া মর্যাদা দিতে গেলেই সমস্যা। যে সমস্যায় পতিত হয়েছে বনী-ইসরাঈল। তারা নিজেদের নবীকে মনগড়া মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহর অংশ বানিয়ে ফেলেছে। যা আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরকের নামান্তর। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (30)

ইয়াহুদ বলে উ'জাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ আল্লাহর ছেলে। আসলে এসবই তাদের মুখের কথা। তাদের এসব কথা আগেকার কাফিরদের কথারই অনুরূপ। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কী সব রটনা করছে!

(৯ তাওবাহঃ ৩০)

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টান আল্লাহর ছেলেতত্বে বিশ্বাস করে শিরক করেছে। তারা আল্লাহর নবীকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে শিরকে জড়িয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপেই এ উম্মতের একদল মানুষ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে। বর্তমান উম্মতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাইঃ আমাদের একদল মানুষ রাসূল সা.-কে আল্লাহর নূরের অংশ মনে করে এমন শিরকে জড়িয়েছে। তারা মনে করছে আল্লাহর নবী আল্লাহর নূরেরই অংশ বিশেষ এবং তিনি আলিমু-ল-গাইব এবং হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা।

তখন ও এখনঃ তখন এমন শিরকে জড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈল আর বর্তমানে একদল মুসলিমও বানী-ইসরাঈলের অনুকরনে নবীকে মনগড়া মর্যাদা দিয়ে মুহাম্মাদ সাঃকে আল্লাহর জাতিসত্বার অংশ বানিয়ে ফেলছে। তারা বলছেঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর নূরে তৈরি" অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর সত্বার অংশ। নবীকে আল্লাহর সত্বার অংশ বানিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। যেমন (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২. উলুহিয়্যাতে শিরকঃ বানী-ইসরাঈলের বিভ্রান্তির ৭২পথের অন্যতম আরো একটি হচ্ছে উলুহিয়্যাতে শিরক। বনী-ইসরাঈল নানাভাবে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করেছে। ইয়াহুদ বাছুর পূজা করেছে। নাসারা তৃত্ববাদের আড়ালে তিন খোদা মেনে নিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ(92)

মুসা বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণ) নিয়েই তোমাদের কাছে এসেছিল। তথাপিও তোমরা বাছুরকে (ইলাহ হিসেবে) গ্রহন করে/মেনে নিয়েছিলে, তোমরা জালিম (মুশরিক) হয়ে গিয়েছিলে। (২ বাকারাহঃ ৯২)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (171)

হে আহলে কিতাব! দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বই মিথ্যা বলো না। ঈসা বিন মারয়াইম একজন রাসূল ছাড়াআ আর কিছুই নয়। আল্লাহ তদীয় বাণী মারয়াইমের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন (আর এতেই তার জন্ম হয়েছে। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ) শক্তি (নিয়ে এসেছিল।) সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, তৃত্ববাদের কথা বলো না। (এমন ধারনা থেকে) বিরত থাকো। এতেই তোমাদের কল্যান নিহিত। আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। তিনি সন্তান গ্রহণের উর্দ্ধে। আসমান যমীনের সবকিছুই তাঁর (দাস। কেউ ছেলে নয়) অবিভাবক/রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ১৭১)

তখন ও এখনঃ তখন আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর এখন মাজার পূজা, মিনার পূজা, সৌধ পূজা, পীর পূজা, সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিকানাসহ আল্লাহর উলুহিয়্যাতের অনেক বৈশিষ্ট্য গাইরুল্লাহকে দিয়ে উলুহিয়্যাতে শিরক করে বিভ্রান্তির পথে এগুচ্ছে এ উম্মতের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৩. রুবুবিয়্যাতে শিরকঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক। সাধারনত মানুষ যেসব বিষয়ে শিরক করে থাকে এর অন্যতম একটি হচ্ছে রুবুবিয়্যাতে শিরক। সমাজ, সরকার, ধর্ম, নেতা, উলামা ও পীর মানার নামে অতি বাড়াবাড়ি করে অনেক মানুষই এমন শিরকে জড়িয়ে যায়। বনী-ইসরাঈল যেসব পথে বিভ্রান্ত হয়েছে এর অন্যতম একটি হচ্ছে রুবুবিয়্যাতে শিরক।

রুবুবিয়্যাতে শিরকের সূত্রঃ রুবুবিয়্যাতে শিরকের মূল সূত্র হল ৩টি বিষয়ে অতি বাড়াবাড়ি..

সূত্রঃ ১. নেতা নিয়ে বাড়াবাড়িঃ বানী-ইসরাঈলের কিছু নেতা আল্লাহর বিধানের বিপরিতে গিয়ে মানবরচিত ও মনগড়া বিধান দিয়ে দেশ সমাজ ও জাতিকে পরিচালিত করেছে আর আম জনতা এসব বিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে এদেরকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে শিরক করেছে।

সূত্রঃ ২. উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবাড়িঃ বানী-ইসরাঈলের কিছু বিভ্রান্ত উলামা ও পীর আল্লাহর বিধানের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছে আর সাধারন জনতা এসব ফতোয়া মেনে নিয়ে তাদের এব উলামা ও পীরদেরকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে শিরক করেছে।

সূত্রঃ ৩. নবী নিয়ে বাড়াবাড়িঃ বানী-ইসরাঈলের কিছু উলামা ও তাদের অনুসারীরা তাদের নবীকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে। তারা কোনো কোনো বিষয়ে তাদের উলামা, পীর ও নবীকে প্রভুর সম-মর্যাদা দিয়ে এবং প্রভুর বৈশিষ্টে বিশেষিত করে শিরকে জড়িয়ে পড়েছে। এসব ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)

তারা (ইয়াহুদ ও নাসারা) আল্লাহর বদলে তাদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীরদের)কে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ বিন মারইয়ামকেও (তথা নবীকেও রাব্ব বানিয়ে ফেলেছে।) অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করতে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহঃ ৩১)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রাঃকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ইয়াহুদ খৃষ্টান কি তাদের উলামা ও পীরদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, (পূজা করত না। তবে) তারা (উলামা ও পীরগণ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত) হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দিলে মানুষ এটা মেনে নিত।
আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। আমার গলায় তখন স্বর্নের ক্রস ছিল। তিনি বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এ বেদিকে ফেলে দাও। তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেনঃ শোন! লোকজন তাদের পূজা করত না। বরং তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে এটা মেনে নিত। (তাফসীত ক্বুরতুবী, উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে।)

হুঁশিয়ারিঃ ভালমন্দ, বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, তথা জীবন বিধান নির্ণয় করা রাব্ব হিসেবে একমাত্র কাজ। কারণ যিনি আমাদের জীবন বিধান নির্ণয় করেন তিনি-ই রাব্ব। আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব। আল্লাহর ঠিক করা জীবন বিধান-ই আমাদের জন্য একমাত্র বৈধ বিধান। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো বানানো বিধান বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো ফতোয়া মেনে নেওয়া শিরকের নামান্তর। এমন করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) শিরক হয়।

আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটা নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। আমরা আলীমকে আলীম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবে মান্য করব, নবী হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ আলীম উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর সুন্নতের বিপরীতে উনাদের কারো কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটা-ই ইসলামের মূল শিক্ষা আর ফিক্বহী বা মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটা-ই। ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে আর এটাই আমার শেষ কথা"।

তখন ও এখনঃ তখন এমন শিরক করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর বর্তমানে এমন শিরকে জড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের কত মানুষ।
আজকাল দেশেদেশে ক্বুরআন সুন্নাহর বিপরীত নীতিমালা, আইন ও বিধান রচিত হচ্ছে। আবার নীতিভ্রষ্ট কিছু উলামা ও পীরগণও ক্বুরআন সুন্নাহর বিপরীতে ফতোয়া দিচ্ছেন আর লোকজন এসব মেনেও নিচ্ছে। এভাবেই ইয়াহুদ নাসারার পদাংক অনুকরণে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে চলেছে মুসলিম সমাজের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৪. আল্লাহর সাথে বে-আদবীঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি হল আল্লাহর সাথে বে-আদবী করা তথা মহান আল্লাহকে যথাযত মর্যাদা না দেওয়া। বনী-ইসরাঈল আল্লাহকে যথাযত মর্যাদা দেয়নি, তারা আল্লাহর সাথে বে-আদবী করেছে। আল্লাহকে যথাযত মর্যাদা না দিলে বা আল্লাহর সাথে বে-আদবী করলে ঈমান বরবার হয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেমন..
উদাহারণঃ ১. মালিক বিন স্বাইফ নামে এক ইয়াহুদ আলিম ছিল। একদা সে রাসূল সা.র সাথে তর্ক শুরু করল। মালিক অতিরিক্ত মোটা ছিল। এক পর্যায়ে রাসূল সা. বললেনঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যিনি মুসার কাছে তাওরাত নাযিল করেছেন। "মোটা হিবরের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট" এ উক্তিটি কি তুমি তাওরাতে পাওনি? একথা শুনে মালিক রেগে গিয়ে বললঃ আল্লাহ মানুষের উপর কোনোকিছু নাযিল করেননি। এতে নাযিল হয়েছে..

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ۗ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91)

তারা আল্লাহকে যথাযত মর্যাদা দেয়নি। তারা বলেঃ আল্লাহ মানুষের উপর কোনোকিছু নাযিল করেননি। জিজ্ঞেস কর; মুসার কিতাব কে নাযিল করেছে? যাতে ছিল হেদায়াত ও নূর। যা তোমরা খন্ড খন্ড করে ফেলেছ। এরকিছু তোমরা প্রকাশ কর আর অনেক কিছুই গোপন করে ফেল। (কিতাবটি নাযিলের পর) তোমরা এমন অনেক কিছু জানতে পেরেছ, তোমরা ও তোমাদের পুর্বসূরীরা এর আগে যা জানতে না। (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও! (মূসার কিতাব) আল্লাহই (নাযিল করেছেন।) এরপর ছেড়ে দাও, তারা রঙ্গ-তামাশা করতে থাকুক /অহেতুক তর্কে ডুবে থাকুক। (৬ আনয়ামঃ ৯১)

তখন ও এখনঃ অহেতুক তর্কে ডুবে থাকা, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের তোয়াক্কা না করে শুধু জিতার জন্য তর্ক করা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এমন কাজ মানুষকে অহমিকায় ডুবিয়ে রাখে এবং এতে করে কখনো কখনো মানুষ তর্কে জিতার জন্য আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনি বিষয়াদি নিয়েও ঈমান বিধ্বংসী মন্তব্য করে বসে। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল অনেক ইয়াহুদী আমিল আর আজকালও একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।
আজকালও তর্কের জন্য অনেক কিছু অস্বীকার করা হয়। নিজের মসলক বা মিনহাজের জন্য আল্লাহর কিতাবের অনেক আয়াতকে তাওয়ীল (রূপক অর্থে ব্যবহার) করা হয় বা জেনে বুঝে গোপন করা হয়। এভাবেই বনী-ইসরাঈলের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিঃ দ্রঃ= কোনো আয়াত বা হাদীছকে আসল অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব হলে তাওয়ীল (রূপক অর্থে ব্যবহার) করা বৈধ হয় না। আসল অর্থে ব্যবহার অসম্ভব হলেই কেবল রূপক অর্থে ব্যবহার বৈধ হয়। ইহাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। কিন্তু আজকাল অনেকেই এসব নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। সকল নিয়মনীতি অমান্য করে তারা নিজ মতাদর্শের জন্য অনেক আয়াত ও হাদীছকে তাওয়ীল (রূপক অর্থে ব্যবহার) করে থাকেন।

উদাহারণঃ ২. নুহাম্ব বিন আ'যূরা একজন ধনবান ইয়াহুদ নেতা। তার ছিল সুদী কারবার আর অস্ত্রের ব্যবসা। মুহাম্মাদ সা. মদিনাতে আসার পর তার ব্যবসায় ঘাটতী শুরু হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠেঃ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে। (দেখুনঃ কুরতুবী) তার এ দম্ভোক্তিকে রহিত করে নাযিল হল..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)

ইয়াহুদ বলেঃ "আল্লাহর হাত সঙ্কুচিত" আসলে তাদের হাতই সঙ্কুচিত (তারা আল্লাহর পথে খরচ করে না। তবে) এমন বলার কারণে তাদের উপর লা'নত করা হয়েছে। আল্লাহর উভয় হাতই সদা-সর্বদা প্রসারিত, তিনি দান করেন যত খুশী/যেমন খুশী। (হে নবী) আসলে তোমার উপর নাযিলকৃত কিতাব তাদের অনেকের কুফর ও অবাধ্যতাকে বাড়িয়ে তুলছে। আমি তাদের মাঝে দুশমনি আর হিংসা ঢেলে দিয়েছি যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলে আল্লাহ (চাইলে) তখনই এটা নিভিয়ে দেন। তারা যমীনে ফাসাদ (কুফর, শিরক, অবিচার) করে বেড়ায়। আর আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না। (৫ মাইদাহঃ ৬৪)

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহুদ যখনই সীমালঙ্ঘন করেছে আল্লাহ তাদের থামিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রথম সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহ বোখতে নসরকে পাঠিয়ে ছিলেন যে তাদেরকে গণহত্যা করেছিল। তারপর সীমালঙ্ঘন করলে পাঠিয়ে ছিলেন বাতরাস আর-রুমীকে, তারপর ইরানের অগ্নিপূজারীদেরকে, এরা সবাই তাদেরকে গণহারে হত্যা করেছিল। তারপর মুসলিমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তারপর ১ম ও ২য় বিশ্ব যুদ্ধে খৃষ্টান হিটলার আবার তাদের গণহত্যা করেছিল। আর সর্বশেষ পাঠাবেন মাহদী ও ঈসা আ.কে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫. আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষণঃ বিভ্রান্তির আরো একটি পথ হল আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষণ। যেমন..

ঈসা আ. ইয়াহুদীদের প্রতি প্রেরিত রাসূল কিন্তু ইয়াহুদ তাকে মেনে নেয়নি। ইয়াহুদ আলীমগণ দ্বীনের দোহাই দিয়ে দুনিয়ার ধান্দা করত। তারা সঠিক দ্বীন ছেড়ে নিজেদের মনমত ধর্মকর্ম করত। আর এজন্য ঈসা আ.র অনেক কথাই তাদের পছন্দ হত না। ফলে তারা তার বিরোধিতা করত, তাকে মিথ্যুক ও জারজ বলে গালমন্দ করত। তার বিরোদ্ধে জনতাকে উস্কে দিত। কিন্তু লোকজন তাদের কথায় কর্নপাত করল না। দিনদিন ঈসা আ.র অনুসারী বেড়েই চলল। তাই তারা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

রাতের আঁধারে প্রায় চার হাজার ইয়াহুদ ঈসা আ.র ঘর অবরোধ করে বাহিরে ফাঁসির মঞ্চ সাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সিদ্ধান্ত হল ঈসা বের হলেই ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। ঈসা আ. ব্যাপারটি আঁচ করে সাহায্যের আহ্বান জানালে তাকে সাহায্যের জন্য ১২জন সঙ্গী তাঁর ঘরে অবস্থান নিল। ইরশাদ হচ্ছে..

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)

তাদের কুফর (ষড়যন্ত্র) আঁচ করতে পেরে (সাহায্যের আবেদন জানিয়ে) ঈসা বললঃ কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারীগণ বললঃ আমরা আল্লাহর (জন্য আপনার) সাহায্যকারী (হতে চাই।) আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী; আমরা মুসলিম। (৩ আল-ই'মরানঃ ৫২)

রাতে ঈসা আ. গোসল করে এসে সঙ্গীগণকে উৎসাহিত করে বললেনঃ কে আছো? আমার জামা পড়বে, আমার লাঠি হাতে নেবে, তার চেহারা আমার মত করে দেওয়া হবে। সে বাইরে গেলে লোকজন ঈসা মনে করে তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। কয়েকজন রাজি হলে ঈসা আ. একজনকে মনোনীত করলেন। তাকে নক ঈসা সাজিয়ে বাইরে পাঠানো হল। ইয়াহুদগণ ঈসা মনে করে তাকে ফাঁসি দিল। ইরশাদ হচ্ছে..

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)

তাদের এমন কথা বলার কারনে যে, "আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা বিন মারইয়ামকে হত্যা করে ফেলেছি"। আসলে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, ফাঁসি দিতে পারেনি বরং অন্য জনকে ঈসার মত করে দেওয়া হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। আল্লাহ ঈসাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ আ'যীয, হা'কীম (অপ্রতিরুদ্ধ, মহাকৌশলী) (৪ নিসাঃ ১৫৭)

ঈসা আ. আকাশে আরোহণ করলেন। তার আকাশে আরোহণ ছিল আল্লাহর কুদরত কিন্তু খৃষ্টানগণ আল্লাহর এ কুদরতকে নিজেদের মত করে বিশ্লেষণ করেছে। তারা ভেবেছে এসব ঈসা আ.র নিজস্ব ক্ষমতা। তারা এসবের মনগড়া বিশ্লেষণ করে বলে ফেলেছেঃ "ঈসা সাধারণ মানুষ নন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর ছেলে"।

তখন ও এখনঃ আল্লাহর কুদরতের মনগড়া বিশ্লেষণ করা বিভ্রান্তির পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে খৃষ্টানরা। আর এখন একইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৬. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করাঃ যে ৭২পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করা। ইয়াহুদ আল্লাহর কিতাব মানতে অস্বীকার করলে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ভয় দেখানো হয়েছিল। ভয়ে তারা আল্লাহর বিধান মেনে নিয়েছিল এবং মেনে চলতে অঙ্গিকার করেছিল অতঃপর তা ভঙ্গ করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

১২. আল্লাহ বনী-ইসরাঈল (ইয়াহুদ) থেকে (আনুগত্য ও যুদ্ধের) শপথ নিয়েছিলেন এবং তাদের (১২ গোত্রের) জন্য ১২জন নেতা ঠিক করে দিয়েছিলাম। (জেরু-সালেম/জেরুজালেম পুনর্দখল অভিযানে দুশমনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তারা এ ১২ জনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে ছিল।) আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রাসূলগণের উপর ঈমান রাখ, (শত্রুর মোকাবিলায়) তাদের শক্তি যোগাও, (যুদ্ধের খরচ মিটাতে) আল্লাহর পথে উত্তম ঋণ হিসেবে খরচ কর; তবে আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেব, তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আর এতোকিছুর পরও তোমাদের কেউ যদি কুফর করে তবে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। (কিন্তু এতোকিছুর পরও তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।)

১৩. এসব **অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে** আমি তাদের লা'নত করেছি, তাদের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি..

(৫ মাইদাহঃ ১২-১৩)

লা'নত পরিচিতিঃ আল্লাহর লা'নত মানে হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে চরতরে বঞ্চিত করে ফেলা। ফলে এরা দুনিয়াতে হয় হেদায়াত বঞ্চিত আর আখেরাতে হয় আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত থেকে চিরি বঞ্চিত।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155)

(আল্লাহর সাথে কৃত) **অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারনে**, আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারনে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারনে, "আমাদের অন্তর আবৃত" এমন কথা বলার কারনে, তথা এসব কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ১৫৫)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যি দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার মানেই হচ্ছে বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরীকা মেনে চলার জন্য আল্লাহর সাথে অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু কয়জন মানুষ এ অঙ্গিকারের উপর অবিচল থাকে? বর্তমানে আমাদের অনেকেই আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার অহরহ ভঙ্গ করে চলছে। তখনকার দিনে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৭. আল্লাহ বা রাসূলের অবাধ্য হওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহ বা রাসূলের অবাধ্য হওয়া। নীতিগত অবাধ্যতা সুস্পষ্ট কুফরেরই নামান্তর। এম্ন কুফর করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের অনেক মানুষ। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে যায়, যারা (রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাড় করিয়ে বা অন্যকোনোভাবে) আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায়, যারা বলেঃ (আল্লাহর বিধানের) কিছু মানব আর কিছু মানতে পারব না, যারা ঈমান ও কুফরের মাঝ দিয়ে (বাস্তব জীবনে কিছু ইসলামী বিধান ও আর কিছু কুফরী বিধান মিশ্রিত করে জীবন চলার) নতুন পথ বানাতে চায়, এরাই হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের জন্য আমরা তৈরি রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(৪ নিসাঃ ১৫০,১৫১)

তখন ও এখনঃ তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বানী-ইসরাঈল। আর আজকাল নামধারী অনেক মুসলমানও একই পথের অনুসারী। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৮. আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করা। আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করা হয় কয়েক ভাবে..

- আল্লাহর কথা মানা, তবে রাসূলের তরীকা বাদ দিয়ে মনগড়া পথে চলা বা মনগড়া পদ্ধতিতে দ্বীনিকাজ করা।
- এক রাসূলকে মানা, অন্য রাসূলকে না মানা।
- রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দার করানো, ইত্যাদি, এসবই বিভ্রান্তির পথ।

এ সকল পথেই বিভ্রান্ত হয়েছে বনী-ইসরাঈল। কখনো তারা আল্লাহর কথা মেনে নিয়েছে তবে রাসূলের তরীকা বা কথা অমান্য করেছে। কখনো এক রাসূলকে মানার মিথ্যা অজুহাতে অন্য রাসূলকে অমান্য করেছে আর কখনো কোনো নবী রাসূলের কথাকে আল্লাহর কথার বিপরীতে দাড় করিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে যায়, যারা (রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাড় করিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে) **আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায়**, যারা বলেঃ কিছু মেনে চলব আর কিছু মানতে পারব না। যারা ঈমান ও কুফরের যারা ঈমান ও কুফরের মাঝ দিয়ে (বাস্তব জীবনে কিছু ইসলামী বিধান ও আর কিছু কুফরী বিধান মিশ্রিত করে জীবন চলার) নতুন পথ বানাতে চায়। এরাই হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের জন্য আমরা তৈরি রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০,১৫১)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বর্তমানেও অনেক লোক এমন আছে যারা কুরআন মানার অজুহাতে হাদীছ অমান্য করে, হাদীছ মানার অজুহাতে কুরআন অমান্য করে। আর এমন লোকও বিদ্যমান আছে যারা কোনো দেশ, নেতা, আলিম, পীর বা ইমাম মানার অজুহাতে কুরআন হাদীছকে পিছনে ফেলে রাখে। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ। আজকাল নামধারী অনেক মুসলমানও একই পথের অনুসারী। এদের অনেকেও..

- বাস্তব জীবনের অনেক ব্যাপারেই নীতিগতভাবে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেছে
- এরাও রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাড় করিয়ে কূ-তর্কে মেনে উঠে। অথচ হাদীছ কখনো কুরআনের বিপরীতে দলীল হয় না" এব্যাপারে সকল ফাক্বীহ, সকল মুহাদ্দীছ ও সকল মুফাসসিরগণ একমত।
- এরাও জীবনের কিছু ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মেনে চলে আর অনেক ব্যাপারে মানে না
- এদের বাস্তব জীবনও হয়েগেছে ইসলাম ও কুফরের ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রিত রূপ, এদের জীবনে ইসলামও আছে আবার কুফরও আছে। আর এভাবেই তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ৯. ঈমানের উপর অবিচল না থাকাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল ঈমানের উপর অবিচল না থাকা। মানে ঈমানের ব্যাপারে অস্থিতিশিল ও টালমাটাল হয়ে যাওয়া, ঈমান আনার পর বারবার কুফরে জড়িয়ে পড়া এবং জীবনটাকে ঈমান ও কুফরের খেলা বানিয়ে ফেলা। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137)

যারা ঈমান আনে, আবার কুফর করে, আবার ঈমান আনে, আবার কুফর করে, তারপর কুফরকে পরিপক্ষ করে ফেলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন না, পরিচালিত করেন না সোজা পথে। (৪ নিসাঃ ১৩৭)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ উক্ত আয়াতে বনী-ইসরাঈলসহ এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে। যারা বারবার ঈমান আনে, আবার কুফর করে। বানী-ইসরাঈল বারবার এমন করেছে। সবশেষে মুহাম্মাদ সা.র সাথে কুফর করে কুফরকে পরিপক্ষ করে ফেলেছে। এমন করে তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

বর্তমানে একদল মুসলমানেরও একই অবস্থা। তারাও ঈমান আনার পর বারবার কুফর করছে, নানাভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের জীবনটা হয়ে গেছে ঈমান ও কুফরের খেলা। বর্নিত হচ্ছে..

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যত পারো নেকী করো, ওইদিন আসার আগে যখন আঁধারের মত ফিৎনাহ ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ তখন সকালে মুঅমিন বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন সকালে কাফির হবে। তারা দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করে দেবে। (মুসলিমঃ কিতাবু-ল-ঈমানঃ ১১৮) (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিঃ দ্রঃ মানুষ কিভাবে সকালে মুঅমিন আর বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন আর সকালে কাফির হয় তা বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন। ওখানে ১০টি উদাহরণসহ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ১০. আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল সীমালঙ্ঘন করা, আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাওয়া। বনী-ইসরাঈলের একদল লোক এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করার কারনে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছিলেন। তাদের রূপ বদল করে বাদরে পরিণত করে ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ(66)

(হে ইয়াহুদ!) তোমরাতো জানোঃ তোমাদেরই কিছু মানুষ শনিবারে সীমালঙ্ঘন (আল্লাহর বিধান অমান্য) করেছিল। ফলে আমি (তাদের সাজা দিয়েছিলাম) বলেছিলাম ধিকৃত বানর হয়ে যাও। (তারা তখন বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।) (২ বাক্বারাহঃ ৬৫)

পর্যালোচনাঃ শনিবার ছিল ইয়াহুদ সমাজের ইবাদাতের দিন। এই দিনে মৎস শিকারসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করলেন। শনিবার এলেই সাগর থেকে ঝাকে ঝাকে মাছ উপকূলে ভেসে আসত আর অন্যদিন আসত না। তাই কিছু লোভী মানুষ প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে, তারপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে মৎস শিকার শুরু করল। ফলে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছিলেন। তাদেরকে বানরে পরিণত করেছিলেন। ৩দিন পর বানর গুলো মরে গিয়েছিল।

তখন ও এখনঃ আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা কুফর ও বিভ্রান্তির পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল বনী-ইসরাঈল আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের অনেক মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১১. সকল নবীকে না মানাঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের আরো একটি হল নীতিগতভাবে সকল নবীকে নবী হিসেবে না মানা। বনী-ইসরাঈল কোনো নবীকে মানত আর কোনো নবীকে মানত না। কোনো নবীর কথায় বা কাজে স্বার্থে আঘাত এলেই তারা ওই নবীকে অস্বীকার করত, অমান্য করত। ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে; সকল নবীকে নীতিগতভাবে নবী হিসেবে মেনে নিতে হয়। কোনো নবীকে মানা আর কোনো নবীকে না মানা বিভ্রান্তির পথ। নবীগণের প্রতি ঈমানের বর্ননায় ইরশাদ হচ্ছে..

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137)

(হে আমার বান্দাগণ তথা শেষ নবীর সঙ্গীগণ!) তোমরা বলোঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর। আর যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যাকিছু (যত পুস্তিকা/সাহীফাহ) নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াক্কুবসহ অন্য নবীগণের উপর। আর যা (যেসব বড় কিতাব) দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্য নবীগণকে। আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছি। আমরা (নীতিগতভাবে সকল নবীকে সমানভাবে মানি) কাউকে কারো থেকে আলাদা করি না। আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছি।

(রাসূল সা.'র সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) আর তোমরা তারা যদি (উল্লেখিত নিয়ম মেনে সকল নবী ও কিতাবের উপর) ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারাও হিদায়াত পেয়ে যাবে। আর কেউ যদি (এ থেকে) বিমুখ হয়ে যায় তবে (মনে করবে) তারা বিরোধিতায় রত আছে। তবে (হে নবী! এ জন্য চিন্তা করো না) তোমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাকারাহঃ ১৩৬-১৩৭)

পর্যালোচনাঃ সকল নবী ও রাসূলকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয় এবং সকল নবীর উপর সমানভাবে ঈমান আনতে হয়, এটাই ঈমানের দাবী। কোনো নবীকে নীতিগতভাবে না মানা বা ছোট করে দেখা বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি, যে পথে বিভ্রান্ত হয়েছে বনী-ইসরাঈল। তারা আগেকার রাসূলের আদর্শের সাথে নিজেদের উলামা, পীর ও নেতাদের উক্তি ও মতাদর্শ সংযুক্ত করে মিশ্রিত পথ তৈরি করত আর এটাকেই একমাত্র সঠিক মনে করে সঠিক পথ হিসেবে মেনে চলত। তাই পরবর্তি নবী এসে যখন তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতেন তারা তখন ওই নবীকেই ভুল ও ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িইত করত, নবী বিরোধিতা করত এবং নবীকে মানতে অস্বীকার করত। তারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে এমন হয়ে গিয়েছিল যে নিজেদের দল ছারা অন্য দলের আলীম উলামাকেও নীতিগতভাবে মেনে নিত না এবং যথাযত সম্মান দেখাত না।

তখন ও এখনঃ তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে বানী-ইসরাঈল আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। বর্তমানে আমাদেরও সমান অবস্থা। এযোগে যেহেতু নবীর উত্তরসূরী হলেন উলামা সমাজ। তাই আমাদের উচিত ছিল সকল আলিমকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া এবং তাদের সবাইকে যথাযত সম্মান দেওয়া ও শ্রদ্ধা করা। সাহাবী। তাবেয়ী ও উমামগণের সময়ে এমনটিই লক্ষ্য করা যায়। তবে আজকাল আজকাল আর এমনটি নেই বললেই চলে, আজকাল মাদের অনেকেই বনী-ইসরাঈলের পদাংক অনুকরণ করে তাদেরই পথে চলছে। তারা নিজ দলীয় উলামাকে সম্মান ও মান্য করে আর অন্য আলীমদেরকে অসম্মান ও অবহেলা করে থাকে। যেমন..
বর্তমানে মুসলিম সমাজে দলাদলি স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আজকাল অনেক মুসলমানই দলাদলিতে লিপ্ত এবং নানা দলে বিভক্ত। এই দলাদলির নাম দেয়া হয়েছে মিনহাজ বা মসলক।

মনে রাখতে হবে মসলক বা মিনহাজ আমাদের দ্বীন নয়, শারীয়াহ নয়, এমনকি ফিক্বহও নয়। বরং কিছু মানুষের বানানো মনগড়া মতাদর্শ, এসব কোনো ফিক্বহ বা মযহবও নয়। কারনঃ ফিক্বহ বা মযহবের একটা দলীল থাকে, যদিও কারো দলীল অন্যের থেকে অপেক্ষাকৃত মজবুত আর কারো একটু দুর্বল হয়। পক্ষান্তরে মসলক বা মিনহাজ হচ্ছে কোনো এক ব্যক্তি বা গোষ্টির মতাদর্শ, এখানে দলীলের বালাই থাকে না, বরং ব্যক্তি বা গোষ্টির পছন্দ-অপছন্দই শেষ কথা। তাই কোনো মসল বা মিনহাজকে দ্বীন বা শারীয়া'হর স্থানে আসীন করে ফেলা অথবা উম্মতের মাঝে বিচ্ছেদ বা বিভাজনের হাতিয়ার বানানো কোনো ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

কারন আমাদের একমাত্র দ্বীন ইসলাম, আমাদের একমাত্র শারীয়া'হ হচ্ছে মুহাম্মাদী শারীয়া'হ, হয়ত মযহব হিসেবে কেও হানাফী বা অন্যকিছু। ইসলামী বিধানে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ফরজ আর বিভক্তি বা বিভাজন হারাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলঃ আজকাল বুঝে বা না বুঝে মসলক বা মিনহাজের নামে অতি সূক্ষভাবে বিভক্তি ও বিভাজনের কাজটিই করে যাচ্ছেন অনেক মানুষ।

আজকাল অনেকে দলীয় আলিমদের মতাদর্শকেই দ্বীন বা শারীয়া'হ স্থালাভিষিক্ত করে নিয়েছেন। আজকাল দলীয় উলামা ছাড়া অন্য আলিমগণ ক্বুরআন হাদিছের কথা বললেও অনেক মুসলিমই তা মানতে রাজি নয়, এমনই শোনতেও রাজি নয়। কারনঃ বলা হয় "এরা আমাদের আলিম নয়"

আসলে সকল আলিমই আলিম। ক্বুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হলে যে কারো কথা মেনে নিতে হয়। আর ক্বুরআন সুন্নাহর মূলনীতির বিপরীতে হলে কারো কথাই মানা যায় না। এটাই আসল পথ, এটাই আমাদের দ্বীনের কথা, শারীয়া'হর কথা, ফিক্বহ ও মযহবের কথা। মনে রাখতে হবে ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও ভিন্ন পথ থেকে বারবার সাবধান করা হয়েছে। কারন ভিন্ন পথ বিভ্রান্তি ডেকে আনে। কিন্তু আজকাল এসব নীতির তোয়াক্কা করে খুব কম মানুষই। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১২. নবীর কথা অবিশ্বাস করাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২ পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে নবীর কথা অবিশ্বাস করা বা নবীর কথাকে অবজ্ঞা করা। ইয়াহুদ মুসা আ.কে অবিশ্বাস করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ(55)

যখন তোমরা বলেছিলেঃ মুসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখতে পাব। ফলে তোমাদের গ্রাস করেছিল মৃত্যু। তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছ। (২ বাক্বারাহঃ ৫৫)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বর্তমানে আমাদের সামনে নবী নেই তবে নবীর হাদীছ আছে। নবীর উত্তরসূরী উলামা আছেন। আলিমগণের উচিত দ্বীনি ব্যাপারে কোনো কথা বলার সময় ক্বুরআন হাদিছের উদ্ধৃতিসহ পরিষ্কার ভাবে বলা।

আমাদের বর্তমান সমাজ নানা দলে বিভক্ত। প্রায় প্রতিটি দলেরই রয়েছে আলাদা মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস। তাই কোনো আলিম ক্বুরআন হাদিছের উদ্ধৃতি বলার পরও কিছু মানুষ বিশ্বাস করে না। কারন তিনি তাদের দলের বা মসলকের নন। আর দলীয় মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে গেলে অনেক সময় হাদীছ বা আয়াতকে পাশকাটিয়ে যাওয়া হয় বা তাওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করা হয় অথবা কৌশলে অস্বীকার করা হয়, মানে এমনভাবে পীছনে ফেলে রাখা হয় এর অস্তিত্বই নেই। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয়। যেমন হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১৩. নবীর অবাধ্য হয়া বা নবীর উপর মিথ্যারোপ করাঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের আরো একটি হল নবীর অবাধ্য হয়া বা নবীর উপর মিথ্যাচার ও মিথ্যারোপ করা। মহান আল্লাহ ইয়াহুদ জাতির কাছে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরন করেছিলেন। নবীর শিক্ষার সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিশ্রিত করে নিজস্ব পথ বানিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ইয়াহিদ সমাজ। কোনো নবীর কথা তাদের দলীয় মতাদর্শের বিপক্ষে গেলে ইয়াহুদ আলীমগণ ওই নবীর বিরোদ্ধে লেগে যেত এবং নিজেদের দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনো কথা বানিয়ে বলত অমুক নবী এমন বলেছেন। তাদের এ অবস্থার বর্ননা দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87)

আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ধারাবাহিকভাবে পাঠিয়েছি আরো অনেক রাসূল। ঈসা বিন মারইয়ামকে দিয়েছি সুস্পষ্ট অনেক নিদর্শন। রুহ আল-ক্বুদস (জিবরাঈল) দিয়ে তাকে শক্তি যুগিয়েছি। (হে মানুষ!) যখন-ই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে এবং তার আনিত বিধান তোমাদের মনমত হয়নি তখন-ই তোমরা (রাসূলের আনুগত্য না মেনে) দম্ভ করেছ। কোনো কোনো রাসূলকে তোমরা আমান্য করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা। (২ বাক্বারাহঃ ৮৭) নবীর অবাধ্যতার ব্যাপারে দেখুন বাক্বারাহঃ ২৪৬-২৫২

ইয়াহুদ আলীমগণ ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেদের মতাদর্শ জনতার উপর চাপিয়ে দিতে নিজেদের কথাকে নবীর হাদীছ বলে প্রচার করত। যেমন..

স্বাফওয়ান বিন আ'সসাল আল-মুরাদী রা. বলেনঃ একদা দুইজন ইয়াহুদী (আলিম) একে অপরকে বললঃ চলো! ওই নবী(মুহাম্মাদ)র কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি। অন্যজন বললঃ নবী বলিস না। শুনলে সে চার চুখা (অতি খুশী) হয়ে যাবে। তারা এসে রাসূল সা.কে সূরাহ বাণী-ইসরাইলের ১০১তম আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যেখানে বলা হয়েছেঃ আমি মুসাকে ৯টি সুস্পষ্ট আয়াত (বিধান) দিয়েছি। তারা জিজ্ঞেস করল এই বিধানগুলো কি কি? রাসূল সা. বললেনঃ

১. কোনোকিছুকে আল্লাহর শরীক বানাবে না।
২. যিনা করবে না।
৩. আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না।
৪. চুরি করবে না।
৫. যাদু করবে না।

৬. কোনো নিরপরাদ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য সাশকদের হাতে তুলে দেবে না। (অর্থাৎ মিথ্যা মামলা দিবে না)
৭. সুদ গ্রহণ করবে না।
৮. সতী নারীর উপর (যিনার) অপবাদ দিবে না।
৯. যুদ্ধ থেকে পালাবে না। আর হে ইয়াহুদ! বিশেষ করে তোমরা শনিবারে সীমা লঙ্ঘন করবে না।
রাসূলের কথা শুনে তারা (বিমুহিত হয়ে) তার হাতে ও পায়ে চুমু খেল এবং বললঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আপনি আসলেই নবী। রাসূল সা. বললেনঃ তবে কেন ইসলাম গ্রহণ করছ না? তারা বললঃ দাউদ আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যেন নবী সর্বদা তার বংশ থেকেই হয়। (তাই অন্য বংশের নবীকে আমরা মেনে নিতে পারি না। আসলে কথাটি মিথ্যা। দাউদ আঃ এমন দোয়া করেননি। তবে পরে তারা বলেছিলঃ) আর ভয় হয়; ইসলাম গ্রহণ করলে অন্য(ইয়াহুদ)রা আমাদের মেরে ফেলবে। (তাফসীর কুরতুবীঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ নবীর অবাধ্য হয়া, নবীর উপর মিথ্যারোপ করা বা নবী সম্পর্কে মিথ্যা বলা বিভ্রান্তির পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর এখন আমাদের একদল মানুষ তাদের পদাংক অনুকরণ করে নবী সা.র উপর মিথ্যারোপ করে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছেন। তারা প্রায়ই দ্বীনী ব্যাপারে ওয়াজ-নসিহত এ লেখনীর সময় মাতরুক, মুনকার ও মাওদ্বু' হাদীছ ব্যবহার করে থাকেন। অথচ হাদীছের ঈমামগণ বলে দিয়েছেন এসব আসলে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীছ নয়, এর অধিকাংশই রাসূল সা.র নামে প্রচারিত মিথ্যা ও বানোয়াট।

মাওদ্বু' হাদীছকে নবীর হাদীছ বলে প্রচার করা নবীর উপর মিথ্যাচারের নামান্তর। কিন্তু আজকাল অনেকেই এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করে অহরহ মিথ্যাচার করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে। হে আল্লাহ! আমাদের হেফাজত কর। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১৪. নবীবা মুঅমিনদেরকে হত্যা করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল কোনো নবীকে বা কোনো মুঅমিনকে হত্যা করা। নবীকে হত্যা করা কুফুর, মুঅমিনকে হত্যা করাও কুফর। এমন কুফর করে বিভ্রান্ত হয়েছি বানী-ইসরাঈল। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22)

যারা আমার আয়াতের (কিতাব ও বিধানের) সাথে কুফর করেছে (তথা নীতিগতভাবে অমান্য করেছে,) অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে তাদেরকে যারা ন্যায় ইনসাফের (শারীয়া'হ আইনের) কথা বলত, এদেরকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। এদের সকল আ'মাল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়েগেছে। এদের সাহায্য করার কেউ নেই। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২১-২২)

হাদীছে বর্নিত হচ্ছে..
আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ মুঅমিনকে গালি দেওয়া ফাসিক্বি তথা পাপ আর হত্যা করা কুফর। (বুখারী ও মুসলিম)

এ বিধান ইয়াহুদ সমাজেও বলবত ছিল। তথাপিও তারা যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়াসহ অনেক নবীকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে অনেক মুঅমিনকেও। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155)

(আল্লাহর সাথে কৃত) অঙ্গিকার ভঙ্গ করার কারনে, আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারনে, অন্যায়ভাবে **নবীগণকে হত্যা** করার কারনে, "আমাদের অন্তর আবৃত" এমন কথা বলার কারনে তথা এসব কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেণ। তাই ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ১৫৫)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ কোনো নবীকে বা কোনো মুঅমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কুফর, বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে মুসলিম নামধারী কত মানুষ। যারা এমন করে তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১৫. যাদুঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে যাদু। ইয়াহুদ সমাজের অনেক আলিম তাবীজ ও ঝাড়ফুকের নামে যাদুতে জড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা যাদুকে বৈধ মনে করত। তারা ভাবত সুলাইমান আ. যাদু করেছেন। তাই তারাও যাদু ব্যবহার করে তাবিজ দিত, ঝাড়ফুক করত। এতে ভাল ফল হত এবং তাদের আয় রোজগারও ভাল হত। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..

সুলাইমানের রাজ্যে শয়তানরা যা (যাদুমন্ত্র) পাঠ করত তারা (ইয়াহুদ আলিমরা) এসব মেনে নিয়েছিল। আসলে সুলাইমান কুফর (যাদু) করেনি বরং শয়তানরাই কুফর করেছে, তারাই লোকজনকে যাদু শিখিয়েছে.. (২ বাকারাহঃ ১০২)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ তখন যাদুর সাথে জড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল ইয়াহুদ। আর আজকাল আমাদের সমাজের অনেকেও যাদুর সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। কেউ আনন্দ উপভোগের জন্য যাদুর খেলা করেন, কেউ কেউ বশীকরণের জন্য যাদুর আশ্রয় নেন আর কেউ তাবীজ ও ঝাড়ফুকের নামে যাদু ব্যবহার করেন। এভাবে নানাজনে নানা ভাবে যাদু করে থাকেন। নিশ্চিত ফল পাবার আশায় অনেক আলিমকেও তাবিজের নামে যাদু ব্যবহার করতে দেখা যায়। আক্বীদাহ বিষয়ে পরিপক্ষ জ্ঞানের অভাবে অনেকেই যাদু ও তাবিজের পার্থক্যটুকুও বুঝেন না। তাই নিম্নে যাদু চিনার কিছু আলামত পেশ করা হল..

- যাদু যেকোনো ভাষায় হতে পারে।
- যাদুর মন্ত্র সহজে বোধগম্য নয়। (যেমন হুজুরদের ব্যবহৃত চেহেল কাফ)
- যাদু লিখতে নানা ধরনের নকশা বা নম্বর ব্যবহার করা হয়। (যেমন থাকে অনেক তাবীজে)
- যাদুর জন্য কুরআনের আয়াতকে অন্য ভাবে লিখা হয়।
- প্রতারণার জন্য মধ্যখানে কুরআনের আয়াত ও চার পাশে যাদু লিখা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষ, জিন্ন, শয়তানসহ অনেকের নাম ব্যবহার করা হয়। (যেমন বাদূহ, কিতমীর, ইত্যাদি)
- যাদুর জন্য পশু পাখির রক্ত, চামড়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষের নুখ, চুল বা ব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করা হয়।
- যাদুকৃত তাবিজ/বস্তু মাটিতে পুতে রাখা হয়, পানিতে ফেলে দেওয়া হয়, পশুপাখিকে খাবানো হয় বা গাছে বেঁধে রাখা হয়। ইত্যাদি। (আমাদের সমাজ থেকে যাদু বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ তাবীজঃ আমাদের সমাজে রোগব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুরক্ষার জন্য তাবিজ ব্যবহার ও ঝাড়ফুঁক করার রেওয়াজ আছে। তাই এসম্পর্কে শরীয়তের বিধান জেনে রাখা আবশ্যক। কথাটি বিবেচনায় রেখে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ সম্পর্কে জরুরী কিছু বিধান নিম্নে পেশ করা হল..

আমাদের দেশে তিন ধরনের ঝাড়ফুঁক লক্ষ্য করা যায়। যথা..

- কোনো দেবতা, দৈত্য, দানব তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা নামের দোহাই দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা। এমন করা শিরক। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। তাই এমন ঝাড়ফুঁক করা ও করানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এমন ঝাড়ফুঁক করে তার কাছে যাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।
- কারো নাম ব্যবহার না করে আজে-বাজে কথা বলে যে ঝাড়ফুঁক করা হয় এসবশিরক না হলেও পরিত্যাজ্য।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ব্যবহার করে ঝাড়ফুঁক হাদিছে প্রমাণিত, এর নাম রুক্বিয়্যাহ। নিজের রুক্বিয়্যাহ নিজে করা সুন্নত, যদিও অন্যেরটাও করা যায়।
- অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য গাছের জড়ি, মাছের কাটা, পশুর হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা শারীয়া'হ অনুমোদিত নয়, এসব কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তুকে অসিলা হিসেবে ব্যবহার করা গোপন শিরক বা ছোট শিরক আর কার্যকর শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা বড় শিরক।
- তাবিজ ব্যবহার ইসলামী সংস্কৃতি নয়। নবী সা. বা সাহাবাগণ তাবিজ লিখেননি বা তাবিজ ব্যবহারকে পছন্দ করেননি। তখনকার সময়ে ইয়াহুদ সমাজে তাবিজের প্রচলন ছিল। ইয়াহুদ আলিমগণ মানুষকে তাবিজ লিখে দিত।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা সাহাবী, তাবিয়ীগণের সর্বসম্মত মতে অবৈধ
- কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা অনেকের মতে অবৈধ, কারন এসব ইসলামী সংস্কৃতি নয়। আর আ'ইশাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.সহ অনেকের মতে অবৈধ নয়। কারন ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য কুরআনের আয়াত লিখে সঙ্গে রাখা অবৈধ হয়ার সুনির্দৃষ্ট দলীল নাই।

বিভ্রান্তির পথঃ ১৬. নবী রাসূল উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবাড়িঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের আরো একটি হচ্ছে নবী, রাসূল, উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবাড়ি। বনী-ইসরাঈল এমন করত। নবী, রাসূল, উলামা ও পীর নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ির অন্ত ছিল না। তারা যাকে ভালোবাসত তাকে সম্মান দিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেলত। আর যাকে ভালোবাসত না, তাকে একেবারে অপদস্থ করে ফেলত। যেমন তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (30)

ইয়াহুদ বলে উ'জাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ আল্লাহর ছেলে। এসবই তাদের মুখের কথা। আগেকার কাফিররাও এমন বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কী সব রটনা করছে। (৯ তাওবাহঃ ৩০)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (171)

হে আহলে কিতাব! দ্বীনী বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর ব্যাপারে শুধু তা-ই বলবে যা সঠিক ও যথাযত। ঈসা বিন মারইয়াম রাসূল বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তদীয় বাণী মাইরয়ামের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন (এতেই তার জন্ম হয়েছে) আর (সে আল্লাহ থেকে) মহাশক্তি (নিয়ে এসেছিল) তাই (বাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে) আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি যথাযত ঈমান আনো। তৃত্ববাদের কথা বলো না। (এমন ধারনা থেকে) বিরত থাকো। এতেই কল্যাণ। আল্লাহই একক ইলাহ। তিনি সন্তান গ্রহণের উর্দ্ধে। আসমান যমীনের সবকিছুর একক মালিকানা শুধুই তাঁর। অবিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ১৭১)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)

তারা আল্লাহর বদলে তাদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীরদের)কে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে /রাব্ব হিসেবেমেনে নিয়েছে আর মাসীহ বিন মারয়ামকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহঃ ৩১)

এই আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রা.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ লোকজন কি তাদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, তবে তারা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত।

আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। তখন আমার গলায় স্বর্নের ক্রস ছিল। রাসূল সা. বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এ বেদিকে ফেলে দাও। তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ তারা আল্লাহর বদলে তাদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীরদের)কে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে...। তারপর বললেনঃ শোনো! এরা তাদের পূজা করত না বরং তারা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত। (তাফসীত কুরতুবী। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)

হুঁশিয়ারিঃ ভালমন্দ, বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয়, তথা জীবন বিধান নির্ণয় করা রাব্ব হিসেবে একমাত্র কাজ। কারণ যিনি আমাদের জীবন বিধান নির্ণয় করেন তিনি-ই রাব্ব। আল্লাহ আমাদের একমাত্র রাব্ব। আল্লাহর ঠিক করা জীবন বিধান-ই আমাদের জন্য একমাত্র বৈধ বিধান। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো বানানো বিধান বা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কারো ফতোয়া মেনে নেওয়া শিরকের নামান্তর। এমন করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) শিরক হয়।

আলীম, উলামা ও ইমাম মানাঃ আমরা অবশ্যই আলীম উলামা ও ইমামগণকে মান্য করব। তবে মনে রাখতে হবে উনাদের মান্য করারও একটি সীমারেখা রয়েছে। আমরা আলীমকে আলীম হিসেবে আর ইমামকে ইমাম হিসেবে মান্য করব, নবী হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ আলীম উলামা, পীর-মাশায়েখ আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক। আমরা উনাদেরকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করব, মর্যাদা দেব অবশ্যই। তবে উনারা আমাদের রাব্ব বা বিধানদাতা নন এবং নবীও নন। তাই আল্লাহর কিতাব বা রাসূল সাঃর সুন্নতের বিপরীতে উনাদের কারো কথা মেনে নেওয়া যাবে না। আর এটা-ই ইসলামের মূল শিক্ষা এবং মাযহাবী ইমামগণের শিক্ষাও এটা-ই। ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক, শাফিয়ী' ও আহমাদ সবাই বলে গেছেন "আমার কথার বিপরীতে সাহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে তোমরা আমার কথা বাদ দিয়ে হাদীছকে আকড়ে ধরবে এবং এটাই আমার শেষ কথা"।

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ নবী, রাসূল, উলামা ও পীর নিয়ে বাড়াবাড়ি তখনো ছিল এখনো আছে। বনী-ইসরাঈল তাদের নবী রাসূল উলামা ও পীরদের নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা নিজেদের নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে নিয়েছিল আর উলামা ও পীরদেরকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করেছিল। এখন তাদের অনুকরণে আমাদের কিছু মানুষও নবী নিয়ে অতি বাড়াবাড়িতে রত। নবীকে সম্মান দেখাতে গিয়ে তারা সীমালঙ্ঘন করছে, তারা নবী সা.কে সরাসরি আল্লাহর অংশ বানিয়ে ফেলছে।

আর উলামা বা পীর নিয়ে বাড়াবাড়ি তো আছেই। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের কথা তথা কুরআন হাদীছ পিছনে ফেলে দলীয় উলামা ও পীরের কথা মানা হচ্ছে। আর এভাবেই উলামা ও পীরকে বিধানদাতার আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করা হচ্ছে। আসলে এসবই বাড়াবাড়ি, এসবই সীমালঙ্ঘন। ইয়াহুদ নাসারা এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

নবী নিয়ে বাড়াবাড়ির কিছু নমুনাঃ নবী নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রধান বিষয় হচ্ছে নবীকে আল্লাহর আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ বানিয়ে ফেলা অথবা আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা, যেমনটি করেছে বানী-ইসরাঈল। আর এর মূল পদ্ধতি হল নবীর প্রশংসায় অতি বাড়াবাড়ি করা এবং মিথ্যা বলা। যেমনটি করে যাচ্ছে আমাদের অনেক মানুষ। নিম্নে এর কিছু নমুনা পেশ করা হল। যেমন আমাদের অনেকেই নবী সা.র প্রশংসা করতে গিয়ে বলে থাকেন..

রাসূল হাজির নাযিরঃ মানে সর্বত্র বিরাজমান ও সর্ব-দ্রষ্টা। আসলে এটা শুধুই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তাই নবী সা.র ব্যাপারে এমন মনে করা শিরকের শামিল।

নূরু-ম-মিন নূরিল্লাহ বা নূরে মুজাসসাম তথা আল্লাহর নূরের অংশঃ যা আল্লাহর সাথে শিরকেরই নামান্তর।

শাহে মদীনাহঃ মানে মদীনাহর রাজা বা বাদশাহ। আসলে এটা একটা মিথ্যা কথা এবং নবী সা.র প্রত্যাখ্যাত কথা। নবী সা. কোনো রাজা বা বাদশাহ ছিলেন না, একদা সাহাবাগণ উনাকে রাজা বা বাদশাহ উপাধি দেওয়ার জন্য আবেদন করে ছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এখন আমরা নবী সা.কে রাজা উপাধি দিয়ে মনে করছি উনাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে

তাজদারে মদীনাহঃ মানে মদীনাহর মুকুটধারী। আসলে এটাও একটা মিথ্যা কথা। কারণ মদীনাহর কোনো রাজমুকুট ছিলই না।

সরকারে দু-জাহাঃ মানে উভয় জগত তথা দুনিয়া ও আখেরাতে নির্বাহী ক্ষতার অধিকারী। আসলে এটাও একটা মিথ্যা কথা, কারণ রাসূল সা. দুনিয়ায় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেও আখেরাতে নয়। আখেরাতের একক ক্ষমতার অধিকারী হবেন একমাত্র আল্লাহ। তাই এ কথার মাধ্যমে আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ তথা কর্তৃত্বে শিরক হবে।

শাহে দু-আলমঃ মানে উভয় জগত তথা দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ। আসল একথাটি পুরাপুরিই মিথ্যা। কারণ রাসূল সা. না দুনিয়াতে রাজা বা বাদশাহ ছিলেন আর না আখেরাতে বাদশাহ হবেন। হাদীছে বর্নিত হয়েছে হাশরের দিনে মহান আল্লাহ একপর্যায়ে আসমান সমূহ ভাজ করে এক হাতে তুলে নেবেন আর এক হাতে জমীনকে উঠিয়ে ঘোষনা করবেনঃ "আমিই একমাত্র রাজা, দুনিয়ার রাজারা আজ কোথায়"?

বিভ্রান্তির পথঃ ১৭. আল্লাহর কিতাব বা নবীর কথা মানতে শর্তারোপঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত বা নবীর কথা মানতে শর্তারোপ করা। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55)

যখন তোমরা বলছিলে মুসা! তোমাকে বিশ্বাস করব না, **যতক্ষণ না** পরিষ্কারভাবে আল্লাহকে দেখতে পাব। তখন তোমাদের গ্রাস করেছিল মৃত্যু। তখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছ। (২ বাক্বারাহঃ ৫৫)

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22)

(যখন মুসা বলল) হে আমার জাতি! এই পবিত্র যমীনে (জেরু-সালেমে/জেরুজালেমে) প্রবেশ করাকে আল্লাহর তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন তাই তোমরা তাতে প্রবেশ কর। বিষয়টিকে অবজ্ঞা করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। তারা বললঃ মুসা! এখানে যারা বসবাস করছে তারা খুবই শক্তিশালী। তারা বের না হলে আমরা তাতে প্রবেশ করতে পারব না। তারা **বেরিয়ে গেলে তবেই** আমরা প্রবেশ করব। (৫ মাইদাহঃ ২১,২২)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর বিধান বা নবীর কথা মেনে নেওয়া আবশ্যক। বিনা বাক্যে বিনা শর্তে এসব মেনে নিতে হয়। এসব মানতে টালবাহানা করা বা শর্তারোপ করা কুফর, বিভ্রান্তির পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিঃ দ্রঃ= এখানে ইসলামী বিধান বলে ওইসব বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা সরাসরি আল্লাহ ও রাসূল থেকে ফরজ করা হয়েছে। আর যেসকল বিষয় সরাসরি ফরজ করা হয়নি /যেসকল বিষয়কে ঐচ্ছিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে /যেসকল বিষয় রাসূল সা. ও সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন /যেসকল বিষয়ে ফিক্বহী ইমামগণ ভিন্নমত পোষন করেছেন বা অভিমত দিয়েছেন ওই সকল বিষয় আলাদা।

বিভ্রান্তির পথঃ ১৮. বিদয়া'তঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে বিদয়া'ত। আরবী উচ্চারনে শব্দটি বিদয়া'হ, উর্দু/ফার্সিতে বিদয়া'ত বা বেদয়া'ত। বিদয়া'হ অর্থ উদ্ভাবন বা আবিষ্কার। উদ্ভাবন বা আবিষ্কার সাধারনত ৩ ধরনের হয়ে থাকেঃ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন (যেমনঃ মটর গাড়ী, মোবাইল, ইত্যাদি) ইবাদাতের উপকরণ উদ্ভাবন (যেমনঃ আরাম দায়ক জায়নামায, আধুনিক মসজিদ ভবন, ইত্যাদি) বা ইবাদাত উদ্ভাবন (যেমনঃ মিলাদ, খতম, ইত্যাদি।)

কোনো ইবাদাত বা ইবাদতের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারন ইবাদতের মূল বিষয় দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুকরণ। এক আল্লাহর দাসত্ব, আল্লাহ, রাসূল ও দায়িত্বশীল মুঅমিনদের ও রাসূল সা.র অনুকরণই ইবাদতের মূলনীতি ও মূল কথা। তাই ইবাদতে নতুন উদ্ভাবন বা নতুন আবিষ্কারকে হারাম করা হয়েছে। যারা এমন করে তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বিদয়া'তের পথ ধরেই বিভ্রান্ত হয়েছে বনী-ইসরাঈল। ইরশাদ হচ্ছে..

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)

পরে তাদেরই ধারাবাহিকতায় পাঠিয়েছি অনেক রাসূল আর একই ধারাবাহিকতায় পাঠিয়েছি ঈসা বিন মারইয়ামকে। আমি তাকে ইনজিল দিয়েছি, তার অনুসারীদের অন্তরে দয়া-মায়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর রুহবানিয়্যাহ (বৈরাগ্যবাদ) তারাই আবিষ্কার (বিদয়া'ত হিসেবে নতুন সংযোজন) করেছে, আমি এটা নির্ধারন করিনি। তবে তারা এটি করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কিন্তু কাজটি তারা সঠিকভাবে করতে পারেনি। তাদের যারা (বিদয়াতে না জড়িয়ে) ঈমানের উপর অবিচল থেকেছে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করব। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক (কাফির) হয়ে গিয়েছে। (৫৭ আল-হাদীদঃ ২৭)

রুহাবনিয়্যাহ পরিচিতিঃ সমাজ ও পরিবারের দায়িত্বপালন না করে শুধুই ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকার জন্য নির্জনতাকে বেছে নেওয়ার নাম রুহবানিয়্যাহ। ইসলামে রুহবানিয়্যাহ নিষিদ্ধ। তবে শুধু জিহাদের জন্য সমাজ ও সংসার ছেড়ে যাওয়ার অনুমদিত।

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বিদয়া'ত বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। বিদয়া'ত যারা আবিস্কার করে যদিও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজটি করে থাকে। কিন্তু তাদের এ কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারন হয়। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির একমাত্র পথ নবীর অনুকরণ (যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ আ-ল ই'মরানের ৩১ তম আয়াতে।) বিদয়া'ত কখনো আল্লাহর সন্তুটির কারণ হতে পারে না। কারন সকল বিদয়া'তই বিভ্রান্তি। বর্নিত হচ্ছে..

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ দ্বীনি ব্যাপারে সকল উদ্ভাবিত বিষয়ই পরিত্যাজ্য। (বুখারীঃ ২৬৯৭, মুসলিমঃ ১৭১৮)

অন্য বর্ননায় রাসূল সাঃ বলেছেনঃ উদ্ভাবিত বিষয়াদি থেকে সাবধান! কারন প্রতিটি উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়া'ত। আর প্রতিটি বিদয়া'তই বিভ্রান্তি। (আবু-দাউদঃ ৪০৬৭)

সর্বকালে সর্বযুগেই বিদয়া'ত নিন্দনীয় ও বিভ্রান্তির পথ। কুরআন হাদীছের ব্যাপারে যাদের জ্ঞান পরিপক্ষ নয়। আবার আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত প্রাণ, এমন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বিদয়া'ত শয়তানের একটি কার্যকারী হাতিয়ার। তখন বিদয়া'তের পথ ধরে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে ৫টি বিদয়া'ত খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ১৯. কবর কেন্দ্রিক ইবাদতঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছে এর একটি হচ্ছে করব কেন্দ্রিক ইবাদত। কবর কেন্দ্রিক ইবাদত বিভ্রান্তির হাতিয়ার। তাই ইসলামে এসব নিষিদ্ধ। বর্নিত হচ্ছে..

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্নিত, মৃত্যু শয্যায় রাসূল সা. বলেছেনঃ আল্লাহ ইয়াহুদ নাসারাদের লা'নত করেছেন। কারন তারা নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বনী-ইসরাঈলের একদল মানুষ নবীদের কবরকে বিশেষ মর্যাদা দিত এবং অধিক কল্যাণের আশায় সেখানে গিয়ে ইবাদাত করত। তারা মনে করত নবীর কবরে ইবাদত করলে অনেক বরকত হবে। কিন্তু আসলে কবর ইবাদাতের স্থান নয়। রাসূল সা. এব্যাপারে আমাদেরকে বারবার সাবধান করে গিয়েছেন।

করবকে কেন্দ্র করে যেহেতু বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছে তাই কবর কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য ইসলামের সূচনাতে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। পরে কয়েকটি কারনে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্নিত হচ্ছে..

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেনঃ একদা রাসূল সা. উনার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন, লোকজন ও কাঁদল। তিনি বললেনঃ আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনার অনুমতি চেয়েছিলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। পরে কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম। তখন অনুমতি দেয়া হয়েছে। (তাই আমি কবরে এসেছি) তোমরা ও কবরে যাও। এটা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। (মুসলিম)

ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতে যেতে নিষেধ করে ছিলাম। এখন কবর যিয়ারত কর। কারন এটা দুনিয়ার আকর্ষন কমায় এবং আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। (ইবনু মাজা)

আনাস রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতে নিষেধ করে ছিলাম। এখন কবর যিয়ারত কর। কারন এটা অন্তরকে কোমল বানায়, চুখে অশ্রু আনে আর আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। (আবু-দাউদ, নাসায়ী)

সালমান বিন বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ননা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কবর যিয়ারত কর। কারন এটা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (তিরমিযীঃ হাদীছটি সাহীহ)

কবর ও মাজারঃ আজকাল অনেকেই পীর বুজুর্গের কবরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে মাজার বলে অভিহিত করে থাকেন। মাযার অর্থ তীর্থস্থান, দর্শনীয় স্থান, পর্যটন কেন্দ্র, ইত্যাদি। আসলে সকল কবরই কবর, এ ব্যাপারে ইসলামে কোনো বৈসম্য নেই। কারো কবরকে কবর বলা আর কারো কবরকে মাযার বলা ইসলামের শিক্ষা নয়। এসই আল্লাহ ও রাসূলের নীরি বিরোধী কাজ। রাসূল সা. বারবার নিষেধ করা সত্বেও আমাদীর কিছু মানুষ কবরে গিয়ে নামায, তিলাওয়াতসহ নানা ধরনের ইবাদত করে থাকেন। অনেক আলিমকেও দেখা যায়; কবরে গিয়ে ৩বার এই সূরাহ ৪বার সেই সূরাহ পড়াসহ মনগড়া নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তারপর সবাইকে নিয়ে হাত তুলে দোয়া করেন। আসলে এসবকিছুই বিদয়া'ত কাজ। রাসূল সা. এমন করেছেন বলে সঠিক কোনো প্রমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়মঃ যিয়ারত অর্থ দেখা করা, সাক্ষাত করা। কবর যিয়ারত অর্থ কবর দেখতে যাওয়া। রাসূল সা. সাধারণত রাতে কবরে যেতেন এবং একা যেতেন। তিনি কবরে গিয়ে কবরবাসীকে সালাম দিতেন, তাদের মাগফিরাত কামনা করতেন।

তাই আসল নিয়ম হল একা কবরে যাওয়া এবং কবরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকা। মনে রাখতে হবে কবরে যাবার মূল উদ্দেশ্য তিলাওয়াত, ইবাদত বা দোয়া করা নয়। বরং কবরে যাবার মূল উদ্দেশ্য হলঃ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষন কমিয়ে আনা, আখেরাতের স্মরণ, মন নরম হওয়া, চুখে অশ্রু আসা। মৃত্যুর স্মরণ, ইত্যাদি।
রাতে একা কবরে গেলে দুনিয়া বিমুখতা, মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ, অন্তর কোমল হওয়া, চুখে অশ্রু আসা ইত্যাদি কবরে যাবার উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ন হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর দল বেধে কবরে গেলে এমন হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও দল বেঁধে যাওয়া নিষেধ নয় বা এতে পাপ হয় না।

বিভ্রান্তির পথঃ ২০. আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অবস্থানঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অবস্থান নেয়া। মারইয়াম আ. ঈসা আ.র আম্মা। মানব জন্মের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অবিবাহিতা মারইয়ামের গর্ভ থেকে ঈসা আ.র জন্ম হয়েছে আল্লাহর কুদরতে।

মারইয়াম ছিলেন সতী সাধবি। তিনি কখনো যিনা করেননি। ঈসা আ. যিনার সন্তান নন। মারইয়ামের সতীত্বের সাক্ষ্য আল্লাহর কিতাব। কিন্তু ইয়াহুদ উলামা সমাজ আল্লাহর কিতাবের এ সাক্ষ্য মেনে নেয়নি। তারা আল্লাহর কিতাবের বিরপিতে অবস্থান নিয়ে মারইয়ামকে যিনার অপবাদ দিয়েছে এবং ঈসা আ.কে জারজ সন্তান বলে অপপ্রচার করেছে আর এমন করে তারা বিভ্রান্ন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে গিয়ে ইয়াহুদ আলিমগণ ঘোষণা করেছিল মারইয়াম যিনা করেছেন এবং ঈসা যিনার সন্তান। ইরশাদ হচ্ছে..

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28)

মারইয়াম (শিশু) ঈসাকে বহন করে লোকালয়ে নিয়ে এল। (অবিবাহিতার কুলে সন্তান দেখে তারা ভাবল তিনি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছেন) তারা বলে উঠলঃ মারইয়াম! তুমি অতি জঘন্য কাজ করেছ। হারুনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ছিলেন না। তোমার মা চরিত্রহীনা ছিলেন না (এমন বাবা-মার সন্তান হয়ে তুমি এ কী করেছ?) (১৯ মারইয়ামঃ ২৭,২৮)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ মারইয়াম ছিলেন সতী সাধবি। আল্লাহর কিতাব আল-ক্বুরআন এবং ইনজিল তার সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়েছে। তথাপিও তাঁকে যিনাকারিনী বলে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে ইয়াহুদ উলামা সমাজ। ঠিক তদ্রপ রাসূল সা.র প্রিয়তমা স্ত্রী আ'ইশাহ রা.ও সতী সাধবি ছিলেন। তিনি কখনো যিনা করেননি। তার সতীত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহর কিতাব। কিন্তু তথাপিও মুসলমান নামধারী একদল (শিয়া) আলিম আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে আ'ইশা রা. যিনা করেছেন। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে যেমন হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২১. আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখাঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের আরো একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব বা কিতাবের কোনো বিধানকে যথাযত গুরুত্ব না দিয়ে পিছনে ফেলে রাখা। যেমনটি করত বনী-ইসরাঈল। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)

যখন তাদের কাছে রাসূল (মুহাম্মাদ) এল এবং তাদের কাছে থাকা সবকিছুকে সত্যায়ন করল তখন কিতাবধারী একদল (আলিম) আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রাখল যেন তারা জানেই না। (২ বাক্বারাহঃ ১০১)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য অর্থাৎ মানুষ তার জীবনের সবকিছু পরিচালিত করবে আল্লাহর কিতাব এবং কিতাবের বিধান মেনে। এটাই ঈমানের দাবী। কিন্তু ইয়াহুদ নাসারা অনেক বিষয়ে আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে। তারা কিতাব পড়ে, কিতাব বুঝে কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ভান করে যেন কিছুই জানে না।
বিশেষ করে মুহাম্মাদ সা.র নবুয়তের বিষয়টি তাদের কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্নিত ছিল। কিন্তু তাদের উলামা সমাজ এমন ভান করেছিল যেন এব্যাপারে কিছুই জানে না। কারন তারা মনে করত মুহাম্মাদ সা.র নবুয়ত মেনে নিলে জনতার উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। তখন তাদের রুটি-রোজী বন্ধ হয়ে যাবে। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিভ্রান্ত করেছে অনেক মানুষকেও।
বর্তমানে আমাদের কিছু আলিম উলামাও কোনো কোনো ব্যাপারে এমন ভান করে থাকেন। আর বনী-ইসরাঈলের অনুকরণে এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২২. আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে দলাদলিঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহ কিতাব বা বিধান নিয়ে বিভক্তি বা দলাদলি করা। ইয়াহুদ নাসারা এমন করত। তারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করত, দলাদলি করত। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)

আল্লাহ নাযিল করেছেন যথার্থ কিতাব। যারা এ কিতাব নিয়ে দলাদলি করে তারা চরম বিভ্রান্ত। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৬)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বনী-ইসরাঈলের আমিলগণ আল্লাহর কিতাব ও বিধান নিয়ে বিভক্তি সৃষ্টি করত, দলাদলি করত। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষও আল্লাহর কিতাবের আয়াত বা বিধান নিয়ে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

দলাদলিকে তারা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, তাদের মতাদর্শের বাইরে কেউ কুরআন হাদিছের উদ্ধৃতি দিলেও তারা মানতে রাজি নয়। বরং উনি অন্য মাযহাবের, অন্য মসলকের বা অন্য মিনহাজের বলে উনার বর্নিত কুরআন হাদীছকেও উড়িয়ে দেয়া হয়। আর নিজের মতাদর্শের কেউ দলীলবিহীন ভুল কথা বললেও মেনে নেয়া হয়। যারা এমন করছেন তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিঃ দ্রঃ= বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বিশ্লেষণগত ভিন্নমত আর বিভক্তি ও বিভাজন এক নয়। ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও বিভাজন বা দলাদলি কোনোভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

বিভ্রান্তির পথঃ ২৩. আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا **(105)**

(হে নবী!) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। যেন তুমি "তাহকীম" (আদেশ জারি, আইন তৈরি, বিচার, শাসন) কর আল্লাহর বাতানো বিধান মেনে। আর (সাবধান!) কোনো অপরাধীর পক্ষে ওকালতি/তর্ক/বিতর্ক করবে না। (কারো অপরাধ প্রমাণ হবার পর তার পক্ষে ওকালতি করা তথা তার সাফাই গাওয়া নিষিদ্ধ।) (৪ নিসাঃ ১০৫)

অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করা, আল্লাহর কিতাব ও বিধান নিয়ে কু-তর্ক বা বিতর্ক করা বনী-ইসরাঈলের বদ-স্বভাবগুলোর মাঝে অন্যতম। হাদিছে বর্নিত হচ্ছে..

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেনঃ এক দুপুরে আমি রাসূল সা.র কাছে এলাম। দুইজন লোক তখন কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে তর্ক করছিল। তাদের উচ্ছবাক্য শুনে রাসূল সা. বেরিয়ে এলেন। তাঁর চেহারায় গুস্বা ফুটে উঠছিল। তিনি বললেনঃ তোমাদের পুর্বে যারা ছিল; আল্লাহর কিতাব নিয়ে তর্ক করার কারনে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিমঃ কিতাব ইলম)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ বনী-ইসরাঈলের আলিমগণ নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজের মত ও পথকে সঠিক প্রমাণের জন্য আল্লাহর কিতাব নিয়ে তর্কে লিপ্ত হত। তখন তারা এভাবেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর এখন আমাদের কিছু মানুষেরও একই অবস্থা। নিজেদের দল ও দলীয় মতাদর্শ ধরে রাখতে তারাও আল্লাহর কিতাব নিয়ে কুতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২৪. আল্লাহ কিতাব মত বিচার ও শাসন না করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া। বনী-ইসরাঈল এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ **(23)**

তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (তারপর তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়েগেছে) আল্লাহর কিতাব মেনে বিচার ও শাসন করতে বলা হলে তাদের একটি দল তা প্রত্যাখ্যান করে। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৩)

যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ ও আইন প্রণয়ন) করে না তারা কাফির (হয়ে যায়। ৫ মাইদাহঃ ৪৪)	وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ **(44)**

ঈমান ও আক্বীদাহঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব মেনে চলা ফরজ। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে চলা কুফর। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নামায রোজার বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিষয়ে মেনে চলে অন্যকিছু। যারা এমন করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। এসব লোক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। ইসলামী পরিভাষায় এদের মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা বা তাদের জানাযা পড়াও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে অন্য গ্রন্থ বা সংবিধান মেনে বিচার ও শাসন করা বিভ্রান্তির পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ। এরা ইসলামকে পরিপূর্ন জীবন আদর্শ হিসেবে না মেনে শুধু ধর্ম হিসেবে ব্যক্তি জীবনের কিছু কর্ম-কান্ড ও কয়েকটি ধর্মীয় কাজের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, যা (সেক্যুলারিজমের মূল শিক্ষা,) চরম বিভ্রান্তি ও কুফরেরই নামান্তর। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২৫. রাসূল, ফিরিস্তা বা মুঅমিনের সাথে শত্রুতাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল বাস্তব জীবনে আল্লাহ, আল্লাহর কোনো নবী বা রাসূল, কোনো ফিরিস্তা বা মুঅমিনের সাথে শত্রুতা রাখা। এমন করত বনী-ইসরাঈল। তারা শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃর সাথে দুশমনি করত, জিবরাঈল আ.র সাথে শত্রুতা রাখত, মুঅমিনদের সাথে দুশমনি করত। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ**(98)**

যে ব্যক্তি আল্লাহ, আল্লাহর কোনো ফিরিস্তা, রাসূল, জিবরীল (জিবরাঈল) বা মীকাল (মিকাঈল) এর শত্রু (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ এসব কাফিরদের শত্রু। (২ বাক্বারাহঃ ৯৮)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82)

তুমি পাবে; মুঅমিনদের সাথে ঘোরতর শত্রুতা রাখছে ইয়াহুদ ও মুশরিকরা। আর যারা বলে "আমরা নাসারা" তাদেরকে পাবে মুঅমিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ তাদের মাঝে অনেক আলিম ও সংসার ত্যাগী আবিদ রয়েছে আর তারা অহংকার করে না। (৫ মাইদাহঃ ৮২)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহর সাথে শত্রুতা রাখা কুফর। তেমনি আল্লাহর কোনো নবী, রাসূল, ফিরিস্তা বা মুঅমিনের সাথে শত্রুতা রাখাও কুফর। তখন এমন কুফর করে বিভ্রান্ত হয়েছি ইয়াহুদ। আর আজকাল তাদের পদাংক অনুকরণ করে প্রকৃত মুঅমিনদের সাথে শত্রুতা রেখে বিভ্রান্ত হচ্ছে মুসলিম নামধারী মুনাফিক শ্রেণির কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২৬. কিছু মানা আর কিছু না মানাঃ আল্লাহর কিতাব বা আল্লাহর বিধানের কিছু মানা আর কিছু না মানা বিভ্রান্তির ৭২ পথের অন্যতম একটি। বনী-ইসরাঈল এমন করত। তারা আল্লাহর কিতাব ও বিধানের কিছু মানত আর কিছু মানত না। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে (তথা তাদের অবাধ্য হয়ে যায়।) যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায় (তথা রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করায়) যারা বলেঃ **কিছু মানব আর কিছু মানতে পারব না।** যারা ঈমান ও কুফরের মধ্যদিয়ে নতুন পথ বানাতে চায়। এরা হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০, ১৫১)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহর কিতাব বা আল্লাহর বিধানের কিছু মানা আর কিছু না মানা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। তারা জীবনের কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব মেনে চলত আর কিছু ব্যাপারে মেনেনিত অন্য বিধান। তাদের জীবন ছিল ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণ। কিছু ইসলাম আর কিছু কুফর মিলিয়ে তারা জীবন চলার নতুন পথ তৈরি করেছিল। আর এমন করে তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এখন আমাদের সমাজের অনেক মানুষও বনী-ইসরাঈলের পদাংক অনুকরণ করে একই পথে চলছে।
এরা নামায রোজা ইত্যাদি কিছু কাজে ইসলামী বিধান মেনে চলছে। আর শিক্ষা, ব্যবসা, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদিতে মেনে নিচ্ছে অন্য বিধান। এদের কিছুকাজ মুঅমিনের মত আর কিছু কাফিরের মত। এমন করা বিভ্রান্তির পথ। এ পথ ধরে বিভ্রান্ত হচ্ছে আজকাল কত মানুষ। (আমাদের সমাজ থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি উপমা খোজে বের কর)

বিভ্রান্তির পথঃ ২৭. তাহরীফঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে তাহরীফ। তাহরীফ অর্থ পরিবর্তন করা। আল্লাহর কিতাবে আনিত পরিবর্তনকে ইসলামী পরিভাষায় তাহরীফ বলা হয়। আল্লাহর কিতাবের কিছু কথা তাদের মতাদর্শের বিপরিত হওয়ার কারন এসবের অর্থ ও মর্ম পরিবর্তন করে প্রথমে তাহরীফ করেছিল ইয়াহুদ উলামা সমাজ। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(75)

(হে মুঅমিনগণ!) তোমরা কী আশা কর, তোমাদের (সাথে সম্পর্কের) কারণে তারা (ইয়াহুদ নাসারা) ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল (উলামা) আল্লাহর কালাম শুনে, বুঝে এবং ইচ্ছাকৃত তাহরীফ করে। (বাকারাহঃ ৭৫)

ইয়াহুদরা (আল্লাহর কালামের) শব্দকে তার সঠিক লক্ষ্য থেকে তাহরীফ করত.. (৪ নিসাঃ ৪৬)	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদের লা'নত করেছি, তাদের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি। তারা (কিতাবের) শব্দকে সঠিক লক্ষ্য থেকে **তাহরীফ** করেছে, তাদেরকে দেয়া অনেক আদেশই তারা ভুলে গেছে। তাদের

বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা তুমি প্রতিনিয়তই জানতে পারবে। তবে তুমি তাদের ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে। (কারণ ক্ষমা ও মার্জনা সৎলোকের স্বভাব।) আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎলোকদের পছন্দ করেন। (মাইদাহঃ ১৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবে তাহরীফ করা কুফর। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যারা তাহরীফ করে তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটে না। (তাহরীফ সম্পর্কে আরো জানতে "কুরআন বুঝার মৌলিক নীতিমালা"র তাহরীফ অধ্যায় দেখে নিন।)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ আল্লাহর কালামে শব্দ, অর্থ, বিশ্লেষণ, লক্ষ্য, মর্ম বা অন্যকোনোভাবে পরিবর্তন করাকে তাহরিফ বলা হয়, তাহরিফ বিভ্রান্তির অন্যতম গলিপথ, এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের উলামা সমাজ। আল্লাহর কালামে পরিবর্তনের এ ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে। তবে এখন শব্দ পরিবর্তন করা হয় না। শুধু ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মর্ম বদলে ফেলা হয়। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর এখন এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ২৮. ভালোকে বর্জন আর মন্দকে গ্রহনঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে ভালোকে বর্জন আর মন্দকে গ্রহণ করা। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146)

আমি মুসাকে কয়েকটি ফলকে (প্রয়োজনীয়) সবকিছু লিখে দিয়েছি, যাতে (প্রয়োজনীয়) সব নীতিমালা ও বিধান স্ববিস্তারে বর্ণিত ছিল। (ফলকগুলো হস্তান্তরকালে আমি বলেছিঃ মূসা!) এটাকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে থাকবে আর তোমার জাতিকে বলবেঃ তারা যেন এর সুন্দর বিধানগুলো মেনে চলে। (আর সবর কর!) পাপিষ্ঠদের আবাসস্থল আমি অচিরেই তোমাদের দেখাচ্ছি (তোমরা-ই তখন এর মালিক হবে। আসলে আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধান-ই সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর। আল্লাহ এসব বিধান দিয়েছেন যেন মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে এই সুন্দর বিধান মেনে চলে। যে বা যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তারা-ই হেদায়াত পাবে আর যে মানবে না সে হবে হতভাগা। মহান আল্লাহ নিজে-ই বলছেন)

আমি তাদেরকে আমার আয়াত (কিতাব ও বিধান) থেকে দূরে সরিয়ে রাখব যারা এ যমীনে অন্যায় ভাবে দম্ভ করবে। সকল নিদর্শন দেখে ফেললেও তারা ঈমান আনবে না। কারণ সঠিক পথ দেখলেও তারা (এটাকে জীবন পথ হিসেবে) মেনে নেয় না, তবে বাঁকা পথ দেখলে অতি সহজেই তারা (এটাকে জীবন পথ হিসেবে) মেনে নেয়। এর কারণ তারা আমার বিধান অমান্য করেছে এবং আমার বিধান সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে। (ফলে তাদের অন্তর খারাপ হয়ে গেছে আর খারাপ অন্তর খারাপটাই মেনে নেবে এটাই স্বাভাবিক) (৭ আ'রাফঃ ১৪৫, ১৪৬)

পর্যালোচনাঃ প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। পাপের প্রতিক্রিয়া অন্তরের বিকৃতি। পাপ করতে করতে এক পর্যায়ে মানুষের অন্তরে বিকৃতি এসে যায়। তখন মানুষের আর ভালো-মন্দের বিচার জ্ঞান থাকে না। তখন ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে হয়। ফলে মানুষ তখন ভালোকে বর্জন করে, মন্দকে গ্রহণ করে। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষের অবস্থাও এমন হয়েগেছে। পাপ করতে করতে এদের অন্তর বিকৃত হয়ে গেছে। এখন দ্বীনের কথা, হিদায়াতের কথা এদের আর ভালো লাগে না।

কারো কারো এত অবনতি হয়েছে যে, দ্বীনের কথা সহ্যই হয় না। তবে কুফর শিরক খুব ভালো লাগে, পাপ বা পাপ পথের সন্ধান পেলে এর অনায়াসেই সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এসবই বিকৃত মানসিকতার ফসল। মানুষের মন মানসিকতায় বিকৃতি ঘটলেই কেবল এমন হয়ে থাকে।

আল্লাহর বিধান অমান্য করা মহাপাপ। পাপ করলে মানুষের অন্তরে বিকৃতি আসে। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারনে বনী-ইসরাঈলের কিছু মানুষের এমন অবস্থা হয়েছিল। আর বর্তমানে একই কারনে আমাদের কিছু মানুষের এমন দশা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ= যেসব কাজ করলে আল্লাহ খুশী হন এসবই ভালোকাজ আর যেসব কাজ করলে আল্লাহ অখুশী হন এসব হল মন্দকাজ। এ সংজ্ঞা মেনেই ভালো ও মন্দ বুঝতে হবে, অন্যথায় বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

বিভ্রান্তির পথঃ ২৯. আল্লাহর বিধান অমান্য করাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছে এর একটি হল আল্লাহর বিধান অমান্য করা। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22)

যারা আমার বিধান অমান্য করেছে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে তাদেরকে যারা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের কথা বলত, (যে বা যারা এমন করেছে) তাদের সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। (কারণ) এদের সকল আ'মাল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গেছে। এদের সাহায্য করার কেউ নেই। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২১-২২)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(63)

আর (হে বনী-ইসরাঈল! স্মরন কর) আমি যখন তোমাদের থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলাম, তোমাদের মাথার উপর তুলে ছিলাম পাহাড়। (বলেছিলাম) আমার কিতাবকে মজবুত করে আঁকড়ে থাকো, মেনে নাও এতে যা আছে। এতেই তোমরা (জাহান্নাম থেকে) বাচতে পারবে। (২ বাক্বারাহঃ ৬৩)

পর্যালোচনাঃ তখন ও এখনঃ মুক্তির একমাত্র পথ আল্লাহর কিতাব ও বিধানকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া ও বাস্তবে মেনে চলা। আল্লাহর কিতাবে বর্নিত সবকিছু মেনে নেওয়া ফরজ এবং নীতিগতভাবে এর সামান্য কিছু অমান্য করা কুফর ও বিভ্রান্তির পথ। তখন আল্লাহর কিতাবের (তাওরাত/ইনজিলের) কিছু বিধানকে নীতিগতভাবে অমান্য করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল আর আজকাল আল-কুরআনের কিছু বিধানকে অমান্য করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।
আমাদের কাছে আগত আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন। আল-কুরআনে বর্নিত সকলকিছু নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া ও বাস্তবে ফরজ আর এর সামান্য কিছু অমান্য করা কুফর ও বিভ্রান্তির পথ। তবে আজকাল অনেকেই এসব বুঝে না, তারা নিজেকে মুসলিম মনে করে, নামায পড়ে, রোজা রাখে কিন্তু বাস্তব জীবনে আল্লাহর কিতাব মেনে চলে না। তাদের কেউ কেউ সরাসরি আর কেউ কেউ কৌশলে আল্লাহর কিতাব ও এর বিধান অমান্য করে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩০. গোপন করাঃ বিভ্রান্তির আরেক পথ আল্লাহর কোনো বিধান বা কুরআন হাদীছে বর্নিত কোনো তথ্য গোপন করা বা গোপন রাখা। বনী-ইসরাঈলের কোনো কোনো আলিম এমন করত। তারা আল্লাহর সকল বিধান জনতার কাছে প্রকাশ করত না। তারা মনে করতঃ সবকিছু পাবলিককে বলতে নেই। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৮৭/৫৬. যারা আল্লাহর নাযিল কৃত কিতাবের কোনো কিছু গোপন করে বা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বিকিয়ে দেয় তারা আগুন দিয়ে পেট ভরছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পাপ মোচন করবেন না। তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (২ বাক্বারাহঃ ১৭৪)

১৮৮/৫৭. আমি যাদের কিতাব (তাওরাত ইনজিল) দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদ সাঃকে) এমন ভাবে চিনেছিল যেমন চিনত নিজ সন্তানদের। তথাপিও তাদের (উলামাদের) একটি দল জেনে বুঝে সত্য (মুহাম্মাদ সাঃর পরিচয়) গোপন করেছে। (২ বাক্বারাহঃ ১৪৬)

পর্যালোচনাঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামের কোনো বিধান বা কুরআন হাদীছে বর্নিত কোনো তথ্য গোপন করা বিভ্রান্তি। মুহাম্মাদ সাঃকে সত্য ও সঠিক জানা সত্ত্বেও কিছু ইয়াহুদ আলিম ইহা গোপন করেছিল।

এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের একদল উলামা। বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষও একই পথে চলছেন। দল, মত ও মসলকের পরিপন্থী হবার কারনে কুরআন হাদিছের অনেক তথ্যই তারা প্রকাশ করেন না এবং জেনে বুঝে অনেক আয়াত ও হাদীছকে এড়িয়ে যান। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩১. কুফরের দিকে ধাবমান হওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে কুফরের দিকে ধাবমান হওয়া। ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের দিকে ধাবিত হলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের একদল মানুষ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৮৯/৫৮. হে রাসূল! যারা মুখে ঈমান আনে আর অন্তরে ঈমান আনে না আর যারা ইয়াহুদ তাদের কুফরের দিকে ধাবমান হওয়া যেন তোমার পেরেশানির কারন না হয়। তারা মিথ্যা কথায় কান দেয়। যারা এখনো তোমার কাছে আসেনি (ভবিষ্যতে আসবে) তাদের কথায়ও কান দেবে। তারা (আল্লাহর) বানীকে তাহরীফ (পরিবর্তন) করে। (তোমার কাছে মামলা পাঠিয়ে) বলেঃ এমন (ফয়সালা) দিলে মেনে নেবে আর এমন দিলে মানবে না। আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তুমি কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করবেন না। তাদের তরে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। (৫ মাইদাহঃ ৪১)

পর্যালোচনাঃ ঈমান আনা সত্ত্বেও যারা কুফরের দিকে ধাবমান হয়, তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩২. সুদকে মেনে নেওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল সুদকে মেনে নেওয়া। সুদ হারাম। মহান আল্লাহ তদীয় কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন "আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন"। ইয়াহুদ সমাজেও সুদ হারাম ছিল। কিন্তু কিছু ইয়াহুদ উলামা শর্ত সাপেক্ষে সুদকে মেনে নিয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯০/৫৯. আমি কিছু হালাল সুখাদ্যও ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করে ছিলাম। ইহা ছিল তাদের অবিচারের সাজা। কারন তারা আল্লাহর পথে বাঁধা দিত, নিষেধ করা সত্বেও **সুদ গ্রহণ করত** এবং অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন করত। (এমন করা কুফর) আর কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৬০, ১৬১)

১৯১/৬০. ...কারন তারা বলতঃ ব্যবসাও সূদের মত। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম...। (২ বাক্বারাহঃ ২৭৫)

পর্যালোচনাঃ সূদ দেয়া বা সূদ নেয়া হারাম। আর নীতিগত ভাবে সূদকে মেনে নেওয়া কুফর। সূদ নিলে বা দিলে পাপ হয়। আর নীতিগত ভাবে সূদকে মেনে নিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল।

আজকাল আমাদের অবস্থাও তাই। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে সুদ হারাম। হাদিছে বলা হয়েছেঃ সুদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক ও সূদের সাক্ষী সবাইকে লা'নত করেছেন রাসূল সাঃ। তথাপিও সুদ থেমে থাকেনি। আজকাল সুদ ভিতিক ব্যাংকিং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি আজ মুসলমানদের দেশে দেশে। অবস্থায় বুঝা যায় সবাই যেন সুদকে মেনে নিয়েছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৩. অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণঃ বিভ্রান্তর ৭২পথের একটি হল অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন। বনী-ইসরাঈলের কিছু আলিম, বিচারক ও নেতাগণ এমন করত। তারা ঘুষ নিত, নানা বাহানায় মানুষ থেকে কিছু হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯২/৬১. আর নিষেধ করা সত্বেও সুদ গ্রহণের কারনে এবং অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের কারনে (ঈমান নষ্ট হয়ে তারা কাফির হয়ে গেছে) এসব কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৬১)

১৯৩/৬২. মুত্তমিনগণ! (জেনে রাখো) অনেক আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীর) অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ পথে বাঁধার সৃষ্টি করে...। (৯ তাওবাহঃ ৩৪)

পর্যালোচনাঃ অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন করা পাপ। আর কুরআন হাদীছে বর্নিত সুস্পষ্ট কোনো পাপকে নীতিগত ভাবে ইহা মেনে নেওয়া কুফর তথা বিভ্রান্তির পথ। বনী-ইসরাঈলের আলিম, উলামা ও নেতারা অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন করত। নানা কলাকৌশলে মানুষ থেকে কিছু হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করত। এবং এসব পদ্ধতিকে তারা নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে ছিল।

আজকাল আমাদের কিছু মানুষও এমন হয়ে গেছে। মুসলিম বিচারক বা মুসলিম নেতা ঘুষ খায়, এমন ঘটনা আজকাল বিরল নয়। আর বর্তমানে আমাদের একদল আলিমও একই পথে এগুচ্ছেন। খতম, শিল্লি, মিলাদ, দোয়া ইত্যাদি নানা বাহানায় অহরহ তারা মানুষ থেকে কিছু হাতিয়ে নিচ্ছেন।

আজকাল আমাদের সমাজে অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের অনেক পথ আবিস্কৃত হয়েছে। কখনো এর নাম দেয়া হয় বখশীশ আর কখনো হাদিয়া। এসব পথের একটি হচ্ছে; খতম দোয়া মিলাদ বা যেসব কাজকে মানুষ ইবাদাত মনে করে এমন কোনো কাজের বিনিময়ে কিছু হাতিয়ে নেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৪/৬৩. পরবর্তি প্রজন্ম যারা (নবী ও ১ম প্রজন্মের মুসলিমের) স্থলাভিষিক্ত ও কিতাবের বাহক হল তারা (এর বিনিময়ে) নগণ্য সম্পদ (দুনিয়া) গ্রহণ করত এবং বলতঃ আমাদের মাফ করে দেয়া হবএ। এমন সম্পদ আরো পেলে তারা সেটাও গ্রহণ করত...। (৭ আ'রাফঃ ১৬৯)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর কিতাব পাঠ করা বা আল্লাহর কাছে দোয়া করা ইবাদাতের অংশ। আর আল্লাহর ইবাদাত করে মানুষ থেকে বিনিময় নেয়া গ্রহণ যোগ্য নয়। যারা কোনো ইবাদত করে মানুষ থেকে বিনিময় নেয় বা আশা করে, পরকালে আল্লাহ তাদের কিছুই দেবেন না। তাদের বলা হবে "তোমাদের কজের বিনিময় তার থেকেই নিয়ে নেও"। এসব কথা জানা সত্বেও শুধু দুনিয়ার মোহে কিছু ইয়াহুদ উলামা এমন করত। আর বর্তমানে আমাদের কিছু মানুষও এমন হয়ে যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ= আল্লাহর বিধান মত মিরাছ (উত্তরাধিকার সম্পদ) বন্ঠন না করা বা মিরাছের ব্যাপারে কাউকে ঠকানোও অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। তাই এব্যাপারে সাবধান থাকা আবশ্যক। সামান্য দুনিয়ার জন্য আখেরাত বরবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বখশীশ বা হাদিয়া হারাম নয়। বরং ইহা গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয়। বখশীশ বা হাদিয়া দেয়া হয় খুশী হয়ে, গ্রহিতাকে খুশী করার জন্য। হাদিয়া বা বখশীশ চেয়ে নেওয়ার বা দাবী করার বিষয় নয়। কাউকে কাবু করে বা চাপে ফেলে কিছু হাতিয়ে নেওয়া অন্যায় ভাবে সম্পদ ভক্ষণের নামান্তর।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৪. মনগড়া নীতিমালা মেনে নেওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি গচ্ছে মনগড়া নীতিমালা মেনে নেয়া। বনী-ইসরাঈল আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে মনগড়া নীতিমালা ও বিধান মেনে নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তারা চায় দুনিয়ার সবাই তাদের মত হয়ে যাক। সবাই আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া বিধান মেনে চলুক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৫/৬৪. ইয়াহুদ নাসারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তাদের আদর্শ মেনে নেবে। বলে দাও, আল্লাহর পথই আসল পথ (আমি এপথ ছেড়ে যাব না)। তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান (আল-কুরআন) থাকা সত্ত্বেও মনগড়া কোনো কিছু মেনে নিলে (তুমি বিভ্রান্ত হয়ে যাবে) তখন আল্লাহর ছাড়া কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (২ বাক্বারাহঃ ১২০)

পর্যালোচনাঃ বিভ্রান্তির অন্যতম পথ মনগড়া নীতিমালা বা বিধান মেনে চলা। বনী-ইসরাঈলের অনেক মানুষ এই পথ ধরে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর বর্তমানে আমাদের অনেক মানুষও একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে। আসলে আল্লাহর দেয়া নীতিমালা ও বিধানই সঠিক। এছাড়া বাকি সব মনগড়া ও বানোয়াট।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৫. পাপিষ্ঠদের অনুকরণঃ বিভ্রান্তর আরো একটি পথ পাপিষ্ঠদের অনুকরণ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৬/৬৫. (লোকজন লিখিত কিতাব চাইলে মুসা আল্লাহর কাছে আবেদন করল) আমি মুসাকে ত্রিশ রাত (পাহাড়ে আবস্থানের) সময় বেঁধে দিলাম এবং পরে আরো দশ যুক্ত করলাম। এভাবে প্রভুর নির্ধারিত চল্লিশ রাত পূর্ন হল। (যাবার কালে) মুসা তার ভাই হারুনকে বললঃ আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, মানুষকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করবে, পাপিষ্ঠদের পথে চলবে না। (৭ আ'রাফঃ ১৪২)

পর্যালোচনাঃ তখন বনী-ইসরাঈলের সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল সামিরী। মুসা আঃ চলে যাবার পর সামিরী নিজেকে বুদ্ধিজীবী হিসাবে জাহির করল এবং নতুন নতুন আইডিয়া দিতে শুরু করল। কিছু মানুষ তাকে মেনেও নিল। যারা সামেরীকে মেনে নিয়ে ছিল তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। আজকালও একই পথ অবলম্বনে পাপিষ্ঠ নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের গান্ধাপঁচা থিউরি মেনে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ। (সামিরীর ঘটনা সামনে আসছে)

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৬. দ্বীনহীন নেতৃত্বঃ বিভ্রান্তির আরো একটি পথ দ্বীনহীন নেতৃত্ব। এপথ ধরে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল বনী-ইসরাঈল। মুসা আঃ কিতাব গ্রহণের জন্য পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন। কথা ছিল ৩০দিন পর ফিরে আসবেন। কিন্তু কারন বশতঃ আরো ১০দিন সেখানে থাকতে হল। মুসা আঃ যাবার সময় হারুন আঃকে জাতির ভারপ্রাপ্ত নেতা নিযুক্ত করে ছিলেন।

সামেরী একজন বদস্বভাবের লোক। সে নিজেকে বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক হিসাবে জাহির করত। নতুন নতুন থিউরি দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখত।

মুসা আঃ যে রাতে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে ছিলেন সে রাত ছিল মিশরীদের জাতীয় উৎসব। ইসরাঈলীরা মুসলিম ছিল। তারা কাফিরদের উৎসবে শরীক হত না।

ফেরাউন ছিল কিবতী সম্প্রদায়ের। জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসাবে উৎসবের জন্য কিবতীগণ বাহিরে চলে গেল। তখনকার সময়ে ঘরবাড়ী এতো সুরক্ষিত ছিল না। তাই তাদের সোনা দানা আমানত হিসাবে ইসরাঈলীদের কাছে রেখে গিয়ে ছিল।

ইসরাঈলীরা মুসলিম ছিল। অন্যের সম্পদ ভক্ষণকে তারা পাপ মনে করত। কিন্তু হঠাৎ পালিয়ে আসার কারনে কিবতীদের সম্পদ তাদের কাছে রয়ে গিয়েছিল। সামিরী ঘোষণা করলঃ কিবতীদের সম্পদ তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তাই তাদের সোনা দানা সব আমার কাছে জমা দাও।

ইসরাঈলীদের ভাবা উচিত ছিল, সামেরী এমন ঘোষণা দেবার বৈধ অধিকারী নয়। কোনো ঘোষণা বা ফতোয়া দেবার অথবা কোনো প্রজ্ঞাপন বা অধ্যাদেশ জারি করার একমাত্র বৈধ অধিকারী ছিলেন হারুন আঃ। কিন্তু এসব না ভেবে অনেকেই তাদের কাছে রক্ষিত আমানত সামেরীর কাছে জমা করল।

সামিরী তখন শিশু। বাবা-মা তাকে নিয়ে এক দীর্ঘ দফরে বেরিয়ে ছিলেন। এক মরুভূমিতে বাবা-মা মারা গেলে বালুতে পড়ে তড়পাচ্ছিল সামেরী। ফিরিস্তা জীবরাঈল এদিকে যাচ্ছিলেন। শিশু সামিরীর করুন অবস্থা দেখে জিবরাঈল আঃর দয়া হল। আল্লাহর অনুমতি নিয়ে তিনি তার লালন পালন শুরু করলেন।

ছোট বেলা থেকেই সামিরী ধুর্ত ও হুশিয়ার ছিল। সে তখন একটু বড়। ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। জিবরাঈল আঃ মানুষ রূপে ঘোড়ায় চড়ে এসে তাকে খাবার দিতেন। সামিরী লক্ষ্য করল জিবরাঈলের ঘোড়া যেখানে পা ফেলে সে জাগার বালিতে প্রাণ এসে যায়। সে বালি জীবন্ত সবুজ হয়ে যায়।

সামিরীর মাথায় বুদ্ধি এল। জিবরাঈল আঃর ঘোড়ার স্পর্শে জীবন্ত সবুজ কিছু বালি পুটলিতে ভরে সংরক্ষণ করল। মিশর থেকে পালিয়ে আসার সময় বালির এই পুটলিটি সঙ্গে এনেছিল সামিরী।

সামিরী ছিল মুর্তি ও ভাস্কর্যের কারিগর। লোকজন জমা দেওয়ার পর সোনা গলিয়ে সে এক বাছুরের ভাস্কর্য তৈরি করল। ভাস্কর্যটি খুব সুন্দর চকচক করছিল। সামিরী ভাবল বাছুরের মুর্তিতে বালু সংযোজন করে দেখি কি হয়। সে তাই করল। জীবন্ত বালুর ছোঁয়া পেয়ে সোনার ভাস্কর্যটি রক্ত মাংসের বাছুরে রূপান্তরিত হল এবং জীবন্ত বাছুরের মত ডাকতে শুরু করল।

বাছুরটি জীবিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলে সামিরী বললঃ মুসার প্রভু বাছুরের ভিতর অবস্থান নিয়েছেন। মুসা প্রভুকে খুঁজে পাচ্ছে না। তাই ফিরে আসছে না। সামিরী সবাইকে বাছুরের ভিতর অবস্থান নেওয়া প্রভুকে সিজদাহ করতে বলল। যা দৃশ্যত বাছুরকে সিজদাহ করা ছিল।

হারুন আঃ নিষেধ করলেন। বললেন ইহা সুস্পষ্ট বাছুর পূজা। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। সামেরী হারুন আঃর বিরোধিতা ও নবীর সাথে বিদ্রোহ করে নিজের মতাদর্শকে সত্য হিসাবে জাহির করল। কিছু মানুষ হারুন আঃর কথা মেনে বাছুর পূজা থেকে বিরত থাকল। আর কিছু মানুষ সামেরীর আনুগত্য করে বাছুর পূজায় মেতে উঠল। যারা নবীর আনুগত্য ত্যাগ করে সামিরীর আনুগত্য মেনে নিয়ে ছিল; তারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে মুশরিক হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৭/৬৬. আল্লাহ বললেনঃ মুসা! তুমি চলে আসার পর তোমার জাতিকে পরীক্ষা করেছি। সামিরী তাদের বিভ্রান্ত করেছে। মুসা ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হয়ে ফিরে গেল। বললঃ লোক সকল! আল্লাহর ওয়াদাহ কি উত্তম ছিল না? মেয়াদ কি খুব দীর্ঘ ছিল? না আল্লাহর গযবকে তরান্বিত করার জন্য আমার (আনুগত্যের) অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছো? তারা বললঃ আমরা ইচ্ছা করে অঙ্গিকার ভঙ্গ করিনি। আমাদের কাছে মানুষের (কিবতীদের) অলংকার ছিল। (সামেরীর কথা মত) আমরা সব জমা করেছি। আর সামিরী সংযোজন করেছে (তার কাছে রক্ষিত বালি)। তৈরি করেছে জ্যন্ত বাছুর যা ডাকছিল। সে বলেছেঃ ইহাই তোমাদের প্রভু, মুসার প্রভু। (প্রভু বাছুরের ভিতর অবস্থান নিয়েছেন) তাই মুসা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। দেখছ না, সে কথামত ফিরে আসেনি? (সামেরীর কথা মত তারা বাছুর পূজা করল) অথচ (একটুও ভাবল না; যে) বাছুর উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না (তাই ইহা কি করে প্রভু হবে?) অথচ হারুন তাদের বলেছিলঃ লোক সকল! তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। রাহমানই একমাত্র প্রভু। আমার অনুকরণ কর, আমার কথা মেনে নাও। (২০ ত্বাহাঃ ৮৫-৯০)

পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাওবাহ করেছিল। তারা মুসা আঃর কাছে আবেদন করেছিল আল্লাহ যেন তাদের তাওবাহ কবুল করেন। মুসা আঃ সোনার বাছুরটিকে আগুনে গলিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন এবং সামেরীকে দেশান্তর করে জংগলে নির্বাস দিলেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৮/৬৭. মুসা বললঃ সামেরী! কেন এমন করলে? সে বললঃ আমি যা (জীবন্ত বালি) দেখেছি কেউ তা দেখেনি। আমি সেই দূত (জিবরাঈল) এর পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (বালি) সংরক্ষণ করে ছিলাম। (সেই বালি ব্যবহার করেই এমন করেছি) এভাবেই আমার মন চেয়েছে। মুসা বললঃ বেরিয়ে যাও। (তোমার সাজা হল) জীবন ভর বলতে থাকবে "কোনো সম্পর্ক নাই" (মানে তুমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা জীবন কাটাবে) তোমার মিয়াদ (হায়াত) নির্ধারিত। এর ব্যতিক্রম হবে না। আর দেখো, তোমার খোদার পরিণতি। আমি একে জ্বালিয়ে ভস্ম করে নদীতে ফেলে দিচ্ছি। (২০ ত্বাহাঃ ৯৫-৯৭)

মুসা আঃ বাছুর পূজারীদের পক্ষ থেকে তাওবাহর আবেদন করলেন। আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন তাদের তাওবাহ কবুল হবে। তবে বিশেষ পদ্ধতিতে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১৯৯/৬৮. যখন মুসাকে চল্লিশ রাত সময় বেঁধে দিলাম। (মুসা পাহাড়ে যাবার) পর বাছুরকে (ইলাহ হিসাবে) গ্রহণ করে তোমরা জালিম (মুশরিক) হয়ে গেলে। এতদসত্ত্বেও আমি মাফ করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। আমি মুসাকে কিতাব ও ফুরকান (ভালমন্দ নির্নয়ের মান্দন্ড) দিয়েছি যেন তোমরা পথে আসো। যখন মুসা বললঃ হে আমার জাতি! বাছুরকে (ইলাহ হিসাবে) মেনে নিয়ে তোমরা জুলম (শিরক) করেছ। তাই প্রভুর কাছে তাওবাহ কর। (আর তাওবাহর পদ্ধতি হিসাবে) পরস্পরকে হত্যা কর। প্রভুর দরবারে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা। (এমন করলে) তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করবেন। নিশ্চয় তিনি তাওবাহ কবুল কারী, রাহী'ম। (২ বাক্বারাহঃ ৫১-৫৪) *(তারা সত্যিকার অর্থেই তাওবাহ করেছিল। তাওবাহ কবুলের পদ্ধতি হিসাবে পূজা কারীরা একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যারা পূজা করেনি তারা পূজারীদের উপর তরবারি চালিয়ে ছিল। এভাবে তাদের প্রায় ৭০হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল)*

পর্যালোচনাঃ সেদিন যা ঘটেছিল ইহা ছিল জাতীয় বিপর্যয়। আর এর মূলে ছিল পাপিষ্ঠ নেতা ও তার আনুগত্য। নবীকে বাদ দিয়ে পাপিষ্ঠ নেতার আনুগত্য করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৭. মনগড়া বিধান মেনে বিচার ও শাসন করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে মনগড়া বিধান মেনে বিচার ও শাসন করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০০/৬৯. দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ (আমার প্রতিনিধি তথা মুসলিম জাতির নেতা) বানিয়েছি। মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন কর সঠিক দ্বীন মেনে। মনগড়া কোনো কিছু মেনে নিও না। এতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের তরে কঠিন আযাব..। (৩৮ স্বাদঃ ২৬)

২০১/৭০. আমি নাযিল করেছি তাওরাত। তাতে ছিল হেদায়াত ও নূর। (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পন কারী নবীগণ, প্রভু ভক্ত (শাসক) ও আলিমগণ ইহা মেনেই ইয়াহুদীদের বিচার ও শাসন করেছে। কারন আল্লাহর এই কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। তারাই এর প্রত্যক্ষদর্শী। (আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করতে) মানুষকে ভয় কর না। বরং (এমন না করার পরিণতি ভেবে) শুধু আমাকেই ভয় কর। সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আমার বিধানকে বদলে দিও না। যে আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা (সে ও তার অনুসারী) সবাই কাফির। (৫ মাইদাহঃ ৪৪)

২০২/৭১. ইনজিল ধারীদের উচিত ছিল আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করা। যে আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা (সে ও তার অনুসারী) সবাই ফাসিক্ব। (৫ মাইদাহঃ ৪৭)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করা ফরজ। আর না করা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। ইয়াহুদ নাসারা এই পথ ধরে বিভ্রান্ত হয়েছে। আর বর্তমানে আমাদের অনেক মানুষ একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৮. জিবত্ব ও ত্বাগূত্বকে মেনে নেওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল জিবত্ব ও ত্বাগূত্বকে মেনে নেওয়া। বনী-ইসরাঈলের একদল আলিম এমন করেছিল। তারা মুহাম্মাদ সাঃকে দুশমন মনে করত। মক্কার মুশরিকগণও মুহাম্মাদ সাঃমের শত্রু ছিল।

বনী-ইসরাঈল মনে করত তারা আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী। আরবের লোকজন মুশরিক তাই তারা আরবদেরকে দুশমন ভাবত। কিন্তু "শত্রুর শত্রু মিত্র হয়" এই সূত্র ধরে ইসলামের বিরোধিতায় ইয়াহুদ উলামা ও মুশরিকদের মাঝে সখ্যতা গড়ে উঠে। এক পর্যায়ে একদল ইয়াহুদ উলামা মক্কা সফর করে।

ইয়াহুদ আলিমগণ মক্কা সফরে গিয়ে মক্কাবাসীর প্রথা মত তাদের মুর্তি, সৌধ সহ জাতীয় স্থাপনা সমূহ পরিদর্শন ও তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এবং মুহাম্মাদ সাঃ ও মুসলিমগণ বিভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিয়ে ইসলাম ও ইসলামের নবীর কার্যকলাপের নিন্দা করে। এতে নাযিল হয়ঃ

২০৩/৭২. তাদের দেখনি, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তথাপিও তারা জিবত্ ও ত্বাগুত্বকে মেনে নিয়েছে আর বলেছেঃ কাফিররা মুঅমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক। (৪ নিসাঃ ৫১)

বিঃ দ্রঃ- জিবত অর্থ মুর্তি, প্রতিমা, ভাস্কর্য, যাদু, যাদুগর, জ্যোতিষী, অমঙ্গল, ইত্যাদি। আর ত্বাগুত্ব অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, শক্তি ও নীতিমালাকে ত্বাগুত্ব বলা হয়।

পর্যালোচনাঃ যারা জিবত্ ও ত্বাগূত্বকে মেনে নেয় তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল ইয়াহুদ। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৩৯. যারা আল্লাহর বিধান কায়েম করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে অবস্থানঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদেরকে হত্যা করা। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তাদের ঈমান বরবাদ হয়ে আমল ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৪/৭৩. যারা আমার বিধান অমান্য করেছে, অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে তাদেরকে যারা ন্যায় ইনসাফের আদেশ দিয়েছিল, তাদের সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। এসব লোকের সকল আমল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে যায়। তাদের কোনো সাহায্যকারী নাই। (৩ আল-ই'মরানঃ ২১,২২)

পর্যালোচনাঃ যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বা তাদেরকে হত্যা করা কুফর। যারা এমন করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবার হয়ে যায়। তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখনকার দিনে এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪০. নেতৃত্বের মানদন্ডে ভুল করাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল নেতৃত্বের মানদন্ডে অর্থাৎ নেতা নির্বাচনের গুনগত মানে ভুল করা। আসলে নেতা জাতির পরিচালক। তাই নেতাকে মানসম্পন্ন ও যোগ্য হতে হয়। নতুবা জাতি বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ন। এমন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে ভুল করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। যেমনঃ

মুসা আঃর পরের ঘটনা। বনী-ইসরাঈলের নবী তখন শামওয়ীল বিন বাল বিন আ'লক্বামাহ। শামওয়ীল আঃর মা ছিলেন বন্ধা। এজন্য তাঁকে বিন আ'জুয (বন্ধার ছেলে) বলেও ডাকা হত। শামওয়ীল আঃর মা একটি ছেলে চেয়ে দোয়া করে ছিলেন। আল্লাহর তার দোয়া কবুল করে একটি পুত্র সন্তান দান করে ছিলেন। এজন্য তাঁকে সামঊ'ন (দোয়ার ফসল) বলেও ডাকা হত।

মুসা আঃর পর বনী-ইসরাঈলের খালীফাহ ছিলেন ইউশা' বিন নুন, তারপর হিযক্বীল বিন বুযী। তারা সৎ শাসক ছিলেন এবং তাওরাতের মূলনীতি মেনে বিচার ও শাসন করে ছিলেন। হিযক্বীলের পর বনী-ইসরাঈলে বিচ্যুতি শুরু হয়। খিলাফতের বদলে চালু হয় রাজতন্ত্র। রাজাগণ ধীরে ধীরে তাওরাতের নীতিমালা থেকে সরে আসে। শুরু হয় মনগড়া শাসন।

এরপর নবীগণ সামাজিক ভাবে আর রাজতন্ত্রকে ডিঙ্গাতে পারেননি। রাজাকে মেনেই দ্বীনের কাজ করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাজার উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।

তবে সকল রাজা যে বদ ছিলেন এমন নয়। অনেক রাজাই ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। দ্বীন রক্ষায় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন অনেক রাজা। তাদের অনেক রাজাই মুশরিকদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের নেতৃত্ব থাকত রাজার হাতে। নবীগণ রাজকীয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতেন।

বনী-ইসরাঈলের একটি বিশেষ সিন্দুক ছিল। এতে মূসা ও হারুণ আঃর স্মৃতি বিজড়িত অনেক বস্তু ছিল। যুদ্ধকালে তারা সিন্দুকটি সামনে রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল এই সিন্দুকের বরকতে বিজয় সাধিত হয়। বনী-ইসরাঈল

পাপাচারে ডুবে গেলে তাদের উপর থেকে আল্লাহর রহমত তুলে নেয়া হয়। যুদ্ধে তারা সূচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। তাদের শাসনাধীন বৃহৎ এলাকা কাফিরদের দখলে চলে যায়।

কাফিররা তাদের নারী শিশুকে বন্দি করে। মুশরিক রাজা তাদের সিন্দুকটিও ছিনিয়ে নেয়। এভাবেই দুনিয়া থেকে ইসরাইলী শাসনের অবসান ঘটে। বনী-ইসরাঈল হয়ে যায় নেতৃত্বহীন। (১৯২৪ ঈসায়ী সনে খিলাফাহ ধ্বংসের পর যেমন হয়েছি আমরা) তখন শামওয়ীল আঃকে তাদের নবী বানিয়ে পাঠানো হয়।

সবকিছু হারানোর পর বনী-ইসরাঈলের বুধোদয় হয়। হারানো রাজ্য ফিরে পাবার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। তারা বুঝতে পারে জিহাদ বিমুখতাই পতনের মূল। তাই নীতিগত ভাবে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। তারা যুদ্ধ করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠে।

কিন্তু যুদ্ধ করতে সৈন্য লাগে, সৃংখলা লাগে। আর এজন্য প্রথমেই দরকার একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আল্লাহর অনুমতি। তাই তারা নবীর শরণাপন্ন হল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি ও নেতা মনোনয়নের জন্য নবীর প্রতি আবেদন জানাল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৫/৭৪. মুসার পর বনী-ইসরাইলের নেতাদের দেখনি? তারা নবীকে বলেছিলঃ একজন রাজা ঠিক করে দেন (যার নেতৃত্বে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব। নবী বললঃ যুদ্ধ ফরজ হবার পর তোমরা যদি আস্বীকার কর, যুদ্ধ না কর? তারা বললঃ আমাদেরকে আপন ঘরবাড়ি ও সন্তানাদি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তথাপিও যুদ্ধ করব না? (আপনি যুদ্ধের অনুমতি ও রাজা ঠিক করে দেন। আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব) যুদ্ধ ফরজ হবার পর অল্প লোক ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত। (২ বাক্বারাহ ২৪৬)

জনতার অনুরোধে নবী আবেদন জানালেন। আল্লাহ তায়া'লা অনুমতি দিলেন এবং নেতা মনোনয়ন করে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৬/৭৫. নবী বললঃ আল্লাহ তোমাদের রাজা হিসাবে ত্বালূত্বকে মনোনীত করেছেন। তারা বললঃ সে কি করে রাজত্ব করবে? রাজত্বের ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে যোগ্য। তারতো সম্পদ বলতে কিছুই নাই। নবী বললঃ আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন। জ্ঞান বুদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যে তাকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে খুশি রাজত্ব দান করেন (এতে আপত্তি চলে না) আল্লাহ সর্বউদার, মহাজ্ঞানী। (তারা প্রমান চাইল) নবী বললঃ তার রাজত্বের প্রমাণ স্বরূপ সিন্দুকটি তোমাদের কাছে চলে আসবে, যাতে রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারুন পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু সমূহ। ফিরিস্তা সিন্দুকটি তুলে আনবে। এতে শিক্ষা রয়েছে যদি তোমরা মুঅমিন হও। (২ বাক্বারাহঃ ২৪৭,২৪৮)

অধিকাংশ মানুষ ত্বালূত্বের নেতৃত্ব মেনে নিল না। ফলে তারা হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

পর্যালোচনাঃ নেতৃত্বের আসল মানদণ্ড হল অবিচল ঈমান, জ্ঞান, বুদ্ধি ও সুস্থতা। কিন্তু একদল ইয়াহুদ ভুল বুঝেছিল। তারা ভেবেছিল ধন সম্পদই নেতৃত্বের আসল কথা। এমন মন মানসিকতার কারনে আল্লাহর মনোনীত রাজার বিরোধিতা করে তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

আজকাল আমাদের সমাজেও এমন মানুষ কম নয়। নেতা নির্বাচনে ভুল করে বনী-ইসরাঈল যেভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের অনেক মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪১. বিদ্রোহঃ বিভ্রান্তির ৭২ পথের একটি হচ্ছে অবাধ্যতা তথা ইসলামী রাষ্ট্র বা আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করে এমন নেতার অবাধ্য হওয়া বা বিদ্রোহ করা। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের একদল মানুষ। যেমন উল্লেখিত ঘটনার ধারাবাহিকতায় বর্নিত হয়েছে...

আল্লাহর হুকুমে ত্বালূত্ব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে ৮০ হাজার সৈন্য। পথে পানির সঙ্কট দেখা দিল। জর্দান ও ফিলিস্তীনের মধ্যখানে এসে ত্বালূত্ব জানিয়ে দিলেন সামনে একটি নদী আছে। নদীটি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৭/৭৬. ত্বালূত্ব সেনাদল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বললঃ একটি নদী দিয়ে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন। (কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নদীটি অতিক্রম করব) যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে সে আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আর যে খাবে না

সেই আমাদের সঙ্গে যাবে। তবে একবার হাত দিয়ে তুলে পান করা যাবে। (তারা নেতার অবাধ্য হল) অল্প কিছু মানুষ ছাড়া বাকি সাবই পানি পান করল..। (২ বাক্বারাহঃ ২৪৯)

পর্যালোচনাঃ ৮০ হাজারের মাঝে ৭৬ হাজার লোক পানি পান করেছিল। যারা এই নদীর পানি পান করে নেতার অবাধ্য হয়েছিল ইসলামী বাহিনী থেকে তাদের বের করে দেয়া হল। আর এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হল। বর্তমানেও একই পথ অবলম্বন করে, হাজারো খুড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে আল্লাহর আয়াত ও নবী সাঃর কত হাদীছকে পিছনে ফেলে রাখা হয়। আর এভাবে বিভ্রান্ত হয় কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪২. দুশমনের ভয়ে ভীত হয়ে দ্বীন থেকে বিরত থাকাঃ যে ৭২পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল দুশমনের ভয়ে ভীত হয়ে দ্বীন বা দ্বীনি কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন উল্লেখিত ঘটনার ধারাবাহিকতায় বর্নিত হয়েছে...

৮০হাজার সৈন্য নিয়ে ত্বালূত্ব যুদ্ধে বের হয়ে ছিলেন। নেতার অবাধ্য হয়ে পানি পান করার কারনে ৭৬হাজার সৈন্যকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বাকি ছিল মাত্র চার হাজার। এই চার হাজারের মধ্যে ৩৬৮৭জন দুশমনের ভয়ে ভীত হয়ে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল। কারন শত্রু ছিল খুবই শক্তিশালী। বিশ্ব বিখ্যাত যুদ্ধবাজ জালূত্ব ছিল শত্রু বাহিনীর নেতা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৮/৭৭. ...ত্বালূত্ব ও তার অনুগত মুঅমিনরা নদী পার হয়ে (শত্রুর মুখামুখি হলে) তারা (৩৬৮৭ জন) বললঃ জালূত্ব ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। কিন্তু যাদের বিশ্বাস ছিল (শহীদ হয়ে) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবে তারা (৩১৩ জন) বললঃ আল্লাহ চাইলে ছোট দলও বিরাট বাহিনীর উপর বিজয়ী হতে পারে। যারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে আল্লাহ তাদেরই সঙ্গী। জালূত্ব ও তার বাহিনীর মুখামুখি হয়ে তারা বললঃ হে প্রভূ! আমাদের উপর দৃঢ়তা ঢেলে দাও, আমাদের অবিচল রাখ, কাফিরদের মোকাবিলায় সাহায্য কর। আল্লাহর সাহায্যে তারা বিজয়ী হল। (ছোট বালক) দাউদ (বিশ্ব খ্যাত যুদ্ধবাজ) জালূত্বকে হত্যা করল। পরে আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমাহ (নবুয়ত) দান করলেন। শিখালেন যা তিনি চান। আল্লাহ মানুষের একদল দিয়ে অন্য দলকে দাবিয়ে না রাখলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ বড়ই করুণাময়। (২ বাক্বারাহঃ ২৪৯-২৫১)

পর্যালোচনাঃ শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে দ্বীন থেকে বিরত থাকা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এমন পথ ধরে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের অনেক মানুষ। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ?

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৩. যুদ্ধ থেকে পালানোঃ বিভ্রান্তর আরো একটি পথ যুদ্ধ থেকে পালানো। বনী-ইসরাঈল এমন করে ছিল। মূসা আঃর সাথে যুদ্ধে গিয়ে দুশমনের শক্তিতে ভীত হয়ে তারা পালিয়ে ছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২০৯/৭৮. তারা বললঃ মুসা! যতক্ষণ তারা (দুশমন) থাকবে আমরা ওখানে যাব না। তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকলাম। (৫ মাইদাহঃ ২৪)

যুদ্ধ থেকে পালানো বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। যারা যুদ্ধ থেকে পালায় তাদের উপর আল্লাহর গযব, তারা জাহান্নামী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২১০/৭৯. মুঅমিনগণ! যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদের মুখামুখি হলে পালিয়ে যেও না। যুদ্ধের কৌশল বা নিজ দলের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কারনে যুদ্ধ থেকে পালালে তোমরা আল্লাহর গযবে পতিত হবে, নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে, যা জঘন্যতম আবাস।(৮ আনফালঃ ১৬)

পর্যালোচনাঃ যারা যুদ্ধ থেকে পালায় তারা বিভ্রান্ত, জাহান্নামী। বনী-ইসরাঈলের একদল মানুষ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছিল। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে এই উম্মতের কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৪. দলগত প্রতিহিংসাঃ বনী ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি ছিল জাতিগত বা দলগত প্রতিহিংসা। দলগত ও জাতিগত প্রতিহিংসার কারনে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল।

তাওরাত ও ইনজিল আল্লাহর কিতাব। উভয় কিতাবই বনী-ইসরাঈলের উপর নাযিল হয়েছে। উভয় কিতাবে আখেরী নবীর আগমনের সুসংবাদ ও গুনাগুণ বর্নিত ছিল। এবং সেই বর্ননা অনুযায়ী বনী-ইসরাঈল তার আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তারা ভেবে ছিল তিনি হবেন তাদেরই একজন।

ইতিপূর্বে আরবদের কাছে কোনো আসমানী কিতাব নাযিল হয়নি। তাই তাদেরকে উম্মি (অশিক্ষিত) বলে ডাকা হত। বনী-ইসরাঈল আরবদেরকে বিভ্রান্ত জাতি হিসাবে দেখত। নবী সাঃ আসার পর বনী-ইসরাঈল তাঁকে ঠিকই চিনে ছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২১১/৮০. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (মুহাম্মাদকে) এমন করে চিনে ছিল যেমন চিনে ছিল নিজ সন্তানদের। তাদের একটি দল(উলামা) জেনে বুঝে সত্য (তার পরিচয়) গোপন করেছিল। (২ বাক্বারাহঃ ১৪৬)

পর্যালোচনাঃ আরবদের প্রতি ইসরাঈলীদের জাতিগত প্রতিহিংসা ছিল। নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাঃর পরিচয় নিশ্চিত জেনেও শুধু জাতিগত প্রতিহিংসার কারনে তারা মেনে নিতে পারেনি। ঠিক এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে মাহদী আসার পর। মাহদীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ শুধুমাত্র তাদের মসলক, মিনহাজ, দল বা ফিরকার না হবার কারনে মাহদীর পরিচয় গোপন করবে। শুধু দলগত প্রতিহিংসার কারনে মুসলমানদের অনেক উপদল মাহদীকে মেনে নেবে না। তাইতো হাদিছে বলা হয়েছে মাহদীকে মারার জন্য সর্ব প্রথম ধেয়ে আসবে মুসলিম দেশগুলুর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনি।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৫. আল্লাহর বাণী নিয়ে ঠাট্টা মশকারাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা। বনী-ইসরাঈলের একদল মানুষ এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২১২/৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছেঃ "আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী"। তাদের এসব কথা এবং অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করা, (ইত্যাদি) সব আমরা লিখে রাখছি। (পরকালে) বলবঃ জ্বলন্ত আযাব আস্বাদন কর। (৩ আল-ই'মরানঃ ১৮১)

পর্যালোচনাঃ সূরাহ বাক্বারার ২৪৫তম আয়াতে যখন নাযিল হলঃ "কে আছো আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ"? তখন কতিপয় ইয়াহুদ মশকারা করে বলেছিলঃ আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন। তার মানে আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী। আল্লাহর কালাম নিয়ে মশকারা করেই তারা এসব কথা বলেছিল। এখনো একই ভাবে মশকারা করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৬. অধিক প্রশ্নঃ বিভ্রান্তর আরো একটি পথ অধিক প্রশ্ন। বনী-ইসরাঈল অহেতুক প্রশ্ন করত, অধিক প্রশ্ন করত। অহেতুক প্রশ্ন এবং অধিক প্রশ্ন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বর্নিত হচ্ছেঃ

২১৩/৮২. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমি যা নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো আর যা আদেশ করি যথা সম্ভব করে ফেলো। (কোনো বিষয়ে অধিক প্রশ্ন কর না) কারন অধিক প্রশ্ন আর নবী নিয়ে বিরোধ পুর্ববর্তি জাতি (বনী-ইসরাঈল)কে ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

একটি উপমাঃ বনী-ইসরাঈল যে অধিক প্রশ্ন করত নিম্নের ঘটনাটি এর জলন্ত প্রমানঃ
মূসা আঃর সময়ে বনী-ইসরাঈলে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। তখন ন্যায় বিচার ছিল। অপরাধীকে উপযুক্ত সাজা দিতে তাদের সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু কে হত্যাকারী, তারা সনাক্ত করতে পারছিল না।

সমাজের নেতারা বিষয়টি নিয়ে মূসা আঃর দারস্থ হল। মূসা আঃ আল্লাহর কাছে আবেদন করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গাভী জবেহ করার হুকুম হল। বলা হল জবেহ কৃত গাভীর অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে সে হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।

আল্লাহর হুকুম ছিল গাভী জবেহ করা। তাই যেকোনো গাভী জবেহ করলেই হত। কাজটি সহজ ছিল কিন্তু তারা অধিক প্রশ্ন করে বিষয়কে কঠিন করে তুলল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যখন মূসা বললঃ আল্লাহ হুকুম করেছেন তোমরা একটি গাভী জবেহ কর। তারা বললঃ আপনি আমাদের নিয়ে উপহাস করছেন? মূসা বললঃ (দ্বীনি বিষয়ে উপহাস করে) জাহিল (কাফির) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর সুরক্ষা চাই। তারা বললঃ রাব্বকে বলো গাভীটির বর্ননা দিতে। মূসা বললঃ তিনি বলেছেনঃ গাভীটি হবে মধ্য বয়সী, অধিক বয়সী নয়, কম বয়সীও নয়। সুতরাং তোমাদের যা বলা হয়েছে করে ফেল। তারা বললঃ রাব্বকে বলো গাভীটির রঙ্গের বর্ননা দিতে। মূসা বললঃ তিনি বলেছেনঃ গাভীটি হবে পীত রঙ্গের। যা দর্শকদের বিমোহিত করবে। তারা বললঃ

রাব্বকে বল গাভী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা দিতে। কারন বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে না। তবে ইনশা-আল্লাহ, আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাব। মূসা বললঃ তিনি বলেছেনঃ গাভীটি হবে ত্রুটিমুক্ত, চাষাবাদ করেনি বা সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তারা বললঃ এইতো আসল কথা। তারা (এমন গাভী খুজে এনে) জবেহ করল। যদিও (অধিক মূল্যের কারনে) তারা চাচ্ছিল না। (২ বাক্বারাহঃ ৬৭-৭১)

পর্যালোচনাঃ পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিক প্রশ্ন বিভ্রান্তির কারন হলেও আজকাল আমাদের সমাজে অধিক প্রশ্নকে নানা ভাবে উৎসাহিত করা হয়। আর এভাবে তাদের অনুকরণে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৭. রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যাঃ বিভ্রান্তির আরো একটি পথ রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যায় বিশ্বাস। রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যা বিশ্বাস করা কুফর। বনী-ইসরাঈলের কিছু মানুষ এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তাদেরকে স্বাবাঈ বলা হত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুসলিম, ইয়াহুদ, নাসারা অথবা স্বাবাঈদের যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে এবং নেককাজ করবে প্রভুর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। তাদের ভয় নাই, চিন্তা নাই। (২ বাক্বারাহঃ ৬২)

আবু-হুরাইরাহ ও হাসান রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো কাহিন বা আ'ররাফ (গণক বা জ্যোতিষী)র কাছে এল এবং তার কথা বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদের উপর নাযিল কৃত বিধানের সাথে কুফর করল। (আহমাদঃ হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনাঃ রাশিফল বা জ্যোতিষী বিদ্যা বিশ্বাস করা কুফর। যারা এসব বিশ্বাস করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী আক্বিদাহ সম্পর্কে যথাযত জ্ঞানের অভাবে আজকাল এমন কুফর করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৮. আল্লাহর বিধানের উপর মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়াঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও মন মানসিকতাকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য দেইয়া। তাদের কোনো কোনো পণ্ডিত আল্লাহর বিধানের উপর নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিত।

রাসূল সাঃ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব মেনে নিতে আহবান করলে তারা নিজের জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে দম্ভ করে বলেছিলঃ মুহাম্মাদ! তোমার কথা আমাদের অন্তরে ঢুকবে না। কারন "আমাদের অন্তর আবৃত" অর্থাৎ নিজের জ্ঞান বুদ্ধিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২১৭/৮৬. (আল্লাহর সাথে কৃত) ওয়াদা ভঙ্গের কারনে, আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারনে, অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারনে, **"আমাদের অন্তর আবৃত"** এমন কথা বলার কারনে তথা এসব কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ১৫৫)

আল্লাহর বিধানের উপর নিজের মন মানসিকতাকে প্রাধান্য দেয়া কুফর। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২১৮/৮৭. তাকে দেখেছ? যে নিজের হাওয়া (মন মানসিকতা, জ্ঞান বুদ্ধি)কে ইলাহ (নীতি নির্ধারক) হিসাবে মেনে নিয়েছে। আসলে আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার অন্তরে ও কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, চুখে এঁটে দিয়েছেন পর্দা। আল্লাহ ছাড়া কে আছে হিদায়াত করার? তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৪৫জাছিয়াহঃ ২৩)

পর্যালোচনাঃ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও মন মানসিকতাকে কুরআন হাদিছের উপর প্রাধান্য দেয়া কুফর এবং বিভ্রান্তি অন্যতম কারন। যারা এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এপথে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল ইয়াহুদ। বর্তমানেও এমন মানসিকতা ধারণ করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৪৯. ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করা। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। তারা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করে ছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করতে চায় এবং বলেঃ আমরা কিছু মানি আর কিছু মানি না। যারা ঈমান ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ বানাতে চায়। এরাই আসল কাফির। কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০,১৫১)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ নাসারা তাদের বাস্তব জীবনকে ইসলাম ও কুফরের মিশ্রিত রঙ্গে রঙ্গিন করেছিল। তারা নিজেদেরকে দ্বীনের অনুসারী মনে করত কিন্তু খাঁটি ভাবে দ্বীন মেনে চলত না। তাদের বাস্তব জীবন ছিল ইসলাম

ও কুফরের সংমিশ্রণ। এভাবে মিশ্রিত জীবন যাপন করে তারা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে এক নতুন পথ তৈরি করে ছিল।

বর্তমানে একই পথে এগুচ্ছে আমাদের সমাজ। আমাদের অনেকেই তাদের বাস্তব জীবনকে ইসলাম ও কুফরের মিশ্রিত রঙ্গে রঙ্গিন করে ফেলেছেন। তাদের কিছু কাজ মুসলিমের মত আর কিছু অন্যদের। তারা একই সাথে ইসলাম ও কুফর গ্রহণ করে মিশ্রিত রূপে জীবনটাকে গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ নামে মুসলমান হলেও বাস্তব জীবনে তারা পরিপূর্ন মুসলিম হতে পারেননি। পারেননি পূর্ন কাফির হতেও। আর এমন করে তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫০. বিজাতীয় অনুকরণঃ বিভ্রান্তের ৭২পথের একটি হচ্ছে বিজাতীয় অনুকরণ। বিজাতীয় অনুকরণ করে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর তাদের অনুকরণ করে এখন বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২০/৮৯. আমরা বাণী-ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। সাগর পারি দিয়ে তারা এমন এক জাতির কাছে এলো যারা মুর্তির কাছে অবস্থান করত। তারা বললঃ মূসা! আমাদের জন্য ইলাহ বানিয়ে দাও যেমন তাদের ইলাহ আছে। মুসা বললঃ তোমরা বড়ই মুর্খ। (৭ আ'রাফঃ ১৩৮)

পর্যালোচনাঃ অন্যদের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়াহুদ আর এখন তাদের অনুকরণ করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ। অথচ রাসূল সাঃ বারবার বিজাতীয় অনুকরণ থেকে সাবধান করে গেছেন। বর্নিত হচ্ছেঃ

২২১/৯০. ইবন উমর রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হয়। (আবু-দাউদ, লেবাস অধ্যায়। কারো মতে হাদীছটি দ্বাইফ। ইবন তাইমিয়্যার মতে জায়্যিদ, ইবন হাজর বলেছেন হাসান)

বিঃ দ্রঃ- বিজাতীয় অনুকরণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" এর 'ভিন্ন মত ভিন্ন পথ ও বিজাতীয় অনুকরণ" পাঠটি পড়ে নিন।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫১. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ ছেড়ে অন্য কোনো পথকে সঠিক মনে করাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শের ছেড়ে অন্য কোনো পথকে সঠিক মনে করা। যেমনটি করত বনী-ইসরাঈল।

তারা নিজেদের উলামা, পীর ও নেতাদের মতাদর্শকে অতি গুরুত্ব দিত এবং তাদের মতামতকে কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের সাথে যুক্ত করে এক মিশ্রিত নতুন পথ তৈরি করেছিল। তথাপিও তারা মনে করত তারা সঠিক পথেই আছে এবং একমাত্র তাদের পথই সঠিক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২২/৯১. তারা বলে ইয়াহুদ বা নাসারা হয়ে যাও, হেদায়াত পাবে। বলে দাও! না, (ইয়াহুদ নাসারা নয়) বরং (হেদায়াদের একমাত্র পথ) একনিষ্ঠ ভাবে ইবরাহীমের আদর্শ (আঁকড়ে থাকা)। সে মুশরিক ছিল না। (২ বাক্বারাহঃ ১৩৫)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ আল্লাহর বিধানের সাথে মনগড়া মতাদর্শ মিশ্রিত করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তথাপিও তারা মনে করত শুধু তারাই সঠিক, বাকি সব ভ্রান্ত। এমনটি মনে করত নাসারাও। ইয়াহুদ বলত হেদায়াতের একমাত্র পথ ইয়াহুদ হওয়া। আর নাসারা বলত হেদায়াতের একমাত্র পথ নাসারা হওয়া। শুধু আম জনতাই নয়, তাদের আলিমরাও এমন বলত।

বর্তমানে আমাদের অবস্থাও তাই। আজকাল অনেকেই দলীয় উলামা, পীর ও নেতাদের মতাদর্শকে কুরআন হাদিছের সাথে যুক্ত করে মিশ্রিত পথ বানিয়ে নিয়েছে। তথাপিও মনে করে হেদায়াতের একমাত্র পথ তাদের পথ এবং শুধু তারাই সঠিক বাকি সব বিভ্রান্ত। তারা বলেঃ আমাদের মতাদর্শ মেনে নাও তবেই হেদায়াত পাবে। এমন করে তারা বিভ্রান্তির পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন গিয়েছিল বনী-ইসরাঈল।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫২. দলীয় লোকজনের জন্য জান্নাতকে নির্ধারন করে ফেলাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে দলাদলি ও ফিরকাবাজি করা এবং কুরআন হাদীছের তোয়াক্কা না করে মনগড়া পথে চলেও শুধু নিজ দল ও দলীয় লোকজনের জন্য জান্নাতকে নির্ধারন করে ফেলা। অর্থাৎ ঈমান, ইসলাম, কুফর, শিরক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে শুধু দল ও দলীয় বিবেচনায় জান্নাত জাহান্নামের ঘোষণা দেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২৩/৯২. তারা (ইয়াহুদ নাসারা) বলেঃ জান্নাতে শুধু তারাই যাবে যারা ইয়াহুদ বা নাসারা হবে। আসলে এসবই তাদের মনগড়া কথা। বলো! তোমরা সত্য হলে দলীল উপস্থাপন কর। (২ বাক্বারাহঃ ১১১)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ নাসারা আল্লাহর কিতাব ও নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীর)দের মতাদর্শকে দ্বীনের সাথে যুক্ত করে দলীয় উলামা ও পীরকে বিধান দাতার আসনে বসিয়ে ছিল যা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরকের নামান্তর। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২৪/৯৩. তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীর) কে রাব্ব (বিধান দাতা) বানিয়ে নিয়েছে আর মাসীহ বিন মারয়ামকেও। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল এক আল্লাহর দাসত্ব করতে। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহঃ ৩১)

২২৫/৯৪. এই আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রাঃকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ লোকজন কি তাদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, তবে তারা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত।

২২৬/৯৫. আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। আমার গলায় স্বর্নের ক্রস ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এই বেদিকে ফেলে দো। তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আহবার ও রুহবান..। তারপর বললেনঃ শোনো! এরা তাদের পূজা করত না। বরং তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত। (ক্বুরতুবী)

বনী-ইসরাঈল আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে দলীয় উলামা ও পীরদের মতাদর্শ মেনে নিয়ে তাদেরকে বিধান দাতার আসনে বসিয়ে ছিল যা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরকের নামান্তর। আর এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। তথাপিও তারা বলত শুধু আমরাই সঠিক। জান্নাতে শুধু আমরাই যাব।

আমাদের বর্তমান সমাজেও তাই হচ্ছে। বর্তমানে যারা দলীয় উলামা ও পীরদের বিধান দাতার আসনে বসিয়ে তাদের মতাদর্শকে কুরআন হাদীছের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারাও বলছেঃ শুধু তারাই সঠিক, শুধু তারাই জান্নাতে যাবে এবং জান্নাতে যেতে হলে তাদের দলে ভিড়তে হবে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৩. শুধু নিজ দল ও দলীয় লোকজনকেই আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করাঃ অনেক মানুষ এমন আছে যারা শুধু দলাদলিতে রত। ক্বুরআন হাদিছের তোয়াক্কা তারা কমই করে। তথাপিও নিজ দল ও দলীয় লোকজনকে আল্লাহর ওলী বা প্রিয়ভাজন মনে করে। বনী-ইসরাইল এমন করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২৭/৯৬. ইয়াহুদ নাসারা বলেঃ আমরা আল্লাহর সন্তান (তূল্য), আমরা তাঁর প্রিয়ভাজণ। বলো! তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের সাজা দেন? আসলে তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ, এছাড়া অন্য কিছুই নও। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা সাজা দেন। আসমান যমীন এবং এর মধ্যে যা আছে সবকিছুর সার্বিক মালিকানা শুধুই আল্লাহর। তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৫ মাইদাহঃ ১৮)

পর্যালোচনাঃ আজকাল অনেকেই আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের অনুকরণ না করেও নিজ দল ও দলীয় লোকজনকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন মনে করেন এবং দলীয় উলামা ও পীরকে আল্লাহর ওলী হিসাবে প্রচার করেন। আসলে কে আল্লাহর ওলী, এই ব্যাপারটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তথাপিও তারা শুধু ধারনা বশত এমনটি করেন এবং খুব বলিষ্ঠ ভাবেই কথাটি বলে থাকেন।

আর এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যান, যেমন হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আসলে আল্লাহর প্রিয়ভাজন বা ওলী শুধু তারাই হয় যারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের অনুসারী।ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহর মুঅমিনদের ওলী। তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে। আর যারা কাফির তাদের ওলী তাগুত্ব, যারা বের করে আনে আলো থেকে অন্ধকারে। (যারা তাগুত্বকে আপন করে নেয়) তারা জাহান্নামী। চিরদিন তারা সেখানে থাকবে। (২ বাকারাহঃ ২৫৭)

ঈমাম তাহাবী তদীয় আক্বীদাহ গ্রন্থ "আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়্যাহ"য় লিখেছেন "আল-মুঅমিনূনা কুল্লুহুম আওলিয়া-উর-রাহমান" মানে সকল মুঅমিনই আল্লাহর ওলী। তাই বিষয়টিকে এভাবেই মানতে হবে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৪. জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে মনগড়া মন্তব্যঃ জান্নাত জাহান্নাম আখেরাতের ব্যাপার। যার ঈমান আছে সে জান্নাতে যাবে আর যার ঈমান নাই সে জাহান্নামে যাবে। ইহাই সহজ কথা। আর ফাসিক ব্যাক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা না করলে সে জাহান্নামে যাবে। তবে কে কতদিন জাহান্নামে থাকবে ইহা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এসব বিষয় মানুষের জ্ঞানের উর্দ্ধে। এমন বিষয়ে মনগড়া মন্তব্য বিভ্রান্তি ডেকে আনে। আর এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈলের কিছু মানুষ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২২৮/৯৭. কারন তারা বলেঃ জাহান্নাম আমাদের স্পর্শ করবে না। আর করলেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য। আসলে এসব মনগড়া উক্তি দ্বীনি ব্যাপারে তাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। (৩ আল-ই'মরানঃ ২৪)

পর্যালোচনাঃ আজকাল অনেক মুসলমানকেও জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে মনগড়া মন্তব্য করতে দেখা যায়। কেউ মারা গেলে বা কোনো মৃতব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলেই দেখবেন কত মন্তব্য। অমুক জান্নাতে চলে গেছে। তমুকের রূহ শান্তি পেয়েছে। ইত্যাদি কত কি?

আসলে আখেরাত মানুষের জ্ঞানের উর্দ্ধের বিষয়। কেউ মারা যাবার পর তার কি পরিণতি হয়েছে এসম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আখেরাত সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা বিভ্রান্তি ডেকে আনে। ইয়াহুদ নাসারা এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৫. দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করাঃ বনী-ইসরাইল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা। নবী মুহাম্মাদ সাঃ কিছু ইয়াহুদকে দ্বীনের কথা বুঝাতে চাইলে তারা বলেছিল "আমাদের অন্তর আবৃত"। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলেঃ আমাদের অন্তর আবৃত। আসলে কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন। ঈমান তারা কমই আনবে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৮)

(আল্লাহর সাথে কৃত) ওয়াদা ভঙ্গের কারনে, আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারনে, অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারনে, **"আমাদের অন্তর আবৃত"** এমন কথা বলার কারনে তথা এসব কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ঈমান তারা কমই আনবে। (৪ নিসাঃ ১৫৫)

পর্যালোচনাঃ দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা বিভ্রান্তির পথ। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল এমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৬. হিদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি গ্রহণঃ যে ৭২পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে হিদায়াতের বদলে বিভ্রান্তি গ্রহণ। মানে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ ছেড়ে মনগড়া পথে জীবন যাপন করা, নবী রাসূল ও সৎলোকদের বদলে কাফির মুশরিক ও পাপিষ্ঠদের অনুকরণ করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের দেখনি, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তথাপিও তারা বিভ্রান্তি গ্রহণ করেছে। তারা চায় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে। (৪ নিসাঃ ৪৪)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর দ্বীনকে সঠিক ভাবে না মেনে মিশ্রিত ধর্ম পালন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। ঠিক একই পদ্ধতিতে মনগড়া পথে জীবন যাপন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে আজকাল কত মানুষ।

বাক্বারাহঃ ১৬

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৭. নিজে নিজের /একে অপরের তাযকিয়্যাহ করা বা তাযকিয়্যাহর সনদ দেওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হচ্ছে নিজেদেরকে বিশুদ্ধ মনে করা। ইয়াহুদ সমাজে কিছু মানুষ ছিল যারা নিজেদেরকে বিশুদ্ধ এবং পূত ও পবিত্র মনে করত। ইরশাদ হচ্ছে..

তাদের দেখনি? যারা নিজেদেরকে বিশুদ্ধ মনে করে। আসলে আল্লাহ বিশুদ্ধ করেন যাকে খুশী। (আল্লাহ বিশুদ্ধ করেন সঠিক মান বাজায় রেখে) কারো উপর সামান্যতম অবিচার করা হয় না। (৪ নিসাঃ ৪৯)

পর্যালোচনাঃ কিছু মানুষ মনে করে বিশেষ সাধনার মাধ্যমে তারা একেবারে বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আসলে কাউকে বিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ বা আত্মশুদ্ধির একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ বিশুদ্ধ করেন যাকে খুশী। কিন্তু শয়তান মানুষের কাজকে শোভিত করে দেখায়। তখন মানুষ এমনটি মনে করে সে নিজেই সাধনা করে বিশুদ্ধ হয়ে গেছে। এমন মনে করত বনী-ইসরাঈল। আজকাল আমাদের কিছু মানুষের ও একই অবস্থা। তারা মনে করে; মনগড়া পথে সাধনা ও আত্মশুদ্ধি করে নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে। বিশেষ করে কিছু ভণ্ড মনে করে তারা সাধনা করে বিশুদ্ধ হয়ে গেছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৮. মুঅমিনদের বিপক্ষে ফতোয়া দেওয়াঃ যে ৭২পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে মুঅমিনদের বিপক্ষে গয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির পক্ষে ফতোয়া দেওয়া, প্রকৃত মুঅমিনদেরকে বিভ্রান্ত মনে করা। একদল ইয়াহুদ আলিম এমন করত।

মক্কার লোকেরা মুশরিক ছিল। তবুও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘরের খাদিম ও ধার্মিক মনে করত। আর মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর অনুসারীদেরকে মনে করত বিভ্রান্ত।

বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কার নেতারা ভাবল; এখন সারা আরবে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটবে। মুসলমানদের এমন বিজয়ে প্রভাবিত হয়ে পুরা আরবে ইসলামী বিপ্লব ঘটে যাবে। তাই তারা ভিন্ন ফন্দি আটল। তারা নিজেদের পক্ষে জনমত ঠিক রাখার জন্য আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলনের আয়োজন করল।

তখনকার দিনে প্রকৃত আলিম এবং আল্লাহর দ্বীনের ধারক বাহক হিসাবে ইয়াহুদ উলামাগণ পরিচিত ছিল। তাই মক্কার নেতারা আরবের সেরা আলিমদেরকে দাওয়াত করল। ইয়াহুদ উলামা দল মক্কাহ গিয়ে প্রথামত মুশরিকদের মুর্তি ও জাতীয় স্থাপনা সমূহ পরিদর্শন করল।

মক্কার নেতারা ইয়াহুদ উলামাদের সামনে নিজেদের গুনাগুণ এবং মুহাম্মাদ সাঃ ও মুসলমানদের দোষত্রুটি তুলে ধরে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিল। যার স্বারকথা হচ্ছেঃ

আমরা (মক্কাহ বাসীরা) আল্লাহর ঘরের খেদমত করি, আল্লাহর মেহমান (হাজী সাহেব)দের আপ্যায়ন করি, প্রতি বছর হাজ্জের ব্যবস্থা করি, গরীব দুখী সহ আর্থ মানবতার সেবা করি, আত্মীয়তা রক্ষা করি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর ঘর ত্যাগ করেছে, তারা হাজ্জ করে না, হাজীদের সেবা করে না, তারা মানুষ হত্যা করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আত্মীয়দের বন্দি করে মুক্তিপণ আদায় করে। এখন আপনারাই বলুন আমরা সঠিক, না মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা?

ইয়াহুদ উলামাগণ তখন সম্মিলিত ফতোয়া জারি করে বলেছিলঃ মক্কাবাসীরাই সত্য ও সঠিক এবং মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা ভ্রান্ত ও ধর্মত্যাগী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৩৩/১০২. তাদের দেখনি? যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তথাপিও তারা জিবত্ ও ত্বাগুত্ব (মুর্তি ও ইসলাম বিরোধী নীতি) মেনে নিয়েছে। আর বলেছেঃ কাফিররা মুঅমিনদের চেয়ে অধিক সঠিক। (৪ নিসাঃ ৫১)

পর্যালোচনাঃ যারা প্রকৃত মুঅমিনদেরকে বিভ্রান্ত মনে করে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল এদের অনুসারী আমাদের সমাজে কম নয়। কাফিরদের আহবানে সাড়া দিয়ে প্রকৃত মুঅমিনদেরকে বিভ্রান্ত আর কাফিরদেরকে সঠিক বলে সনদ ও ফতোয়া দেয়া আজকাল অনেকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৫৯. দলাদলি করা, পরস্পরে যুদ্ধঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল দলাদলি করা, দলবাজি করা, পরস্পরে যুদ্ধ করা। ইয়াহুদদের দলাদলি এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে, তারা একদল অন্যদলের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৩৪/১০৩. যখন তোমাদের থেকে অঙ্গিকার নিয়ে ছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না, পরস্পরকে ঘর ছাড়া করবে না। তোমরা ইহা স্বীকারও করছ, তোমরাই এর সাক্ষ্যি। তথাপিও **তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ কর**, একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া কর, পাপের পথে অন্যায় ভাবে পরস্পরের বিরোদ্ধে সাহায্য কর, আবার কেউ বন্দি হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনো। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৪, ৮৫)

পর্যালোচনাঃ পরস্পরে যুদ্ধ করা বিভ্রান্তির পথ। বনী-ইসরাঈলের অনেক মানুষ এই পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মুসলিম। যার প্রমাণ আজ দেশে দেশে।

মুঅমিনূনঃ ৫৩

বিভ্রান্তির পথঃ ৬০. আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করাঃ বিভ্রান্তির একটি পথ হল আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করা। একদল ইসরাঈলী এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। পরে পাঠিয়েছি কত রাসূল। ঈসা বিন মারয়ামকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শন। রুহ আল-ক্বুদস (জিবরাঈল) দিয়ে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছি। কোনো রাসূলের আনিত বিধানই তোমাদের মনঃপুত হয়নি। তাই তোমরা দম্ভ করেছ। অনেক (রাসূলকে) আমান্য করেছ আর অনেককে হত্যা করেছ। (২ বাক্বারাহঃ ৮৭)

পর্যালোচনাঃ বনী-ইসরাঈলের কিছু মানুষ আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আর বর্তমানে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

বাক্বারাহঃ ৮৭, ১০১,

বিভ্রান্তির পথঃ ৬১. ধারনা ভিত্তিক ফতোয়া ও ওয়াজঃ বিভ্রান্তির অন্যতম একটি পথ হচ্ছে ধারনা ভিত্তিক ফতোয়া দেয়া এবং মনগড়া ওয়াজ-নসিহত করা। বনী-ইসরাঈলে এমন কিছু উলামা ছিল যারা ধারনা নির্ভর ফতোয়া দিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৩৬/১০৫. তাদের অনেকেই অশিক্ষিত, কিতাব সম্পর্কে তেমন জ্ঞান নাই, শুধু পড়তে পারে। তারা কেবল ধারনা করে (উপদেশ ও ফতোয়া দিয়ে) থাকে। (২ বাক্বারাহঃ ৭৮)

২৩৭/১০৬. আমর বিন আ'স্ব রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আল্লাহ মানুষ থেকে হঠাৎ ই'লম উঠিয়ে নেবেন না। তিনি (ক্রমে ক্রমে) আমিলদের উঠিয়ে নেবেন। এক সময় যমীনে কোনো বিজ্ঞ আলিম বাকি থাকবে না। লোকজন তখন মুর্খদেরকে নেতা (মাওলানা) হিসাবে মেনে নিয়ে (ফতোয়া) জিজ্ঞেস করবে এবং জ্ঞান শূন্য ফতোয়া দিয়ে তারাও বিভ্রান্ত হবে, মানুষকেও বিভ্রান্ত করবে। (মুসলিমঃ ইলম অধ্যায়)

পর্যালোচনাঃ ধারনা ভিত্তিক ফতোয়া বিভ্রান্তির অন্যতম কারন। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। বর্তমানে আমাদের অবস্থাও একই। আমাদের সমাজে যারা নিজেকে আলিম হিসাবে জাহির করেন কিন্তু আল্লাহর কালামের কিছুই বুঝেন না, শুধু পড়তে শিখেছেন এবং এই পড়াকে সম্বল করে মুয়াজ্জিনী, ইমামতী বা অন্য কাজ করছেন। আর না জেনে, না বুঝে, ধারনা নির্ভর ওয়াজ করছেন বা ফতোয়া দিচ্ছেন। এমন করে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং মানুষকেও বিভ্রান্ত করছেন।

বাক্বারাহঃ ৭৮

বিভ্রান্তির পথঃ ৬২. মুসলিমদের বিপক্ষে শত্রুকে সাহায্য করাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল মুসলিম ও ইসলামী শক্তির বিপক্ষে শত্রুকে সাহায্য করা। কাজটি করেছিল ইয়াহুদ। তারা একদল অন্যদলের বিরোদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যখন তোমাদের থেকে অঙ্গিকার নিয়ে ছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না, পরস্পরকে ঘর ছাড়া করবে না। তোমরা ইহা স্বীকারও করছ, তোমরাই এর সাক্ষ্যি। তথাপিও তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ কর, একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া কর, পাপের পথে অন্যায় ভাবে **পরস্পরের বিরোদ্ধে সাহায্য কর,** আবার কেউ বন্দি হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনো। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মানো আর কিছু মানো না? যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৪, ৮৫)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ দলাদলি করত। এক দল অন্য দলের সাথে হিংসাত্বক আচরণ করত। তাদের এই দলাদলি কখনো কখনো যুদ্ধের রুপা নিত। যুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে না পেরে দুশমনের শরণাপন্ন হত। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শত্রুর সাথে মিত্রতা করত, শত্রুকে সাহায্য করত। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ছিল।

বর্তমানে আমাদের দলাদলিও এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে। আজকাল মুসলিম নামী এক দল অন্য দলের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করছে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শত্রুর সাথে মিত্রতা করছে, শত্রুকে সাহায্য করছে। আর এভাবে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

বাক্বারাহঃ ৮৪-৮৫

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৩. দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল দ্বীন বা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই কমানো হবে না আযাব, করা হবে না সাহায্য। (২ বাক্বারাহঃ ৮৬)

পর্যালোচনাঃ আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া বিভ্রান্তির পথ। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আজকাল এমন মানুষ আমাদের সমাজেও কম নয়। আজকাল অনেকেই আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর এমন করে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৪. আল্লাহর নির্ধারিত হালাল হারাম না মানাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল হিসাবে মেনে নেওয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৪০/১০৯. তারা আল্লাহর বদলে নিজেদের আহবার ও রুহবান (উলামা ও পীর) কে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। আর মাসীহ বিন মারয়ামকেও। অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিল এক আল্লাহর দাসত্ব করতে। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহঃ ৩১)

২৪১/১১০. উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হুযাইফাহ রাঃকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ লোকজন কি তাদের পূজা করত? তিনি বলেছেনঃ না, তবে তারা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত।

২৪২/১১১. আ'দি বিন হা'তীম বলেনঃ আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। আমার গলায় স্বর্নের ক্রস ছিল। রাসূল সাঃ বললেনঃ আ'দি! এটা কি? এই বেদিকে ফেলে দাও। তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ তারা আল্লাহর বদলে নিজেদের আহবার ও রুহবান...। তারপর বললেনঃ শোন! তারা এদের পূজা করত না। বরং এরা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিলে মেনে নিত। (তাফসীত ক্বুরতুবী। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)

পর্যালোচনাঃ হারাম দুই ধরনের। মানসুস হারাম আর মুজতাহাদ হারাম। যে হারাম কুরআন হাদিছে পরিষ্কার ভাষার বর্নিত হয়েছে ইহা মানসুস হারাম। যেমনঃ সুদ, ঘুষ, শোয়র, মৃত, প্রবাহমান রক্ত ইত্যাদি।

আর যে হারাম কুরআন হাদিছে পরিষ্কার ভাষার বর্নিত হয় নাই। বরং ফিকহী সূত্রের আওতায় পড়ে হারাম হয়েছে ইহা মুজতাহাদ হারাম। যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, ডলপিন খাওয়া, শামুক খাওয়া, ঝিনুক খাওয়া ইত্যাদি।

কোন মানুসুস হালালকে হারাম বা মানসুস হারামকে হালাল মনে করা কুফর, বিভ্রান্তির পথ। বনী-ইসরাঈলের অনেক আলিম ক্ষেত্র বিশেষে এমন হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিত এবং জনগণ এই ফতোয়া মেনে নিত। এমন করে তারা বিভ্রান্ত হয়এছিল।

বর্তমানে দেশে দেশে এমনটি লক্ষ্য করা যায়। আজকাল অনেক দেশের অনেক আলিম সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি বৈধ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং জনগণ ইহা মেনেও নিচ্ছে।

তদ্রুপ ইয়াহুদ নাসারা মেয়েদের বিবাহ করা এবং তাদের জবেহ খাওয়া হারাম বলে ফতোয়া দিতে দেখা যায় অনেক আলিমকে, যা সরাসরি আল-কুরআনের পরিপন্থী। কারন পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে আহলে কিতাবের সতী নারীদের বিবাহ করা বৈধ এবং তাদের জবেহ খাওয়া হালাল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৪৩/১১২. আজকের এই দিনে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তু। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। মুসলিম সতী নারী আর আগেকার আহলে কিতাবের সতী

নারী (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা মোহর আদায় করে বৈধ ভাবে (তাদের গ্রহণ করবে), অবৈধ সম্পর্ক বা গোপন বন্ধু হিসাবে নয়। ঈমান আনার পর কেউ কুফর করলে তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (৫ মাইদাহঃ ৫)

আল-কুরআনে বর্নিত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে ফতোয়া দিয়ে আজকাল বিভ্রান্ত হচ্ছেন একদল আলিম এবং বিভ্রান্ত করছেন কত মানুষকে। তবে মুজতাহাদ হারামের বিষয়টি ভিন্ন। এসব বিষয়ে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত থাকা সাভাবিক। ইহা বিভ্রান্তির কারন হিসাবে গণ্য হবে না।

তাওবাহঃ ৩১ মাইদাহঃ ৮৭
আনয়ামঃ ১৩৮-১৫০
নাহ'লঃ ১১৬

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৫. আল্লাহর কালামে জবান ঢুকিয়ে দেওয়াঃ বিভ্রান্তির অন্যতম আরো একটি পথ হল আল্লাহর কালামে যবান ঢুকিয়ে দেওয়া তথা নিজের বা নিজ দলের কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে চালিয়ে দেয়া। অর্থাৎ নিজের বা নিজ দলের কথাকে আল্লাহর কথার সাথে মিশিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপন করা যেন মানুষ মনে করে এটাও আল্লাহর কথা।

বনী-ইসরাঈলের একদল আলিম এমন করত। তারা নিজের মতামতকে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর কালামের অপব্যখ্যা করত এবং আল্লাহর কালামের সাথে মিশিয়ে নিজের মতামতকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিত। ইরশাদ হচ্ছে..

ধ্বংস তাদের যারা সামান্য (দুনিয়া অর্জনে)র জন্য নিজ হাতে লিখে বলে ইহা আল্লাহ থেকে। ধ্বংস তাদের যারা নিজে লিখে আর ধ্বংস তাদের যারা এমন করে। (২ বাক্বারাহঃ ৭৯)

পর্যালোচনাঃ নিজের বক্তব্যকে আল্লাহ বা রাসূলের কথা হিসাবে উপস্থাপন করা বিভ্রান্তির অন্যতম কারন। এমন করত ইয়াহুদ আলিমগণ। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তারা অতি কৌশলে নিজের বক্তব্যকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করত। এমন করে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিল।
কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের সমাজেও এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। আমাদের কিছু মানুষও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নিজের, কোনো পীর বা ঈমামের বক্তব্যকে আল্লাহর বা রাসূলের কথা হিসাবে চালিয়ে দেন। তারা ক্বুরআনের আয়াত বা হাদীছ ব্যবহার করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজের মতামতকে উপস্থাপন করেন এবং লোকজনকে বুঝাতে চান; এসব আল্লাহর কথা, রাসূলের কথা। যারা এমন করেন তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়ে যান, মানুষকেও বিভ্রান্ত করেন।
কোনো আয়াত বা হাদীছের আকাধিক অর্থ থাকলে অন্য অর্থ গুলু বাদ দিয়ে শুধু নিজের পছন্দের অর্থকেই আল্লাহ বা রাসূলের কথা হিসাবে নির্ধারন করে ফেলাও উচিত নয়। ইহাও এর আওতাভুক্ত হবে।

আল-ইমরানঃ ৭৮

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৬. কথায় ও কাজে মিল না থাকাঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি ছিল কথায় ও কাজে মিল না থাকা। এই অবস্থা ছিল বনী-ইসরাঈলের আলিমদের। তাদের কথায় ও কাজে মিল ছিল না। তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজেরা মেনে চলত না। মানুষকে মন্দকাজ না করার জন্য বলত কিন্তু নিজেরা করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৪৫/১১৪. তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর আর নিজের বেলায় ভুলে থাকো? অথচ তোমরা কিতাব পড়। তোমরা কি কিছুই বুঝ না? (২ বাক্বারাহঃ ৪৪)

পর্যালোচনাঃ যাদের কথায় ও কাজে মিল থাকে না তারা নীতিহীন হয়ে যায়। আর নীতিহীন মানুষ দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারে না। তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল একদল ইসরাইলী। আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

বিঃ দ্রঃ= কথায় ও কাজে মিল না থাকা বলে এখানে বুঝানো হয়েছেঃ ফরজ কাজ করার জন্য অন্যকে বলা আর নিজে না করা। অথবা হারাম থেকে অন্যকে নিষেধ করা আর নিজে জড়িয়ে পড়া। মুস্তাহাব বা মাকরুহ কাজের ব্যাপারটি এত কঠিন নয়। তবে সকল ব্যাপারেই কথায় ও কাজে মিল রাখা আবশ্যক।

বাক্বারাহঃ ৪৪
স্বাফফঃ ২

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৭. বিনা দলীলে কাউকে ভ্রান্ত বলাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল শুধু নিজের দলকে সঠিক মনে করা এবং নিজ মতাদর্শের না হবার কারনে বিনা দলীলে কাউকে ভ্রান্ত বলা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৪৬/১১৫. ইয়াহুদ বলে নাসারা কোনো আদর্শের (দ্বীনের) উপর নাই। আর নাসারা বলে ইয়াহুদ কোনো আদর্শের উপর নাই। অথচ তারা (উভয় দলই) কিতাব পড়ে। এমন কথা সাধারণত মূর্খরাই বলে থাকে। যেসব বিষয়ে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে কিয়ামতে আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। (২ বাক্বারাহঃ ১১৩)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ নাসারা আল্লাহর কিতাব পড়ত। তথাপিও শুধু দলগত প্রতিহিংসার কারনে একে অন্যকে বিভ্রান্ত ও কাফির মনে করত। অথচ যেসব কারন দেখিয়ে অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলত তাদের নিজের মাঝেও একই কারন বিদ্যমান ছিল। তারা অন্যদের দুষ দেখত কিন্তু নিজের দুষ দেখত না।

বর্তমানে আমাদের সমাজেও তাই ঘটছে। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে দলাদলি করে বিভ্রান্ত মানুষ গুলু নিজেরা যেসব কাজ করছে ঠিক একই কাজ দেখিয়ে অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিচ্ছে।

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৮. নবী নিয়ে বিরোধ ও মনগড়া মন্তব্যঃ বনী-ইসরাঈল যে ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হল নবী নিয়ে বিরোধ। বনী-ইসরাঈল নানা বিষয়ে বিরোধ করে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। নবী রাসূল নিয়েও তাদের বিরোধের অন্ত ছিল না। নবীর মান, মর্যাদা, নবীগণের শ্রেণী বিন্যাস, নবীর পেশাব পায়খানা, কোন নবী কোন দলের ছিলেন, ইত্যাদি আজগুবি বিষয়াদি নিয়েও তারা বিরোধে জড়িয়ে পড়ত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমরা বলছঃ ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্ন নবীগণ ইয়াহুদ বা নাসারা ছিল? জিজ্ঞেস করঃ তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ..? (২ বাক্বারাহঃ ১৪০)

হে আহলে কিতাব! ইবরাহীম (ইয়াহুদ ছিল, না নাসারা? এ) নিয়ে কেন তর্ক করছ? অথচ (তোমাদের ভাস্য মতে তাওরাতের অনুসারীদের ইয়াহুদ আর ইনজীলের অনুসারীদের নাসারা বলা হয়। আর) তাওরাত ও ইনজিল ইবরাহীমের পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি কিছুই বুঝ না? (৩ আল-ই'মরানঃ ৬৫)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমি যা নিষেধ করি ইহা থেকে বিরত থাকো আর যা আদেশ করি যথা সম্ভব করে ফেলো। (কোনো বিষয়েই অধিক প্রশ্ন কর না) কারন অধিক প্রশ্ন আর নবী নিয়ে বিরোধ পুর্ববর্তি জাতি (বনী-ইসরাঈল)কে ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

পর্যালোচনাঃ ইয়াহুদ বলত ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক আঃ সহ অন্যান্ন নবীগণ ইয়াহুদ ছিলেন। অথচ তারা ভাবত না যে, ইয়াহুদী ইজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাওরাত নাযিলের পর। তাওরাত মূসা আঃর উপর নাযিল হয়েছে। আর উল্লেখিত নবীগণ ছিলেন মুসা আঃর অনেক আগে। এছাড়া নবীর মান, মর্যাদা, নবীগণের শ্রেণী বিন্যাস ইত্যাদি আজগুবি বিষয়াদি নিয়েও তারা বিরোধে জড়িয়ে পড়ত।
বর্তমানেও অনেক মানুষ এমন করছে। নবীর মর্যাদা, নবী জীবিত না মৃত, নবী নূরের তৈরি না মাটির, নবীর পেশাব পায়খানায় ঘ্রাণ ছিল না গন্ধ ইত্যাদি আজগুবি বিষয়াদি নিয়ে আজকাল দলে দলে কত বিরোধ। আবার নতুন নতুন মসলক, মিনহাজ, তরিকা ইত্যাদির সাথে (যা মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে) সাহাবী, তাবিয়ী ও ইমামগণকে সম্পৃক্ত করে মন্তব্য, বিরোধ ও দলাদলির যেন অন্ত নাই।
সব চেয়ে আজব ব্যাপার হলঃ এতকিছুর পরও প্রতিটি দলই মনে করে শুধু তারাই সঠিক এবং আগেকার আসলাফ (অনুকরণীয় উলামা)গণ তাদের দলভুক্ত ছিলেন। অথচ তারা একটুও ভাবে না; তাদের দল তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে।

বাক্বারাহঃ ১৪০
আল-ইমরানঃ ৬৫

বিভ্রান্তির পথঃ ৬৯. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করাঃ বিভ্রান্তর অন্যতম একটি পথ "সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ" না করা। বনী-ইসরাঈল এমন করত। তারা সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিয়ে ছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বনী-ইসরাঈলের কাফিরদের লা'নত করা হয়েছে দাউদ ও ঈসা বিন মারয়ামের মুখে। কারন মানুষ মন্দকাজ করলেও তারা (উমালা ও নেতারা) নিষেধ করত না। (তারা মনে করত যার পাপ তার ব্যাপার) তাদের এই মনগড়া নীতি বড়ই জঘন্য। (৫ মাইদাহঃ ৭৮,৭৯)

তাদের উলামা ও পীরগণ কেন লোকজনকে পাপাচার ও হারাম খাদ্য থেকে ফিরিয়ে রাখেনি? ইহা (তাদের এই নিরবতা) বড়ই জঘন্য। (৫ মাইদাহঃ ৬৩)

পর্যালোচনাঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা প্রতিটি জাতির ফরজ দায়িত্ব। কিন্তু এক পর্যায়ে বনী-ইসরাঈলের উলামা ও নেতারা এই দায়িত্বে অবহেলা করেছিল। লোকজন মন্দ কাজ করলে তারা প্রথমে সামান্য প্রতিবাদ করলেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিত না। বরং তাদের নিষেধ অমান্য করা সত্বেও পাপিষ্ঠদের সঙ্গে ঠিকই মিশত। আর এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে ছিল। আজকাল আমাদেরও একই অবস্থা। তাদের অনুকরণ করে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে বর্তমান সমাজের কত মানুষ।

মাইদাহঃ ৬৩, ৭৮-৭৯

বিভ্রান্তির পথঃ ৭০. কাফিরদেরকে ওয়ালী বানানোঃ যে ৭২পথে বনী-ইসরাঈল বিভ্রান্ত হয়েছিল এর একটি হচ্ছে কাফিরকে ওয়ালী বানানো। বনি-ইসরাঈলের একদল মানুষ এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৫২/১২১. তাদের (বনী-ইসরাঈলের) অনেককে দেখবে কাফিরদের ওয়ালী বানাচ্ছে। তারা যা করছে ইহা খুবই জঘন্য। এজন্য আল্লাহ তাদের প্রতি গুস্বা হয়েছেন, তারা চিরদিন আযাবে কাটাবে। (৫ মাইদাহঃ ৮০)

পর্যালোচনাঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন, মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এই সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও সুহৃদ হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলে সাধারণ বন্ধুত্ব, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্বঃ ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয় এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্থ বন্ধু।

এই দুই ধরনের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসাবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো প্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু, খালীলঃ দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভাল নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্নিত হয়েছেঃ

২৫৩/১২২. আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই ভাবতে হবে কাকে সে খালীল বানাবে। (আবু-দাউদ)

ঘ. ওয়ালীঃ বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্ব সহ অনেক দায় ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

এমন বন্ধুত্ব শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই হতে পারে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিকের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক করতে বারন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৫৪/১২৩. মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসলে তাদের ওয়ালী বানিও না। কেউ তাদের ওয়ালী বানালে জালিম (অপরাধী) হিসাবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিককে ওয়ালী বানানো বিভ্রান্তির পথ। কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিককে ওয়ালী বানালে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৫৫/১২৪. মুনাফিকদের সংবাদ দাও। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুঅমিনদের ছেড়ে কাফিরদের ওয়ালী বানায়। তারা এদের কাছে ইজ্জত চায়? সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)

তখনকার সময়ে আল্লাহ প্রদত্ব এসব নিয়ম নীতি না মেনে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। আর আজকাল একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

বিঃ দ্রঃ= এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন।

মাইদাঃ ৮০
মাইদাহঃ ৫১
আল-ইমরানঃ ২৮

বিভ্রান্তির পথঃ ৭১. আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করা, দূষ খোজাঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি। বনী-ইসরাঈল আল্লাহর পথ ও নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। তথাপিও তারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করত। তারা নিজেদের মনগড়া মতাদর্শ মেনে ধর্মকর্ম করতে বলত। কিন্তু কেউ প্রকৃত ভাবে আল্লাহর কিতাব ও নবীর আদর্শ মত চলতে চাইলে বাঁধা দিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৫৬/১২৫. আমি ইয়াহুদীদের জন্য অনেক হালাল সুখাদ্যও হারাম করে ছিলাম। কারনঃ তাদের অবিচার, **আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি,** নিষেধ করা সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ এবং অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন। (এমন করা কুফর) আর কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৬০, ১৬১)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করা বিভ্রান্তির পথ। এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল। কিন্তু আজকাল আমাদের অবস্থাও তাই। বর্তমান সমাজের মূলস্রোত দ্বীন থেকে বিচ্যুত। লোকজন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর আদর্শ ছেড়ে আবিস্কৃত ও বিকৃত পথে ধর্ম পালনে অভ্যস্থ হয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মত করে ধর্মকর্ম করলে প্রতিটি দলই খুশী হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাঃর আদর্শ মতে চলতে গেলেই বাঁধার পাহাড় তৈরি করা হয়।

আল-ইমরানঃ ৯৯
নিসাঃ ১৬০-১৬১

বিভ্রান্তির পথঃ ৭২. পাপচার ও হারামের প্রতি ঝুকে পড়াঃ বিভ্রান্তির ৭২পথের একটি হল পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেয়া। বনী-ইসরাঈল এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

২৫৭/১২৬. তাদের অধিকাংশ মানুষকে দেখবে সীমালঙ্ঘন, পাপাচার আর হারাম খাদ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তাদের কাজকর্ম খুবই জঘন্য। (৫ মাইদাহঃ ৬২)

২৫৮/১২৭. যখন হাওয়ারীগণ বললঃ ঈসা! রাব্ব কি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি খাঞ্চা পাঠাবেন? ঈসা বললঃ তোমরা মুঅমিন হলে (এমন চাওয়া থেকে) বিরত থাকো। তারা বললঃ আমরা চাই খাদ্য (উৎসব) আর অন্তরের প্রশান্তি। আমরা তোমাকে সত্যায়ন করতে চাই, হতে চাই প্রত্যক্ষ দর্শী। ঈসা বললঃ হে রাব্ব! তোমার নিদর্শন স্বরূপ আসমান থেকে একটি খাঞ্চা পাঠাও যাতে আমাদের পুর্ববর্তি ও পরবর্তি সবার জন্য ঈদ (উৎসব) হয়। তুমিই সর্বোত্তম রিজিকদাতা। আল্লাহ বললেনঃ আমি খাঞ্চা পাঠাচ্ছি। তবে এর পর যারা কুফর করবে আমি তাদের এমন সাজা দেব যা আগে কাউকে দেইনি। (৫ মাইদাহঃ ১১২-১১৫)

কথামত আল্লাহ খাঞ্চা পাঠিয়ে ছিলেন। খাঞ্চাতে অনেক ধরনের খাবার ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে শর্ত ছিল যেন এই খাবার খেয়ে কেউ পাপাচারে লিপ্ত না হয়। কিন্তু তারা এই খাবার খেয়ে পাপাচারে গা ভাসিয়ে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের খিনজির (শোয়র) বানিয়ে ছিলেন।

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে যারা পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেয় তারা এমন ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায় যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল বনী-ইসরাঈল।

বিঃ দ্রঃ= উপরে উল্লেখিত সবগুলো পথই বিভ্রান্তির। ওই পথের যে কোনোটি গ্রহণ করলে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, সঠিক পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই এসব ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।

বিভ্রান্তির পথ ৭২টি হলেও হিদায়াতের পথ মাত্র একটি। আর এপথই আমাদের একমাত্র কাম্য। সুতরাং বিভ্রান্তির ৭২পথ সম্পর্কে জানার পর হিদায়াতের পথ সম্পর্কে জেনে নেওয়া অতি আবশ্যক। তাই হিদায়াতের একমাত্র পথের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

৬৯		সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ না করা বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	
৭০		এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	
৭১		এক সময় এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ আর বর্তমানে একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ	
৭২		কুফর শিরক পাপাচার ও হারাম কাজের প্রতি ঝুকে পড়া এবং পাপাচারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।	মাইদাহঃ ৬২, ১১২-১১৫ আল-ইমরানঃ ১৭৬
		উল্লেখিত ৭২ পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ ও নাসারা। আর আমাদের অনেক মানুষও একই পথে বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামী হবে বলে নবী সাঃ সতর্ক করে গেছেন। সুতরাং আমাদের যে বা যারা এসব পথের যে কোনো একটি বা একাধিক পথে চলবে সে অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের পথ ধরবে। তাই সাবধান! বন্ধুগন সাবধান!!	
	মুক্তির একমাত্র পথ		আল-ইমরানঃ ৩১,১০৩,১০৫ আনয়ামঃ ১০৬ ইউসুফঃ ১০৮ যুমারঃ ৬৫

ক্রমিক	বিষয়		সূরাহ ও আয়াত	মন্তব্য
	একপথ	ইসলামের পথ শুধুই ১টি বাকি সব বিভ্রান্তি	আনয়া'মঃ ১৫৩	ইসলামের পথ
	একতা	ইসলামে একতা বজায় রাখা ফরজ আর বিভক্তি বা বিভাজন তৈরি করা হারাম	আল ই'মরানঃ ১০৩	ইসলামের পথ
	দলবাজদের সঙ্গ না দেওয়া	যারা উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের সঙ্গ দেওয়াও নিষিদ্ধ	আল ই'মরানঃ ১০৫	ইসলামের পথ
	নবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন	যে/যারা দলাদলি করে উম্মতের মাঝে বিভাজন তৈরি করে নবী সাঃর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়	আনয়া'মঃ ১৫৯	দলাদলির কুফল
	কাফির হয়ে যাবে	যে বা যারা বানী-ইসরাঈলের অনুকরন করবে তারা কুফরে ফিরে যাবে তথা ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে যাবে	আল-ই'মরানঃ ১০০	বিজাতীয় অনুকরন
	বানী-ইসরাঈল	পরিচিতি এবং তাদের বেশ কিছু বদ-স্বভাব	বাক্বারাহঃ ৪০-১২৩	পরিচিতি
	মুক্তি	ফেরাউন ও তার অত্যাচার থেকে মুক্তি	বাক্বারাহঃ ৪৯	মুক্তি
	দুনিয়ার জীবন	দুনিয়ার জীবনের প্রতি অধিক লালায়িত থাকা	বাক্বারাহঃ ৯৬	বদ-স্বভাব
	ওয়াদা ভঙ্গ	ওয়াদা ভঙ্গ করা	বাক্বারাহঃ ১০০	বদ-স্বভাব